নূতন জন্ম রহস্য।

রায় বিহারী মিত্র বাহাদুর প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

খ্রীষ্টাব্দ ১৯২১

বিষয়াবলী ।

নূতন জন্ম লওয়া হইবে কবে ?
ব্রহ্মা ঊষা হরণ করিবেন যবে ।

বি, মিত্র ।

মূল।

জগতের মূল কি ইহা কেহই ঠিক করিতে পারেন না তবে জাগতিক বস্তু হইতে স্বাভাবিক ওতঃপ্রোত ভাবে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকের মতে ঠিক ইহাই বলিতে পারা যায়; এবং সেই হেতু সংজ্ঞা বিশিষ্ট সংজ্ঞাটিই জাগতিকজনের সংজ্ঞা হয় ইহাও বলা যাইতে পারে বস্তুত প্রকৃত মূল কি ইহা কেহই বলিতে পারেন না।

ঘাত ও প্রতিঘাত না হইলে শব্দ হয় না এবং শব্দ না হইলে শব্দ হয় না কারণ শব্দের সাঙ্কেতিক চিহ্ন অক্ষর হয়। অক্ষর অক্ষয় হয় ফলত যেটি অক্ষয় সেটির মূল নাই।

শব্দের মূল কি ?

শূন্য।—

শূন্যের মূল কি ? ইহা কি বলিতে পারা যায় বাস্তবিক যদি বলিতে পারা যাইত তাহা হইলে আর একটি জগৎ প্রস্তুত করিতে পারা যাইত কিন্তু পারা যায় না সেই হেতু মূল নাই, যদিও সংজ্ঞার দ্বারা বলা হয় বটে কিন্তু তাহার মীমাংসা নাই ফলত ওতঃপ্রোত ব্যতীত অন্য কিছুই বলিতে পারা যায় না অথবা যে বিষয়ের মূল নাই তাহাই ব্রহ্ম অনন্ত অপার দৃষ্টান্তরহিত মনের অগোচর ও অজানিত।

মানব যদি নিজেই স্বীকার করিলেন যে আমি জানিনা তবে নির্গুণের গুণ কি করিয়া হয়, যাহা নাই তাহা নাই, যাহা আছে তাহা আছে। নির্গুণ হইলে গুণ হয় না আবার গুণ না হইলে আকার হয় না

বাস্তবিক আকার না হইলে বিষয় হয় না আবার বিষয় না হইলে মনন হয় না কাজে কাজেই মনন না হইলে ক্রিয়া হয় না আর ক্রিয়া না হইলে ফল হয় না ফলত ফল না হইলে বীজ হয় না আর বীজ না হইলে ফল হয় না তজ্জন্য ওতঃপ্রোত ব্যতীত অন্য কিছুই ফাঁকি কাটিতে পারা যায় না, কিন্তু নির্গুণ হইলে কিছুই হয় না তজ্জন্য মূল কি ইহা বলিতে পারা যায় না তবে অনন্ত, অপার দৃষ্টান্তরহিত মনোঽগোচর ও অজানিত ইত্যাদি সংজ্ঞা দিয়া বিশেষ্য করিয়া বিশেষিত করিলেই বেশ ক্রিয়া করিতে পারা যায় নচেৎ অশেষ।

প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াও পুনঃ প্রকৃতি হয়। যদি ইহা প্রত্যক্ষ সত্য হয় তাহা হইলে লোকালয়ে মানবের কৃত শাব্দিক মূলই প্রকৃত মূল হয় ইহা সিদ্ধান্ত হইল বস্তুত যদি একবার মূল ঠিক হয় তাহা হইলে মৌলিক বস্তু প্রস্তুত করিতে আর অভাব ঘটে না।

যাঁহারা পূর্ব্ববৎ দর্শন রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা জগৎটি কিছুই নয় ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাস্তবিক যদি এই জগৎটি মায়া অর্থাৎ মিথ্যা হয় তাহা হইলে মায়াবী যাহা লিখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা মিথ্যা ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

কথায় ফাঁকি কাটিয়া অপ্রকৃত ফাঁকি দেখাইলে প্রকৃত ফাঁকিতে পড়িতে হয়, যদি সমস্তই মিথ্যা হয় যেমন ঝিণুকে রৌপ্য দর্শন বা মরীচিকাতে জল দর্শন তবে গাদা গাদা লিখিয়া অন্যজনকে অসত্য প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন কি, বাস্তবিক তাহা নয় আকারান্বিত হইয়াছেন বলিয়া সংস্কার হেতু গুণ গাইতেছেন অথচ আবার ফাঁকি কাটিয়া নিজেকে ফাঁকি দেখাইয়া বলিতেছেন যে জগতটি কিছুই নয় অর্থাৎ মিথ্যা ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার সংসার নিয়মে আর অধিক কি হইতে পারে ফলত ইহার ঔষধ নাই, তবে ঔষধ পুরাতন গল্প যাহা সত্য হয় বলিয়া ঘটনাবলী ঘটাইয়াছেন যাহা হউক পারিমাণ্ডল্যাবধি আকার হয়, বাস্তবিক আকারান্বিত হইলেই পরিমান হয় এবং পরিমান হইলেই সংখ্যা হয়

আর সংখ্যা আসিলেই সাঙ্খ্য হয় অর্থাৎ সূক্ষ্মস্থূল হইলে স্থূল হয় ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

জগতের প্রথমাবস্থাতে আদিত্য আদি তত্ত্বের আদি হয়, সেই হেতু জ্যোতিষ শাস্ত্র সর্ব্ব শাস্ত্রের আদি হয়। যতদিন দেহে দশটি অঙ্গুলি আছে ততদিন সংখ্যা শাস্ত্র আছে। ইজিপ্ট এসিরিয়া ব্যাবিলন আরব্য পারস্য হিন্দুস্থান ও চীন ইহারাই প্রথমে সংখ্যা শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তবে কোন জাতিটি অগ্রে বা কোন জাতিটি পরে প্রচার করিয়াছেন ইহা বলিবার উপায় নাই কারণ এই কয়েকটী জাতি অতি পুরাতন জাতি বলিয়া কথিত।

আদিত্য অগ্রে না চন্দ্র অগ্রে, পুরুষ অগ্রে না প্রকৃতি অগ্রে ইহা যেমন বলিবার উপায় নাই অর্থাৎ মানব বুদ্ধির অগম্য তেমনি বিষয়ের মূল ওতঃপ্রোত ব্যতীত অন্য কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে সিদ্ধান্তের জন্য অজানিত সকলের মূল হয়, ইহাও বিশ্বাসের জন্য বলিতে পারা যায়।

মানব অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন ইহা সকল মানবকে স্বীকার করিতে হয়, এখন অন্ন আইসে কোথা হইতে? সকলেই বোধ হয় বলিবেন পর্জ্জন্য হইতে।

পর্জ্জন্য কোথা হইতে আইসে? আদিত্য হইতে। আদিত্য আকর্ষণ শক্তির দ্বারা জলকে উপরে তুলিয়া লইয়া যাইতে থাকেন, চন্দ্র শৈত্য শক্তির বিকর্ষনের দ্বারা জলকে পথে জমাট বাঁধাইয়া দেন, এখন জমাটকে ভাঙ্গে কে?

অদিতির আর এক পুত্র মরুত ঝড়ঝাপ্টাতে ভাঙ্গিয়া দেন—এই-খানে অনুগ্রহ করিয়া Kenatics অর্থাৎ force & motion শাস্ত্রকে বুঝিয়া লইবেন। force & motion টিকে বুঝিতে হইলেই space-এর অর্থাৎ শূন্যের প্রয়োজন ঘটে, দেখুন নড়া চড়া করিতে হইলেই শূন্যের অর্থাৎ spaceএর প্রয়োজন।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম এই পাঁচটি মহাভূত অর্থাৎ বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়। এখন অদিতি কে? এইবার সর্ব্বনাশ— দেখুন মানব বুদ্ধির দৌউড় কতদূর বাস্তবিক ইহার উপর উঠিতে হইলেই মানস পুত্র আনিয়া তারপর তারপর অর্থাৎ নেতি নেতি বলিয়া ঘুরিতে হয়। এই পাঁচটি বিষয় হইতে মানব মনন করিয়া জাগতিকজনের উপকারের দরুণ কত কি নূতন দ্রব্য আবিষ্কার করিতেছেন কিন্তু ইহার উপর উঠিতে হইলেই অজানিত বা ওতঃপ্রোত কহিতে হয় নচেৎ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ বলিয়া স্বয়ম্ভূ বলিতে হয়।

স্বয়ম্ভূ কে?

এইটিকে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে নাগর দোল্লাটিকে আনিতে হয় অর্থাৎ ওতঃপ্রোত দেখুন কোন বিষয়েরই মূল নাই, তবে ওতঃপ্রোত ব্যতীত অন্য কিছু ফাঁকি কাটিতে পারা যায় না, বা ব্রহ্ম অজানিত, অপার দৃষ্টান্তরহিত অনন্ত মনের অগোচর সংজ্ঞা ব্যতীত অন্য কিছু সংজ্ঞা দিতে পারা যায় না।

বিশ্বাস করুন উন্নতি মার্গে উঠুন কারণ বিশিষ্ট শ্বাস প্রশ্বাসের সংজ্ঞা বিশ্বাস হয়। আমি আছি এইটি বিশ্বাস করুন তবে আমি আছি, নচেৎ আমি কোথায়, এখন প্রত্যক্ষ দেখুন শরীরের ভিতর শ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে কি না, যদি চলে ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে মূল ধরিয়া এবং ইহার প্রক্রিয়া গুলিতে কর্ম্ম করিয়া প্রত্যক্ষ দেখুন যে শরীরের অর্থাৎ আকারের উন্নতি কত দূর হয়। পরবৎ দর্শনকে ধরিয়া যতদূর বিজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ততদূর সূক্ষ্মস্থূলাবধি গিয়া লোকালয়ের মঙ্গলবিধান করুন এবং মঙ্গলবিধান করিতে পারিলে কির্ত্তী হয়, ফলত কির্ত্তী রাখিতে পারিলেই অক্ষয় হয়।

প্রভু যিশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন বলিয়া জগতের ভিতর এবম্প্রকার শান্তি বিরাজ করিতেছে। যে বাঙ্গালার মেয়ে ঘরের ভিতর

কলাবৌ সাজিয়া থাকিতেন আর স্বামী ঘরের ভিতর আসিলে প্রদীপ নিবাইয়া দিতেন আজ বি, এল, এ,—ব্রের কৃপায় সেই বাঙ্গালার মেয়ে কেপ্‌অফ্ গুড হোপেতে ম্যানড্যালিনের সুরের সহিত গলার সুরটিকে মিশাইয়া দিয়া দয়াময়কে আরাধনা করিয়া বলিতেছেন—হে দয়াময়ি! আমি যদি সুবিধা জনক যান পাইতাম তাহা হইলে বরাবর দক্ষিণে যাইয়া ইণ্ডিয়ার মহাসমুদ্র পার হইয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া আরটিক মহাসমুদ্র পার হইয়া যেখানে দাঁড়িয়া আপনাকে আরাধনা করিতেছি পুনরায় সেইখানে আসিয়া পৌঁছিতাম, কিন্তু উপায় নাই কি করি এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে জলদেবী ইণ্ডিয়ান মহা সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া কোমরাবধি আমার দৃষ্টিতে ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন—ভগিনী, অদ্য আপনাকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম কারণ আপনি বাঙ্গালার মেয়ে হন—ধন্য নোবল ব্রীটন আপনার কৃপায় আমি বাঙ্গালার মেয়েটীকে দেখিতে পাইলাম, আপনি চিরজীবী হইয়া লোকালয়ের ভিতর Traditional British Justiceএর দ্বারা শান্তি স্থাপন করিয়া মঙ্গল বিধান করুন,—ধন্য নোবল ব্রীটন!

দেখুন ভগিনী, যখন মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন তখন সীমান্তে আবদ্ধ আছেন। সীমাতীত মানবাতীত হয়। আমি একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারিণী আমার সীমা আপনি যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন সেইখান হইতে দক্ষিণে এক হাজার ক্রোশ হয় ইহার পর কি তাহা আমি জানি না এবং আমার কর্ত্তৃঠাকুরাণীও জানেন না; আমি কর্ত্তৃঠাকুরাণীর ভক্ত হই। রাজভক্ত না হইলে শান্তি স্থাপন হয় না এবং দেশের ভিতরেও শান্তি বিরাজ না করিলে জ্ঞান বিজ্ঞান চাষ শিল্প ও বানিজ্যের উন্নতি হয় না এবং এই সবগুলির উন্নতি না হইলে, পরিবর্ত্তন ও অন্নের উন্নতি হয় না বাস্তবিক পরিবর্ত্তন ও অন্নের উন্নতি না হইলে সংসর্গ ঠিক হয় না, আর মনের মত সংসর্গ না পাইলে স্বাভাবিক

পছন্দ আইসে না, স্বাভাবিক পছন্দ করিবার শক্তি না আসিলে ক্রিয়ার ফল ভাল হয় না এবং ক্রিয়ার ফল ভাল না হইলে কায়িক ও মানসিক তেজ হ্রাস হইতে থাকে বাস্তবিক এই দুইটি শক্তি হ্রাস হইতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে বনের নর হইতে হয়, কাজে কাজেই বনের নরগুলি সভ্য জগতের ভিতর ভদ্র উন্নত নর বলিয়া কথিত হয় না। আচ্ছা ভগিনী, আপনি যে প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছেন আপনার অন্য সব ভগিনীগুলি কি এই প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন ?

ভগিনী—না।

জলদেবী—আমার যে প্রকার পরিচ্ছদ রং গঠন আচার ব্যবহার ভাষা ও সভ্যতার নিয়ম দেখিতে পাইতেছেন আমার অন্যান্য ভগিনীগুলির ভিতর ঠিক এই প্রকাব দেখিতে পাইবেন যদি অনুসন্ধিৎসু হইয়া অনুসন্ধান করেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আপনার অন্যান্য ভগিনীগুলির সহিত আপনি সমস্ত বিষয়ে আলাহিদা হন। দেখুন ভগিনী, এক প্রকার রং আহার পরিচ্ছদ ধর্ম্ম ও ভাষা না হইলে সভ্য মানব জাতি হয় না, এবং সেই হেতু ভাই ভগিনী সুবাদ হয় না তবে বজ্জাতি করিয়া সভ্যতার খাতিরে ভাই ভগিনী সুবাদ পাতাইতে পারা যায়, যেইটি ঠিক আমার মত হয়, দেখুন না আমি আপনাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেছি বাস্তবিক কি আপনি আমার ভগিনী হন, না আমার জাতি আপনি হন, তবে সভ্যতার হিসাবে আমি আপনাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেছি,—আচ্ছা ভগিনী, আপনি ইহার কারণ কি বলিতে পারেন ?

ভগিনী—না।

জলদেবী—তবে আমি একটি আজগুবি গল্প বলিতেছি শুনুনঃ—

অতি পুরাকালে হিন্দুস্থানের নাম যে কি ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে পুরাণের মতে ভারতবর্ষ বা আর্য্যাবর্ত্ত হয়, ইহা বলিতে

পারা যায়। আর্য্যেরা আসিবার পর ইহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে, ইহার কোন সন্দেহ নাই বা রাজচক্রবর্ত্তী ভরত হইতে ভারতবর্ষ হইয়াছে ইহারও কোন সন্দেহ নাই, তবে সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু নামটি কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু পুরাতন জেণ্ড অর্থাৎ অ্যারেমা ভাষার পরিবর্ত্তন যে নূতন জেণ্ড ভাষা আছে তাহাতে হিন্দু নাম পাওয়া যায়। অ্যারেমা ও আর্য্য ভাষা এক কি না ইহা ফ্যাইলোলজিষ্টদিগের বিবেচনার বিষয় হয়, যদিও অ্যারেমা ও আর্য্যভাষা লোপ হইয়া গিয়াছে বটে তথাপি টুকরা হইতে যে নূতন জেণ্ড ও মার্জ্জিত সংস্কৃত ভাষা হইয়াছে, এই দুইটি ভাষায় তফাৎ কি এবং দয়াময় ও আরাধনা হিসাবে তফাৎ কি, যদি Linguistরা অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন তাহা হইলে লোকালয়ের ভিতর বড়ই উপকার হয়।

সংস্কৃত ভাষায় সিন্ধু শব্দটি পাওয়া যায় কিন্তু হিন্দু শব্দটি পাওয়া যায় না। গ্রিক্ রোম্যান ও স্যারাসিন ইত্যাদি ভাষাতে এরিয়া ও হিন্দু নাম পাওয়া যায়।

সংস্কৃত শব্দের অর্থ মার্জ্জিত, তবে কোন্ ভাষার মার্জ্জিত বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষা হয় বোধ হয় পুরাতন আর্য্য ভাষার মার্জ্জিত বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষা হয়।

বেদ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হইয়াছে, ইহা কথিত—সে বেদ কৈ? মহামুনি বেদব্যাস ছেঁড়া ও উঁইয়ে খাওয়া চোতা হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন তাহাই আছে, এবং মহামুনি বেদব্যাস বেদের নাম ত্রয়ী দিয়া গিয়াছেন, যেমন জেণ্ড অবস্থাটি মিস্ন ও ট্যাল্‌মণ্ড নাম ধারণ করিয়াছে। মহামুনি বেদব্যাস কি পুরাতন আর্য্যভাষাটিকে সংস্কৃত অর্থাৎ মার্জ্জিত করিয়া সংস্কৃত নাম দিয়া গিয়াছেন? মহামুনি বেদব্যাস বেদান্ত মহাভারত ও পুরাণাদি লিখিয়া গিয়াছেন। আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ কি অ্যারোমা না উল্‌টো পাল্‌টা, যাহা হউক সে অ্যারোমা বা আর্য্য ভাষা কই? না দুইটি পুরাতন ভাষা লোপ হইয়া গিয়া একটি

জেণ্ড ও অপরটি সংস্কৃত নাম ধারণ করিয়াছে, বাস্তবিক যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে মহামুনি বেদব্যাসই বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার কর্ত্তা হন ?

মহামুনি বাল্মীকি অগ্রে না মহামুনি বেদব্যাস অগ্রে ইহাও মহা সমস্যার ব্যাপার বটে তবে আচার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়মাদি পাঠ করিলে বোধ হয় যে মহামুনি বেদব্যাস অগ্রে হন, আর একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে দুইখানি মহাকাব্য দুইটি শূদ্রের দ্বারা লেখা হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য কি ইহা বুঝিতে পারা যায় না তবে ইহাই বলিতে পারা যায় যে সে সময়ে বোধ হয় বর্ণের ভিত্তি সংস্থাপন হয় নাই, যদি হইয়া থাকিত তাহা হইলে এই বিপর্য্যয় ঘটিত না অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে সে সময়ে শ্বেত বর্ণের পুরুষ কালো বা হলদে বর্ণের মেয়েকে গ্রহণ করিলে কোন দোষাবহ কার্য্য হইত না।

বর্ণ শঙ্করদিগের ভিতর মাতার বর্ণ প্রবল হয় যদি ইহাই ঠিক হয় তাহা হইলে বেদব্যাস মহামুনি খেতাব কি করিয়া পাইলেন এবং মহামুনি বেদব্যাসের ও মহামুনি বাল্মীকির পরে যিনি কেহ সংস্কৃত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাহারা সকলেই উক্ত মুনিদ্বয়কে গুরু বলিয়া স্তব করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক যদি এই সমস্ত ব্যাপার ঠিক হয় তাহা হইলে মহামুনি ও ঋষিদিগের সময় অন্য সকলেই সংস্কৃত বিদ্যা শিখিতে পারিতেন এবং গুণোচিৎ মর্য্যাদা দিতে কেহই কুণ্ঠিত হইতেন না।

মহামুনি বেদব্যাসের কৈবর্ত্তিনী কুমারী মাতাঠাকুরাণী পরে রাজচক্র-বর্ত্তিণী হইয়াছিলেন, অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে স্ত্রীলোকের দোষ থাকে যতক্ষণ না শুদ্ধ হয় যেমন লৌহ পোড়াইলেই শুদ্ধ হয়। মহামুনি বেদব্যাস ইনিও সম্পর্কীয় ভ্রাতৃজায়াতে মাতার অনুমতি ক্রমে সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন। আর একটি আনন্দের বিষয় বটে যে স্ত্রীলোকে সন্তান উৎপাদনের প্রার্থী হইলে, এবং তাহার প্রার্থনায় সম্মতি দিলে কোন দোষ হয় না বরং প্রার্থনা অমঞ্জুর করিলে নরক

দর্শন হয় অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে মুনি ও ঋষিদিগের সময় স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের ভিতর সম্পূর্ণ মনের স্বাধীনতা ছিল।

যাহা হউক মহামুনি বেদব্যাসের সময় কি ব্যাকরণ ছিল? তবে আজগুবি গল্প আছে যে পাণিনী ব্যাকরণ মহেশ ব্যাকরণের গোস্পদ তুল্য। সে ব্যাকরণ কৈ? শূন্যে শূন্য হইয়া মিশিয়া গিয়াছে কি? যদি ছিল এবং এখন তাহা নাই, ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে এইটি ধর্ত্তব্যের বিষয় নয় কারণ যাহা ছিল এখন নাই তাহা নাই বলিলেই পাপ চুকিয়া যায়।

শ্বেতেরা ও হল্‌দেরা কোথা হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন, ইহা বলা বড় সুকঠিন ব্যাপার বটে তবে অনুমাণের দ্বারা কতকটা বলা যাইতে পারে। মহাদেব শ্বেত পুরুষ হন এবং সকল হিন্দুরা যখন আজ পর্য্যন্ত মহাদেবের মূর্ত্তিকে শ্বেত রংয়ে রঞ্জিত করিয়া থাকেন, তখন হিন্দুকুশ বা ককেসাস বা শ্বেত দেশ ইহা বলিতে পারা যায়। পার্ব্বতীর রং হল্‌দে হয় সেইহেতু পার্ব্বতীর আদি স্থান মঙ্গোলিয়া হয় কারণ মঙ্গোলিয়াবাসীর রং এখন পর্য্যন্ত হল্‌দে হয়। যদি মহাদেবের সহিত পাব্বতীর বিবাহ হইয়াছিল, ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুদিগের ভিতর প্রচলন ছিল। বাস্তবিক শ্বেত ও হল্‌দে রং এক সঙ্গে মিশাইলে লাল রং হয়, যদি ইহা আবার ঠিক হয় তাহা হইলে শ্বেত পুরুষ ও হল্‌দে মেয়ের ফল লাল হয়, বাস্তবিক সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের মিলনে লাল রং হইয়াছে। চুণ ও হলুদকে একসঙ্গে মিশাইলে লাল রং হইয়া যায়। হিন্দুদের সমস্ত শুভ কর্ম্মে এখন পর্য্যন্ত চুণ ও হলুদের ব্যবহার যথেষ্ট আছে। মহাদেব ও পার্ব্বতীর কন্যা সরস্বতীও লক্ষ্মী হন, সরস্বতী শ্বেত হন আর লক্ষ্মী হল্‌দে হন। সরস্বতী হইতে বিদ্যা হয় তজ্জন্য এখন পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুরা বিদ্যার জন্য সুরস্বতীকে পূজা করিয়া থাকেন বাস্তবিক ইহাতে বুঝিতে হইবে যে শ্বেত রং ধারীর দ্বারা হিন্দুস্থানের ভিতর প্রথম বিদ্যার প্রচার হইয়াছে।

লক্ষ্মী হল্‌দে হন কারণ ঐশ্বর্য্যবতী, সেইহেতু সকল হিন্দুরা এখনও ঐশ্বর্য্যবান হইবে বলিয়া লক্ষ্মীকে পূজা করিয়া থাকেন।

কার্ত্তিক রূপবান সব্যসাচী ও বীর্য্যবান বলিয়া কথিত। হিন্দুস্থানের সকল হিন্দুর মেয়েরা বীর্য্যবান ও সুসন্তান পাইবেন বলিয়া এখনও কার্ত্তিককে পূজা করিয়া থাকেন। গণেশলাল হইবার কারণ গণপতি অর্থাৎ field marshal বলিয়া কথিত। শ্বেত ও হল্‌দের মিলন হওয়াতে দুইটি দল অত্যন্ত বলবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অসুরদিগকে নিপাত করিতে পারিয়াছিলেন। সুর বলিলে শ্বেতও হল্‌দেকে বুঝায় কেননা অসুরনাশিনী বলিলে দুর্গাঠাকুরাণীকে বুঝায়, হিন্দুস্থানের আদিম নিবাসী অসুর হন অর্থাৎ কেলো হন।

বেদের সময় হিন্দুস্থানবাসীরা মহাভূতের উপাসক ছিলেন এবং উপাসকেরা মহাভূতকে আরাধনা করিয়া প্রার্থনা করিতেন যে আমাদের গরু ভেড়া ও ছাগলগুলিকে অসুরের হস্ত হইতে রক্ষা করুন, আমাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৃষ্টি দিউন, আমাদের কন্যাগুলির স্বামী যেন বীর্য্যবান পুরুষ হয়, আর সন্তানগুলির পত্নী যেন ঐশ্বর্য্যবতী হয়।

হিন্দুস্থানের বর্ণ শ্বেত লাল হল্‌দে ও কালো হইল, আবার চারি বর্ণের মিশ্রনে নানা প্রকার বর্ণ হইয়া কালক্রমে প্রকৃত বর্ণগুলি ও বর্ণ ব্যবহারের নিয়মগুলি লোপ হইয়া যাইয়া ছায়াবাজী চলিল। ব্রহ্মণার সময় ব্রাহ্মণের উপজীবিকার দরুণ নানা প্রকার হোম যজ্ঞ বার তিথি ব্রত ও উৎসবাদি আসিয়া যোগ দিল। আবার উপনিষতের সময় মানসিক উপাসনা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তপস্যা ও উচ্চ বিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট চলিয়া অবশেষে দর্শনের অভাব থাকিল না, কিন্তু এই সব যে কতদিন ছিল এবং কবে ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া গোলমাল হইয়া যাইল, ইহা বলিবার কোনও উপায় নাই, তবে বহুদিন থাকিয়া তৎপরে খিচুড়ী পাকাইয়া ব্যভিচার দোষ এতদূর হইয়া পড়িয়াছিল যে আবার পরদেশী আসিয়া হিন্দুস্থানের স্বামী হইয়া পড়িলেন তন্মধ্যে

প্রভু শাক্যসিংহ নাম রাখিয়া যাইলেন। ইজিপ্ট সিথিয়া এসিরিয়া ব্যাবিলন ফনিসিয়া পারস্য গ্রীক ও রোম খণ্ডাধিপতি হইয়া যথেষ্ট উপনিবেস স্থাপন করিলেন বটে কিন্তু কোথায় কে যে মিশিয়া যাইলেন ইহা বলা অসম্ভাবনীয়।

বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনাদি শক ও যবনদিগকে খণ্ডাধিপতি হইতে চ্যুত করিয়া নিজেরা সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, কিন্তু উহাদিগের মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচ কি ছয় শত বৎসর বড়ই গোলমাল চলিয়াছিল। যার লাঠি তার ভেঁইস হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু ছোট ছোট প্রজাগণ ও বিভিন্ন জাতি রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুমারিল ভট্ট পূর্ব্ব মীমাংসার ক্রিয়া কাণ্ডের ব্যবহারটিকে প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই মতটিকে খণ্ডণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, যদিও শঙ্করাচার্য্য কুমারিল ভট্টের জামতা মদন বা মণ্ডণ মিশ্রকে তর্কে পরাজয় করিয়াছিলেন ইহা সত্য এবং চারিটি মট স্থাপন করিয়াছিলেন ইহাও সত্য তথাপি পুরাতন ব্যবহার গুলিকে উঠাইয়া দিতে পারেন নাই, কারণ আজ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের হিন্দুদিগের ভিতর পূর্ব্বমীমাংসার মতটি চলিতেছে।

কয়েক শত বৎসর পরে মুসলমানের আগমনে কুমারিল ভট্টের মত আরো প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। মুসলমানেরা যেখানে বৌদ্ধদিগকে দেখিতে পাইতেন সেখানে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেন এবং বৌদ্ধদিগের যত ধর্ম্ম মন্দির ছিল মুসলমানেরা প্রায়ই সেই সমস্ত গুলিকে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা প্রাণ ভয়ে বনে ও গহ্বরে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধেরা নানাপ্রকার ভেল লইয়া হিন্দু বা মুসলমান হইয়াছিলেন বাস্তবিক দুই চারিশত বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানের ভিতর আর আঁদৌ বৌদ্ধ ছিল না।

কুমারিল ভট্টের মত অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসার মত হিন্দুদিগের

ভিতর প্রবল হওয়াতে আচরণীয় ও অনাচরণীয় কতকগুলি জাতি ঠিক হইয়া, জাতিমালা হইল। যাহারা ব্রাহ্মণদিগের পদসেবা করিতে লাগিলেন তাহারাই আচরণীয় জাতি বলিয়া কথিত হইলেন আর যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পদসেবা করিলেন না তাহারাই অনাচরণীয় জাতি বলিয়া কথিত হইলেন, তন্মধ্যে নবশাখা বলিয়া নয়টি জাতি যোগ হইল।

পূর্ব্বে বাঙ্গালার নাম বঙ্গ ছিল, কিন্তু মুসলমানেরা আল দিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম বাঙ্গালা হইল, বাস্তবিক আল দিবার কারণ বাঙ্গালাটি শস্যের গোলাঘর হইয়া উঠিল।

বৌদ্ধেরা তন্ত্রকে ধরিয়া আরো এক মজা করিলেন। নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক দর্শন লিখিয়া শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকে এক করিয়া দিবার পথ খুলিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আবার অসঙ্গ তারাদেবীকে প্রচার করিয়া আর একটী চক্র ঘটাইলেন, অসঙ্গ তারাদেবীকে চীন পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, এবং চীন দেশে অসঙ্গের সমাধি হয়, এখনও কেহ চীন দেশে যাইলে সচ্ছন্দে তারাদেবীর মূর্ত্তির সামনে অসঙ্গের প্রতিমূর্ত্তিকে দেখিতে পান।

মহাজনও হীনজন যে কত প্রকার ভেল ধরিলেন ইহা স্থির করা বড় সুকঠিন ব্যাপার বটে তবে সহজিয়ারা যথেষ্ট বৈষ্ণব হইলেন, আর কালচক্রেরা কালিমাতাঠাকুরাণীকে আনিয়া শাক্ত হইয়া যাইলেন।

বাঙ্গালাতে তান্ত্রিক ও বৈদিক সন্ধ্যা সমান ভাবে চলিতে লাগিল। দেবতাকে আরাধনা করিলে বৈদিক সন্ধ্যা হয়, আর গুরুকে আরাধনা করিলে তান্ত্রিক সন্ধ্যা হয়।

অতিশ নিম্ন বাঙ্গালা হইতে কৈলাশ অর্থাৎ তির্ব্বত পর্য্যন্ত তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকিলেন। রামাই পণ্ডিত রাঢ় দেশে আর হাঁড়ি সিদ্ধ পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। শীতলা ধর্ম্মমঙ্গল রক্ষা ঠাকুরাণী ও ওলাউঠা ঠাকুরাণী আসিয়া যোগ দিলেন।

বাঙ্গালাতে হৈচৈ পড়িয়া যাইয়া হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি জাতি রহিল।

ত্রিপুরানন্দ ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ব্ব বাঙ্গালার গুরু হইলেন, কৃষ্ণানন্দ পশ্চিম বাঙ্গালার গুরু হইলেন, আর যশোরের সর্ব্ব বিদ্যাধর বংশধর মধ্য বাঙ্গালার গুরু হইলেন। চৈতন্য মিশ্র প্রেম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আর এক ডাল বাড়াইলেন। স্মার্থ রঘুনন্দন ব্যবহার কাণ্ড লিখিলেন আর রঘুনন্দন শিরোমণি ন্যায় প্রচার করিয়া বিদ্যান ও বুদ্ধিমানদিগের মাথাটিকে গুলাইয়া দিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটি নাম বাঙ্গালাতে রহিল এবং চণ্ডী মহানির্ব্বান তন্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথিগুলি প্রধান হইয়া দাঁড়াইল।

কৈবর্ত্ত ভীম পালদিগকে বাঙ্গালা গৌড় হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট হুড়াহুড়ি চলিতে লাগিল, এমন সময় বল্লালসেন আসিয়া কৈবর্ত্তদিগের সহিত যোগ দিয়া নিজে উত্তর বাঙ্গালার রাজা হইয়া কৈবর্ত্তদিগকে গোপ অর্থাৎ রক্ষক করিয়া এবং উহাদিগের ভিতর যাহারা প্রধান ছিলেন তাহাদিগকে মণ্ডল উপাধি দিয়া চারিধারে পাঠাইয়া দিলেন। কৈবর্ত্ত হইতে যে কত প্রকার নাম হইয়াছে ইহা বলা সম্ভবপর নয়, কারণ কোন সভ্য জাতি কেহই বলেন না যে আমাদের আদিম নিবাস কেলো দেশে হয় পাছে ভ্যাস্‌তা হইয়া যান, বাস্তবিক সাত পুরুষ যাইলেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যে যে প্রকারে সুবিধা যোগে উপাধি গ্রহন করিয়া থাকেন তাহাই ঠিক হইয়া দেওয়ান আমখাস বা গুলেলা দরবারের বা পরুষরাম বা চন্দ্র বা সূর্য্য বা বাপ্পারাও বা বিক্রমাদিত্য বা পুরাণের ঋষি বা মুনির বংশধর হইয়া মস্ত পুরাতন উচ্চ বংশ হইয়া যান বাস্তবিক সর্ব্ববিষয়ের আদি বা মূল এবংপ্রকার হয়।

প্রিয় ভগিনী, আপনি বি, এল, এ,—র এই মন্ত্রের শক্তিতে অদ্য, কেপ্ অফ্‌গুড হোপেতে আসিতে পারিয়াছেন, কিন্তু আপনি ইণ্ডিয়ান মহাসমুদ্রকে দক্ষিণ দিক দিয়া পার হইয়া উত্তর অর্থাৎ আর্টিক্ মহা-

সমুদ্রে যাইতে আশা করিয়াছেন এইটি অস্থির বাঙ্গালার লক্ষণ হয়। প্রিয় ভগিনী, স্থূল জগতে খালি বাক্ পটুতার চাতুর্য্যে কোন প্রকার ব্যবসাতে প্রকৃত উন্নতি করিতে পারা যায় না।

সূর্য্যগ্রহের অপেক্ষা তেজস্কর পদার্থ দৃশ্য জগতের ভিতর আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না এবং চন্দ্রগ্রহের অপেক্ষা স্নিগ্ধকর গ্রহ আর অন্য একটি দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহারাও পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে যান আবার পুনরায় পূর্ব্বদিকে উদয় হন বস্তুত অন্যান্য গ্রহগণেরাও নিয়মে ঘুরিয়া থাকেন। আকারান্বিত হইলেই নিয়মে আবদ্ধ হইতে বাধ্য।

পরিবর্ত্তনশীল জগৎ হয় বটে কিন্তু ইহা বলিয়া গর্দ্দভ বর্ত্তমানে গ্রীধ্র হয় না বা এক সময়ে গ্রীধ্র গর্দ্দভ হয় না, তবে দর্শন শাস্ত্রের তর্কে রূপান্তর হিসাবে ভানু অনু হয়, আবার অনু ভানু হয় বটে কিন্তু কোন দার্শনিক কি ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে ভানুমতি বিদ্যার দ্বারা ভেল্‌কি দেখাইতে পারেন, ইহা স্বীকার করি।

যদি প্রত্যক্ষ দেখাইতে না পারেন তাহা হইলে কথার শ্রাদ্ধে লাউ কাটাকাটি খেলার মতন দান সাগর বাড়াইয়া কি হয়, খালি ইন্দুর ছানা বিয়োইয়া অপরের সাংসারিক উন্নতিটিকে নষ্ট করা হয়।

নীল নদী যখন ইজিপ্টের নিম্ন ভূমিকে জলে ডুবাইয়া দেয় তখন কুম্ভীর অত্যন্ত বাড়ে কিন্তু দয়াময়ের লীলার ব্যাপার এমনি আশ্চর্য্য যে সঙ্গে সঙ্গে বেজীর বংশ এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে কুম্ভীরের বংশকে নির্বংশ করিয়া ফেলে। আবার যখন জল কমিতে থাকে তখন ভূঁফোড় ইন্দুরে দেশটিকে ছেঁকিয়া ফেলে। প্রভু মোজেস কি এই জন্য ইজিপ্টে ইন্দুরের প্রাদুর্ভাব বলিয়া গিয়াছেন।

অহো কি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ইন্দুরের ঘাড় ও সামনের পা সূর্য্য কিরণে নড়িতেছে, আর অবশিষ্ট অবয়বটি মাটী, ইহা অপেক্ষা দয়াময়ের দয়া দৃশ্য জগতে আর কি অধিক হইতে পারে বাস্তবিক এই ব্যাপারটি

মানবের জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে থৈ পায় না। বিষয় মাত্রেরই সীমা আছে খালি **একেতে** অর্থাৎ দয়াময়েতে সীমা নাই কারণ তিনি অসীম।

প্রিয় ভগিনী, লর্ড মেকলে ও স্যার বেথুন সাহেবের কৃপায় আপনি পায়ে জুতা ও মজা পরিতে পারিয়াছেন, সিপটির উপর Underdress পিনিতে পারিয়াছেন এবং ভেস্ট আটিয়া উহার উপর সিমি চড়াইতে পারিয়াছেন এবং তৎপরে বডিসের উপর দশ হাত কাপড় খানি পরিয়া খোঁপার উপর আঁচলটি গুঁজিয়া ম্যানডালিনটিকে হাতে ধরিয়া গলার সুরের সহিত ম্যানডালিনের সুরটিকে মিশাইয়া দিয়া দয়াময়কে আরাধনা করিতে পারিয়াছেন এইটি যে যথেষ্ট evolution অর্থাৎ পরিবর্ত্তন ইহার কোন ভুল নাই, তবে পূর্ব্বকার হামবড়া সংস্কারের দরুণ পূজনীয় বরনীয় গণনীয় ও মাননীয় লর্ড মেকলে ও স্যার বেথুন সাহেবকে ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রিয় ভগিনী, মূল কি ইহা জানিতে পারিলেন। পূর্ব্ববৎ দর্শনে যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহাই মূল হয়, আর পরবৎ দর্শনে যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই মূল হয়। পরবৎ দর্শনটি বিজ্ঞানের উপযুক্ত হয়, আর অপ্রত্যক্ষ পূর্ব্ববৎ দর্শনটি কথা কাটাকাটির উপযুক্ত হয়।

হিন্দুস্থানে হাম্‌বড়া দর্শনের সংস্কারের দরুণ সকলেই পূর্ব্ববৎ দর্শনটিকে ধরিয়া চলেন এবং সেইহেতু আমি ব্রাহ্মণ তুমি শূদ্র আমি ধনী তুমি গরিব আমি বিদ্যান তুমি মূর্খ আমি মানী তুমি ঘৃণ্য ও আমি হাম্‌বড়া তুমি উপাসক এই প্রকার জ্ঞান হিন্দুস্থানের ব্যক্তিদিগের ভিতর যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য হিন্দুস্থানের ভিতর উন্নতি নাই। প্রত্যহ হিন্দুস্থানের ভিতর হাম্‌বড়া জন্ম গ্রহন করিতেছেন আর পরদিন মিশাইয়া যাইতেছেন, তথাপি কুটিল হামবড়া বুদ্ধিটি যাইতেছেনা।

প্রিয় ভগিনী, হিন্দুস্থানে সকলেই হাম্‌বড়া হইতে চান কিন্তু কেহই উপকারের নাম করিতে চাহেন না পাছে পূর্ব্ব পুরুষের নামটি খারাপ, হইয়া ভ্যাস্তা হইয়া যায়। গদান পিতার অর্থ লইয়া জন্ম দাতা পিতার অর্থ বলেন কেননা, নিজে অর্থ যুক্ত হইতে চান।

হিন্দুস্থানে যে ব্যক্তি উপকারকের নামটি বলেন বা প্রকৃত কথা কহেন অন্য জন তাহাকে নিরেট মূর্খ কহেন। পাগল বলি কারে যে নিজের কথা পরকে বলে। গ্রাবু খেলায় গোলামের ইজ্জত বেশী কিন্তু টেক্কার ইজ্জত কম।

হাম্‌বড়া ব্যক্তিরা হিন্দুস্থানকে কি দিয়াছেন? কিছুই নয়—খালি গোলা লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছেন, তবে ইহার ফল কি হয়—মাকাল ফল।

প্রিয় ভগিনী, আপনি যদি ভূ প্রদক্ষিণ করিতে চাহেন তাহা হইলে ইণ্ডিয়ান মহা সমুদ্রের জাহাজে আরোহী হইয়া বরাবর পশ্চিম মুখে যাইয়া এটল্যান্টিক মহাসমুদ্রে পড়িয়া সটান উত্তর মুখে যাইয়া আবার আরটিক্ মহাসমুদ্রে পড়িয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া বেরিংষ্ট্রেটে গিয়া দক্ষিণ মুখ হইয়া বেরিং সমুদ্রে পড়িয়া আবার তথা হইতে পূর্ব্ব মুখ করিয়া প্রশান্ত মহাসমুদ্রে পড়িয়া পাল্টা দক্ষিণ মুখ করিয়া বরাবর ইণ্ডিয়া মহাসমুদ্রে পড়িয়া পশ্চিম হইয়া যথায় দাঁড়াইয়া আছেন পুনরায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, আর যদি আপনি সূর্য্য বা চন্দ্রের মত পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিক দিয়া ঘুরিয়া পূর্ব্ব দিকে আসিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে জাপানে গিয়া প্রশান্ত মহাসমুদ্র পার হইয়া আমেরিকা যাইয়া উপস্থিত হউন, আবার আমেরিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়া এট্‌ল্যান্টিক পার হইয়া ইয়ুরোপ খণ্ডে পঁহুছিয়া বরাবর ইয়ুরেল পর্ব্বতের ধার ধরিয়া এসিয়ায় উপস্থিত হইয়া এসিয়া মাইনর পার হইয়া সটান চীন দেশে যাইয়া হল্‌দে সমুদ্র পার হইয়া যাউন এবং তথা হইতে অপর প্রান্তে গিয়া প্রত্যক্ষ দেখুন যেখান হইতে ছাড়িয়া ছিলেন ঠিক সেই স্থানে পুনরায় আসিয়াছেন কিনা, কিন্তু কেহ আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিক দিয়া গিয়া উত্তরে যাইতে পারেন নাই, সেই হেতু আপনার আরাধনাটি আজগুবি হয়। প্রিয় ভগিনী, আপনি ইজিপ্ট এসেরিয়া ব্যাবিলন সিথিয়া অ্যারেমাপারস্য গ্রীক চীন রোম ও

স্যারাসিন ও হিন্দুদিগের পৃথিবীর মানচিত্র দেখুন তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে ভূপ্রদক্ষিণের উন্নতি Renaissance এর পর হইতে এত সহজ হইয়াছে যে বাস্তবিক এক জন ষোড়শী স্বচ্ছন্দে ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারেন, এবং ইহাতে ষোড়শীর কোন আপদ বা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে নূতন জন্মটিকে অর্থাৎ রেনেসন্সটিকে আপনি ধন্যবাদ দিউন।

প্রভু যিশুখৃষ্টের জন্ম হইতে প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর কথার কাটাকাটি ও তলওয়ারের ঝনঝনাতে গিয়াছে কিন্তু এই ছয় শত বৎসরের মধ্যে জগতের ভিতর শান্তি বিরাজ করিবার কারণ কি প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তির উন্নতি হইতেছে এক বার স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন। প্রিয় ভগিনী, আপনাকে বেশী দূর যাইতে হইবে না বা অধিক মাথা ঘামাইতে হইবে না, নিজেকে দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন।

প্রিয় ভগিনী, পুরাতন সংস্কারগুলিকে একবারে ভুলিয়া না যাইলে নূতন জন্মটি হয় না। নূতন জন্ম না হইলে নূতন সংস্কার আইসে না, নূতন সংস্কার না আসিলে পরিবর্ত্তন হয় না, পরিবর্ত্তন না হইলে মাফিক সই অন্ন মিলে না, বাস্তবিক মাফিক সই অন্ন না পাইলে মনের মত সংসর্গ পাওয়া যায় না, আর মনের মত সংসর্গ না মিলিলে স্বাভাবিক পছন্দ হয় না এবং স্বাভাবিক পছন্দের স্ফুর্ত্তি না আসিলে মনের শান্তি আইসে না। দেখুন নূতন জন্ম না লইলে কিছুরই উন্নতি হয় না, তজ্জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন, দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র ও পুস্তক রচনা করা বিধেয়।

প্রিয় ভগিনী, যে কালে যে বিদ্যার প্রয়োজন সে কালে সে বিদ্যার আলোচনা করা বিধেয়। বি, এল, এ,—ব্লে এই মন্ত্র যদি আপনি না পাইতেন তাহা হইলে কি আপনি কেপ অফ গুড হোপে আসিতে পারিতেন?

ভগিনী।—না।

জলদেবী—প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা করিবার দরুণ সোনার সময়টিকে অধিক নষ্ট করিবেন না তবে Secondary language এর দরুণ হিন্দি ও উর্দ্দু যথেষ্ট কেননা হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত আর বর্ম্মা হইতে মিসোপটেমিয়া পর্য্যন্ত বেশ কথাবার্ত্তা চলিতে পারে তবে Compulsary করা বিধেয় নয়। Secondary language এর দরুণ যে যে ভাষা লইতে ইচ্ছা করেন তাহাই করা বিধেয়। প্রাদেশিক ভাষা খালি শিখিয়া হইবে কি? এক দুই তিন চার পান্‌জুড়ি টানিয়া মুটের সর্দ্দার হইতে পারা যায়, বা মুদির দোকানের হিসাবধারী হইতে পারা যায়, ইহা ব্যতীত আর কিছু কি হইতে পারা যায়? রাইট অনারেবল লর্ড সিংহ, ডাক্তার স্যার রাসবিহারি ঘোষ, স্যার জগদিশ্চন্দ্র বসু ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইত্যাদি কি হইতে পারা যায়, যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে খালি প্রাদেশিক ভাষা শিখিয়া গুরুমহাশয় হইয়া হইবে কি।

যে দেশে পরদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে হয় না সে দেশে মাতৃভাষা আদরনীয়, আর যে দেশে পরদেশী ভাষা না শিখিলে মান, ইজ্জত, সম্ভ্রম মর্য্যাদা ও যথেষ্ট অন্ন সংগ্রহ হয় না ও দেশের মেয়েরা ও গোলা লোকেরা পর্য্যন্ত বিদ্বান বুদ্ধিমান জ্ঞানবান ও ধনবান ও মর্য্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তি কহে না সে দেশে প্রাদেশিক ভাষা Compulsary করা যুক্তি সিদ্ধ নয়।

হিন্দুস্থানের ভিতর কোন হাম্‌বড়া সিদ্ধান্তবাগীশ বলিতে পারেন যে দুই নৌকাতে দুটি পা দিলে বেশ সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় যদি না হয় কারণ এইটি axiomatic truth হয়, তবে গোবেচারা দিগের মাথাটিকে গুলাইয়া দিয়া ঘোলা জল করিবার প্রয়োজন কি।

দেখুন, হিন্দুস্থানের ভিতর যথেষ্ট লোকের প্রাদেশিক ভাষায় দখল আছে, কিন্তু কে কার খবর লয়, তবে যাহারা বি, এল, এ,—রে শিখিয়া পরে প্রাদেশিক ভাষার চর্চ্চা করিয়াছেন, তাহারাই মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন যদি তাহার ভাগ্যে উচ্চপদ বা shakehand courtsey যুটিয়া যায় নচেৎ ভোঁড়া।

হায়রে কৃষ্টপ্রসন্ন সেন আপনি কোথায় ? আপনার মতন বক্তা কি হিন্দুস্থানের ভিতর অন্য কেহ ছিল বাস্তবিক আপনি হিন্দুস্থানের বক্তার মধ্যে অদ্বিতীয় হন। আপনি যদি ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারিতেন তাহা হইলে আপনি হিন্দুস্থানের Demons thenes বা cicero হইয়া চির-কাল থাকিতেন আর সমস্ত হিন্দুস্থান বাসীগণ আপনার স্বরণার্থের দরুন সোনার প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া দিতেন কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার দরুন ও বড় পদের মর্য্যাদার অভাবের দরুন ও shake hand courtsey' অভাবের দরুন আপনি যে কোথায় মিশিয়া গিয়াছেন ইহা আমাদের আক্কেলে আইসে না।

প্রিয় ভগিনী, আপনি যাহাতে আমাদের সকল পঁচকে মাসী গুলি বি, এল, এ,—র্ব্বে মন্ত্রতে দীক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা করুন কারণ বি, এল, এ,—র্ব্বে মন্ত্রতে energy ও activity আছে কিন্তু প্রাদেশিক ভাষায় তাহা নাই। প্রাদেশিক ভাষা নকল হয় বা কবে পি খাওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নয় সেই হেতু ইহাতে আপাতত মৌলিকত্ব নাই, যদিও থাকে আপনি যদি ইংরাজী শিখিয়া মস্ত লোক না হন, তাহা হইলে আপনার মৌলিকত্বটি সটান ময়লা গাড়ির উপর উঠিয়া ধাপায় গিয়া লবণ হ্রদে মিশিয়া যায়।

প্রিয় ভগিনী, এক শত পচিশ বৎসরের ভিতর খালি প্রাদেশিক ভাষা শিখিয়া কেহ কি মাননীয় বরনীয় ও গণনীয় হইতে পারিয়াছেন, যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে প্রাদেশিক ভাষার উপর এত ঝোক্ কেন, তবে উদ্ধারের দরুণ যদি সুবিধা ঠিক হয় তাহা হইলে ভাল হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায়।

প্রিয় ভগিনী, যাহারা বি, এল, এ,—র্ব্বে মন্ত্রতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহারাই ধনী মানী ও গুণী বলিয়া কথিত হন সেই হেতু সমস্ত হিন্দু-স্থানবাসীগণ ইংরাজী ভাষাজ্ঞ দিগকে পূজা করিয়া থাকেন—মিথ্যা কি সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া দেখুন, তবে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে হরিনাথদের

মত scholar হইলে কি ভাল হয় না। সত্য কথা বলিলে মাথায় মারে বাড়ী আর ফাঁকি কাটিলে চড়ায় তারে গাড়ী।

প্রিয় ভগিনী, duplicity policy and diplomacy ঘরের ভিতর খাটান ভাল নয়, যদি খাটান হয় তাহা হইলে মশার কামড়ে রোগে আক্রান্ত হইয়া অবশেষে ঘরটি শ্মশান তুল্য হইয়া যায়।

প্রিয় ভগিনী, আমাদিগের জিহ্বার জড়তা যাইবার জন্য moral backbone ও moral courage ও moral principles এর জিহ্বাছোলা দিয়া প্রত্যহ জিহ্বাটিকে পরিস্কার করিলে কি ভাল হয়না।

প্রিয় ভগিনী, হিন্দুস্থানের ভিতর যাহাতে অসবর্ণ বয়েস ও বিধবা বিবাহের প্রচলন হয় তাহার বিধান বিধিমতে করিবেন আর এক প্রকার আহার এক প্রকার পরিচ্ছদ এক প্রকার ভাষা এক প্রকার লিপি ও এক প্রকার ধর্ম্ম যাহাতে হিন্দুস্থানের ভিতর প্রচার হয় ইহার ব্যবস্থাটিও বিধিমতে করিবেন, তাহা হইলে পাঁচ মিশিলি হইতে কালক্রমে এক মিশিলি হইয়া অবশেষে ভাই ভগিনী সুবাদ পাতাইতে পারিবেন।

প্রিয় ভগিনী, বি, এল, এ,—ব্লে এই মন্ত্রের বীজটিকে যদি হিন্দু-স্থানের ভিতর না ছড়াইয়া দেন তাহা হইলে কিছুই হইবে না ইহা নিশ্চয় জানিবেন কারণ যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে ইহা সমস্তই বি, এল, এ,—ব্লে এই মন্ত্রের কৃপায় ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

প্রিয় ভগিনী, মূল কি ইহা কিছু কি এখন জানিতে পারিলেন, যদি পারিয়া থাকেন তাহা হইলে নূতন জন্মগ্রহন করা আবশ্যক আর পুরাতন যাহা কিছু আছে সে সমস্ত গুলিকে ভুলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য তাহা হইলে বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন যে পুঁচকে মাসী গুলি লক্ষ্মী সরস্বতী হইয়া গিয়াছে, আর যদি আধাআধি করেন যাহা আপনি করিতেছেন তাহা হইলে ম্যান্‌ডালিন বাজানই সার হইবে ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

প্রিয় ভগিনী, আমার কোমর ধরিয়া গিয়াছে, আমি পটল তুলি

এই বলিয়া জলদেবী অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। বাঙ্গালার মেয়েটি মাথা ব্যথা লইয়া নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।

হে হিন্দুস্থানবাসীগণ! প্রত্যক্ষ জগতের মূল কি ইহা কি বুঝিতে পারিলেন;—Training—শিক্ষা—শিক্ষা—সংস্কার—সংস্কার—সংস্কার। যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই প্রত্যক্ষ জগতের মূল হয়, আর যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহাই অপ্রত্যক্ষ জগতের মূল। অপ্রত্যক্ষ জগতে ওতঃপ্রোত বা সংজ্ঞা ব্যতীত মীমাংসা নাই, কিন্তু মানবকে অর্থাৎ অবতারকে ধরিয়া প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে অপ্রত্যক্ষ জগতে যাওয়াটি মানবত্ব হয়।

প্রভু যিশুখ্রীষ্ট প্রেম প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি পতিত পাবন হন। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট সরলতার আকার হন। প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট শিশুদের সঙ্গে যবের শীর্ষ ঘাড়ে করিয়া শিশুদের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে রাস্তায় যাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা সরলতার দৃশ্য জগতের ভিতর আর কি অধিক হইতে পারে, শিশুরা মনে করে না যে আমরা অপরের সহিত যাইতেছি আমাদের প্রাণের বন্ধু সহচর ও শিশু, যিশুখ্রীষ্টের সহিত যাইতেছি, এই প্রকৃত শিশু ভাবটি যে কি ভয়ানক গুরুতর ভাব, যিনি প্রেমিক তিনি বুঝিতে পারেন।

আবার যখন প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট ক্রুসে বানবিদ্ধ হইতেছেন, তখন প্রভু যিশুখ্রীষ্ট পিতাকে জানাইতেছেন, হে পিতৃদেব! আপনি ইহাদিগকে মাপ করুন, কারণ উহারা জানে না যে উহারা কি করিতেছে; ইহা অপেক্ষা উদারতা আর জগতে কি আছে, আবার যখন প্রভু যিশুখ্রীষ্ট বলিতেছেন, নীচকে দাবনায় লইয়া আইস আর উচ্চের নিকট মাথা হেঁট কর, ইহা অপেক্ষা সামঞ্জস্য কি আর কিছু আছে? অতএব অবতারকে পূজা অর্থাৎ মূল ধরা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অবতারকে মূল না ধরিলে ভাই ভগিনী সুবাদ আইসে না, 'ভাই, ভগিনী সম্পর্ক না আসিলে একতা হয় না, একতা না আসিলে শক্তি আইসে না, শক্তি না আসিলে কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারা যায় না, কর্ম্মিষ্ঠ

না হইতে পারিলে মানী গুণী ধনী ও জাতি হয় না, আর মানী গুণী ধনী ও জাতি না হইলে ভাই ভগিনী সম্পর্ক আইসে না আর ভাই ভগিনী সম্পর্ক না পাতাইতে পারিলে অবতার আসেন না আর অবতারকে না ধরিলে প্রত্যক্ষ জগতের মূল কি ইহাও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না, তবে অবতার বিহীন বিদ্যাতে ধূর্ত্ত খাঁকশিয়াল হইতে পারা যায়।

দেখুন, একটি অবতারকে ধরিলে জগতের মধ্যে সভ্য বনিয়া জাগতিকজনের কত মঙ্গল করা যাইতে পারে। যাঁহারা অবতারের উপাসক তাঁহারাই জগতের ভিতর পূজনীয় মানব হন এবং সেই হেতু উহাদের ভিতর মানবত্ব থাকে। পাপ ও পূন্য অবতারের রচিত হয়—পাপ অর্থাৎ পরাপকার আর পুণ্য অর্থাৎ পরোপকার, দেখুন এই পাপ ও পুণ্য হইতে ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি হইয়াছে এবং এই তিনটি নীতির নিয়ম গুলিকে যে জাতি প্রতিপালন করিয়া চলেন সেই জাতিটিই জগতের মধ্যে পূজনীয়, মাননীয়, বরনীয় ও গণনীয় হন।

পূর্ব্ববৎ দর্শনে কি মূল আছে? কারণ পূর্ব্ববৎ দর্শনটিকে ত্যাগ দর্শন কহে।

কি ত্যাগ করিবেন?

মরিলে কি ত্যাগ হয়? তাহা হইলে সকলেই মরিয়া থাকেন তবে ত্যাগ কই? মনে কি ত্যাগ হয়, যখন পাঁচটি ভূত বর্ত্তমান রহিয়াছে, যদি কহেন পাঁচটি ভূতের উপর যাহা তাহাই মন হয় কেননা, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম. এই পাঁচটির ছায়া পঞ্চ ইন্দ্রিয় হয় বাস্তবিক যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে মন একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হয় বটে তবে কেহ কি বলিতে পারেন যে কোন একটি মানবের মন নাই কারণ যিনি মনন করিতে পারেন তিনিই মানব হন যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সকল মানবই ত্যাগী হন, কেননা যখন সকল মানবের ভিতর মন আছে, ফলত ত্যাগদর্শন একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হইল না, তবে সংস্কারে যাহাকে

ত্যাগ কহা যায় তাহাকেই ত্যাগদর্শন কহে বাস্তব পক্ষে প্রকৃত ত্যাগ কিছুই নাই, কারণ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড হয়, যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে ত্যাগ কোথায় ? তবে যদি সংস্কারের গুণে বলা যায় যাহা জড়ান আছে তাহার এলোনকে ত্যাগ কহি, বাস্তবিক যদি ইহাই ঠিক হয় তাহা হইলে **একের** অর্থাৎ ব্রহ্মের কার্য্যই জড়ান ও এলোন হয়, অতএব ত্যাগ কোথায় ? আবার যদি বলা যায় জড়ান হইতে এলোন হয় সেই এলোনটিকে ত্যাগ কহি, তাহা হইলে সকল মানব জড়ান ও এলোনের ভিতর কার্য্য করিতেছেন অতএব ত্যাগ কোথায় ? তবে যাহাকে ত্যাগ কহা যায় তাহা প্রকৃত ত্যাগ নয় বটে তবে মানব আকারান্বিত হইয়াছেন বলিয়া সংস্কার হেতু বলিতেছেন যে ইহা ত্যাগ উহা গ্রহণ, বাস্তবিক ত্যাগ ও গ্রহণ নাই তবে আকারান্বিত হইলেই গুণ গাহিতে বাধ্য।

গ্রহণ কি ? নিয়ম।

নিয়ম কি ? দৃশ্য জগৎ।

দৃশ্য জগৎ কি ? মহাভূতের অদ্ভুত লীলা।

মহাভূতের অদ্ভুত লীলা কি ? অন্ন।

অন্ন কি ? উৎপত্তি।

উৎপত্তি কি ? স্থিতি।

স্থিতি কি ? নিবৃত্তি, নির্ব্বাণ, বা মোক্ষ।

এই তিনটি কি ? আকার—স্থূল।

আকার কি ? নিরাকার—সূক্ষ্মস্থূল।

নিরাকার কি ? আকার—স্থূল।

এই তানা, নানা লইয়া তেরানা গান গাহিতে হয়, কিন্তু ইহাতেও স্বর ও লয় আছে। সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞা করিলেই সংসর্গ হয়, তবে একাকী নিবিড় বনে থাকিলে যদি সংসর্গের অভাব ঘটে ইহা বলেন তাহা হইলে সংস্কারে বলিতেছেন ইহাও নিশ্চয় জানিবেন কেননা, আকার

না হইলে আকৃতি হয় না, আকৃতি না থাকিলে মনন হয় না, মনন না করিতে পারিলে বোধ আসে না, আর বোধ না আসিলে কথার কচ-কচানি বা সুরের তানা—নানা আইসে না, অতএব ত্যাগ বা গ্রহণ সংস্কার হয়। স্বাভাবিক রহস্য দেখুন, একটি সংস্কারকে ত্যাগ করিলে অমনি অপর আর একটি সংস্কারকে গ্রহণ করিতে বাধ্য, কারণ এই সংসারকে সংসৃতি কহে ফলত সূক্ষ্মাস্থূল হইতে স্থূল পর্য্যন্ত আকার হয়।

হে হিন্দুস্থানবাসীগণ! দেখুন ত্যাগ কোথায়, বরং সমস্তই গ্রহণ হয়, অতএব গ্রহণ হইলেই নিয়মে আবদ্ধ হইতে হয়। ত্যাগ মার্গটি নিয়ম গুলিকে নিয়মের দ্বারা ছাঁটিতে চায় আর গ্রহণ মার্গটি নিয়মের দ্বারা জুড়িতে চায়। বীজ হইতে একটি মহাবৃক্ষ হইতে কত সময় লাগে, কিন্তু এই মহাবৃক্ষটিকে ছেদন করিতে কত ক্ষণ লাগে, কিন্তু ছেদনকারী কি মন্ত্রের বা যন্ত্রের দ্বারা জুড়িতে পারেন? দেখুন স্বাভাবিক নিয়ম কি সুন্দর প্রত্যক্ষ পদার্থ হয়, অতএব এই সুন্দর স্বাভাবিক নিয়ম পদার্থ-টিকে কথার সংস্কারের দ্বারা অনিয়ম করিলে কি মানবত্ব প্রকাশ পায়?

মানবত্বটি কি? সাংসারিক নিয়ম।

সাংসারিক নিয়ম কি? স্বাভাবিক নিয়ম।

স্বাভাবিক নিয়ম কি?

যাহা অজানিত, ব্রহ্ম, অনন্ত, অপার, মনোঽগোচরের ও **একের** হুঁঙ্কারে কৃত। দেখুন, সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞা বিশিষ্ট করাতে বিশেষ্য হইল, বিশেষ্য হইলে গুণ হয়, গুণ হইলেই কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম হইলেই ফল হয় আর ফল পাইলেই আনন্দ হয় বা একটিতে লীন হয়, দেখুন আমরা সমস্ত সংস্কারে বলিতেছি, অতএব ত্যাগ বা গ্রহণ নাই তবে প্রকৃত যাহা তাহাই সামঞ্জস্য হয় অর্থাৎ **moderation and toleration** হয় অতএব এইটিকে ধরিলে **conciliation** হইয়া ইহকাল ও পরকালের সর্ব্ব কার্য্য করা হয়, তজ্জন্য একটি অবতারকে গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

একটি কাঠি গ্রহণ করুন এবং কাটিটির কোনটি আগা ও কোনটি পিছা বলুন দেখি? যেটিকে আগা করিয়াছেন আবার সেইটিকে স্বচ্ছন্দে পিছা করিতে পারেন। আগার আগা ও পিছার পিছা কি বলুন দেখি? দেখুন কিছুই মিলে না, তবে যখন যেটিকে আগা করিয়াছেন তখন বিপরীতটি পিছা হইয়াছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ অতএব এই স্বাভাবিক নিয়মটিকে গ্রহণ করিয়া সংসারে সাংসারিক হইয়া মানবত্বটিকে গ্রহণ করিয়া মানব পদ বাচ্য হওয়া কর্ত্তব্য, বাস্তবিক এই দর্শনটিকে সামঞ্জস্য বা মিত্র দর্শন কহে।

সামঞ্জস্য দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দর্শন আর দ্বিতীয় নাই, কারণ ইহার মীমাংসা প্রত্যক্ষ, তবে আমরা সমস্তকে এক করিয়া অনন্ত বা ব্রহ্মকে অঞ্জলি দিলাম বটে কিন্তু প্রত্যক্ষ কার্য্যের সময় কা—কা করিয়াও ধরা হইতে আওয়াজটিকে আবার উড়াইয়া দিলাম বটে অর্থাৎ সংসার নিয়ম গুলিকে জলাঞ্জলি দিয়া আমরা বলিলাম সব এক, ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কি অধিক প্রত্যক্ষ জগতে হইতে পারে? যদি তিনি সব তাহা হইলে আমি কোথায়, আর যদি আমিই সব, তাহা হইলে তিনি কোথায় অতএব তিনি ও আমি ইহাকেই মিত্র দর্শন কহে, তিনি উপাস্য আমি উপাসক অতএব ত্যাগ নাই-বরং গ্রহণ, বাস্তবিক ইহা কার্য্য ও কারণ ব্যতীত অন্য কিছুই নয় সেই হেতু সামঞ্জস্য ফলত moderation and toleration.

যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই বিজ্ঞানের আকর হয়। হিন্দুস্থানবাসীগণ যখন এরোপ্লেন দেখিলেন অমনি স্ত্রী ও পুরুষে বলিলেন রাবণ রাজা প্রত্যহ লঙ্কা হইতে পুষ্পারথে কাশীতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন কিন্তু দেখুন একটি এমন কেহ হিন্দুস্থানবাসী আছেন যিনি ইহা প্রস্তুত করিতে পারেন যদিও আপাততঃ অসম্ভবটি ঘুচিয়া গিয়া সম্ভবপর হইয়াছে বটে, বাস্তবিক হিন্দুস্থানবাসীর ভিতর বচনের অভাব কখনও ঘটে না।

হিন্দুস্থানবাসী যদি একশত পাঁচিশ বৎসর বি, এল, এ,—ব্লে এই

মন্ত্রটি না কর্ণে শুনিতেন তাহা হইলে কি এত কুটকুটে বচন বলিতে পারিতেন।

আমরা যাহা কিছু আপাতত উন্নতিমার্গের কথা বলিতেছি ইহা সমস্তই বি, এল, এ,—স্বের ফল হয় বোধ হয় ইহা সকলে স্বীকার করিবেন, তবে হ্যবরড়া দর্শনের ভরনার ভারে ও অভিমানের খাতিরে দুকূল খানিকে পর্য্যন্ত আমরা হারাইতেছি, সেই হেতু হিন্দুস্থানের ভিতর উন্নতি নাই, এবং যত দিন দুই নৌকায় পা থাকিবেক ততদিন প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই তবে ধূর্ত্ত খেঁকশিয়াল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিল।

কোন সময়ে অতি পুরাতন একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল কোন কারণ বশত বৃক্ষটী মাটিসাৎ হইয়া গিয়া ছিল, বহুদিন মাটীসাৎ হইয়া থাকিবার কারণ পচিতে সুরু হইল এবং কিছু কাল এই অবস্থাতে থাকিবার পর সড়সড়ে পিপীড়া যথেষ্ট জন্মাইল বাস্তবিক কিছুকাল পরে লাল পিপীড়াতে খোদল গুলি ভরিয়া যাইল, যে কেহ তথায় যাইত লাল পিপীড়ার কামড়ের জ্বালায় ছটফট্ হইয়া পলাইয়া যাইত পরে দয়াময়ের কৃপাতে উঁইপোকা এত ধরিল যে বৃক্ষটীর চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না, খালি উঁইয়ের ঢিপিটী রহিল। কিছু কাল পরে চাষা আসিয়া উঁইয়ের ঢিপিতে চাষ করিতে লাগিল, বাস্তবিক যিনি প্রথম চাষ করিলেন তিনি আবিষ্কারক বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইলেন। দেখুন পুরাতন হইতে নূতন জন্ম লইতে কত সময় লাগে, এবং কত আপদ ও বিপদ ঘটে, সেই হেতু সময় ঠিক না হইলে দুইটী কাঁটা এক হইয়া ঢং ঢং করিয়া বারটী বাজে না।

নূতন জন্ম ধরুন, নূতন সংস্কার নূতন পরিচ্ছদ নূতন রং নূতন ভাষা ও নূতন ধর্ম্ম ধরুন, তাহা হইলে সাত পুরুষের ভিতর সভ্য হইয়া আর বক্ বক্ করিয়া বাজে কথা কহিবেন না বা তর্কের ফাঁকির কূট ধরিয়া কুট কুট করিয়া কামড়াইবেনি না বা সোণার সময়টীকে অবহেলা করিয়া নষ্ট করিবেন না। পুরুষ যত ক্ষীণ হয় তত স্ত্রীলোকের উপর

সন্দেহ হয়, এবং জাতি বা ব্যক্তি যত ক্ষীণ হয় তত পুরাতনের আদর বাড়ান, তজ্জন্য স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিতে বা নূতন জন্ম লইতে ছাতি কুলায় না বাস্তবিক যাহাকিছু পরিবর্ত্তন বা evolution হইয়াছে ইহা কেবল বি, এল, এ,—ব্লের কৃপায় ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

বার ভূয়ার ভিতর দুই তিনটিকে ঝাপসা দেখিতে পাওয়া যায় অন্য দশটি মিশাইয়া গিয়াছেন। আলিবর্দ্দীর সময়ের দুই দশটিকে অনুবীক্ষণের দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু মুতাক্ষরিনের চিহ্ন পাই না। নোবল ব্রিটনের আমলে যাহারা গুণী মানী বা ধনী হইয়াছেন বা হইতেছেন তাহারা বলিয়া থাকেন যে দেওয়ান আমখাস বা গুলেলা দরবারের বংশধর হই, এইটা যে কি ব্যাপার ইহা দয়াময় বলিতে পারেন। তবে মূল কি যদি বোধ হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা হইতে বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা, নচেৎ অসম্ভাবনীয়।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড করণওয়ালিস সাহেব Lord Cornwallis সাহেব দশ সালার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন কিন্তু কয়েকটি জমিদারের ভিতর দশ সালার চিটে আছে—অতএব যদি কেহ বলেন বাচ্ছাবাচ্ছা—অমনি সকলে মিলিয়া তাহাকে Bloody nose করিয়া দেন। নূতন জন্ম লইতে লজ্জা পান কেন ইহাতে মান যায় না বরং মান বৃদ্ধি পায়। যে দিন প্রকাশ্যরূপে পেটের কথা বলিতে পারিবেন বা কাগজের উপর কালির দাগ দিয়া লিখিতে পারিবেন সেই দিন জানিতে পারিবেন যে এই ঘূর্ণায়মান জগতের মূল কি নচেৎ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ চলিল।

হিন্দুস্থানের ভিতর শতকরা নিরানব্বুই জন দেবতার প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পুজারুর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন বা শূদ্রের নিকট চাকরী করিতেছেন বা শূদ্রের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেছেন বা শাস্ত্রের নিষিদ্ধ ব্যবসা গুলি করিতেছেন অথচ বল দেখি আপনি দেবল বা পতিত অমনি সকলে মিলিয়া তাহাকে ঢিলঢিল করিয়া উড়াইয়া দিবেন, বিশেষত শূদ্রেরা তাহাকে উড়র ঝাঁটায় ঝাঁটাইয়া উড়াইতে

উড়াইতে বঙ্গোপসাগরের উপর লইয়া গিয়া বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিশাইয়া দিবেন। যতক্ষণ না পেটের কথা ও প্রত্যক্ষ ঘটনা গুলি প্রকাশ্যরূপে কহিবেন ততক্ষণ মূল কি ইহা জানিতে পারিবেন না ও নূতন জন্মটিকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

Protestant Luther সাহেব এক খানি ছবি করিয়া ছিলেন, আচার্য্যেরা নিজের পায়ের চরণামৃত করিয়া উপাসক দিগকে খাওয়াইতেছেন, আর প্রভু যিশুখ্রীস্ট উপাসক দিগের পাটিকে ধৌত করিয়া দিতেছেন, তিনি আর একটি ছবি করিয়া ছিলেন আচার্য্যেরা Indulgence লইতেছেন আর প্রভু যিশুখ্রীস্ট যে indulgence দিবার উপক্রম করিতেছে তাহাকে বাহির করিয়া দিতেছেন। মূল কি যদি মাথা থাকে বা পেটের রোগ না থাকে তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে বুঝিতে পারেন যখন প্রত্যহ ঘটনা ঘটিতেছে।

জগতের মূল কি ইহা কি জানিতে পারিলেন, যদি পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে নূতন জন্মটিকে গ্রহন করুন এবং যদি করেন তাহা হইলে Renaissanceটি কি ইহা স্বচ্ছন্দে বুঝিতে পারিবেন ফলত নূতন জন্মটি কি ইহা বুঝিতে পারিলেই মূল কি, ধর্ম্ম কি, ইজ্জত কি, বেশ বুঝিতে পারিবেন বাস্তবিক মূল ধরিতে পারিলেই মৌলিকত্ব ও লৌকিকত্ব আসিবে ইহা নিশ্চয় জানিবেন। জয় জয় অবতারের জয়—জয় জয় নোবল ব্রীটনের জয়।

যুক্তি ।

পৃথিবীর লোকালয়ের ভিতর অবতার অবতীর্ণ না হইলে পৃথিবীর লোকালয়ের ভিতর উন্নতি হয় না। যে দেশে অবতার নাই সে দেশের ভিতর উন্নতি নাই। প্রভূ যিশুখ্রীস্ট মানব রূপে ধরাতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন বলিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যক্তি দিগের ভিতর এত উন্নতি হইতেছে, এবং তথায় জ্ঞান বিজ্ঞান যুক্তি ও ধর্ম্মের চর্চ্চা যথেষ্ট চলিতেছে। পৃথিবীর ভিতর এমন স্থান নাই, যথায় খ্রীশ্চান আচার্য্য নাই। খ্রীশ্চানেরা প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা খরচ করিয়া যাহাতে পৃথিবীর ভিতর শান্তি স্থাপন হয় ও ধর্ম্মের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় তাহার বিধান করিতেছেন।

কোন স্বাধীন দেশের রাজা মানবত্ব নিয়মের বহির্ভূত কার্য্য করিলে খ্রীশ্চানেরা তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। যে দেশে যে প্রকার ধর্ম্ম আছে তাহার উপর হস্তক্ষেপ করেন না, তবে যদি কেহ নরবলি দেন বা নরমাংস ভক্ষণ করেন তাহা হইলে তাহা দিগকে বুঝাইয়া মানবত্ব নিয়মে আনিতে চেষ্টা করেন। পৃথিবীর ভিতর প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন বলিয়া সমস্ত ধরার ভিতর শান্তি বিরাজ করিতেছে।

প্রভূ যিশুখ্রীষ্টকে চৌদ্দ শত বৎসর লোকালয়ের সঙ্গে যুঝিতে হইয়া ছিল, যদি প্রভূ যিশুখ্রীস্ট প্রকৃত অবতার না হইতেন এবং পুত্র-রূপে ভূভার হরণের দরুন না আসিতেন তাহা হইলে পৃথিবীর তিন অংশের এক অংশ লোক খ্রীশ্চান হইতেন না।

প্রতিদিন পৃথিবীর ভিতর প্রায় তিন কোটী লোক জন্ম গ্রহণ

করিতেছেন। দুই হাজার বৎসরে কত লোক হয় ইহা একবার বীজগণিত দিয়া সংখ্যা ঠিক করিয়া দেখুন, তাহা হইলে সামান্য জ্ঞানের দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট প্রকৃত অবতার কি না? কেন না দুই হাজার বৎসরের ভিতর আর একটি পতিত পাবন জন্ম গ্রহণ করিলেন না, যদি এই সামান্য যুক্তিটি ঠিক হয় তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির কুড়িটি করিয়া অঙ্গুলি আছে এবং ইহা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে প্রভূ যিশুখ্রীষ্টের সবে দুই হাজার বৎসর হইয়াছে, ইহার মধ্যে পৃথিবীর তিন অংশের এক অংশ লোক খ্রীশ্চান হইয়াছেন, কিন্তু এখনও আঠার হাজার বৎসর বাকী আছে, ইহা হইতে সামান্য জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করিয়া লইলে বেশ জানিতে পারা যায় যে, আর এক হাজার বৎ-সরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী খ্রীশ্চান হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

যে নর যতদূর অসভ্য হউক না কেন সে নর যদি খ্রীশ্চান হন সেও দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকেন, এইটি কত দূর সত্য ইহা ইতিহাস পাঠ করিলে বেশ স্বচ্ছন্দে জানিতে পারিবেন।

ব্যক্তিগত উন্নতি কিছুই নয়। আজ মরিলে কাল দুই দিন হয়, তিন দিনে মিলাইয়া যায়। নূতন জন্ম লইয়া যদি জাতি প্রস্তুত করিতে পারেন তাহা হইলে কিছু দিন যায়, আর যদি অবতারের উপাসক হইয়া ভাই ভগিনী সম্পর্ক পাতাইয়া নূতন জন্ম লইতে পারেন তাহা হইলে বহুদিন যায়। ব্যক্তিগততে কিছুই হয় না, কারণ একটি লোক এক শত বৎসরের অধিক বাঁচেন না। এক শত বৎসরে তিনি কি করিতে পারেন, একশত অপগণ্ড বংশধর রাখিয়া যাইতে পারেন বটে কিন্তু তাহাতে হইবে কি? নিজ বংশের উন্নতি হইতে পারে বটে কিন্তু দেশের উন্নতি কিছুই হয় না। ব্যক্তিগত উন্নতিকে প্রকৃত উন্নতি বলা যাইতে পারে না, কিন্তু দেশের উন্নতি হইলে প্রকৃত উন্নতি হয়।

কোন সময়ে দেবতাদিগের ভিতর একটি সম্মিলনী হইয়া ছিল, উহাতে সভাপতি প্রস্তাব করিলেন যে জন্তুর কত বৎসর আয়ু হওয়া

উচিত, ইহাতে সভাসদগণ নানা প্রকার বলিলেন এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও যুক্তির শ্রাদ্ধ যথেষ্ট হইবার পর অবশেষে সভাপতি বলিলেন যে জন্তুর আয়ু গড়পড়তা চল্লিশ বৎসর হউক, অন্যান্য সভাসদেরা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া সকলে সম্মতি দিলেন কিন্তু তথায় দুই জন মানব উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে এক জন বলিলেন, হে মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সভাসদগণ! আপনারা জন্তুর আয়ুর সংখ্যা যাহা করিলেন তাহা আমরা শিরোধার্য্য করিলাম বটে কিন্তু সৃষ্টির ভিতর মানব অন্য সমস্ত জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন, সেই হেতু মানবের আয়ু কিছু বেশী হওয়া আবশ্যক।

একজন সভাসদ উঠিয়া বলিলেন,—যখন সকলকার সম্মতিক্রমে জন্তুর আয়ু ঠিক হইয়া গিয়াছে তখন ইহা আর বদল হইতে পারে না, তবে যদি আপনি বিশেষ যুক্তি দেখাইতে পারেন তাহা হইলে আপনার কথা শুনা যাইতে পারে।

মানবটি বলিলেন—ভূ, ভূব ও স্ব এই ত্রিলোকের নিয়ম সমান হয়, কিন্তু যখন গুণোচিত মর্য্যাদা দিবার ব্যবস্থা আছে তখন মানবের আয়ু অন্য জরায়ুজের অপেক্ষা কিছু বেশী হওয়া ন্যায় সঙ্গত। দেখুন লোকালয়ের মঙ্গলের দরুন মানব কত বিদ্যা বুদ্ধি কল বল ও ছল প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং যেখানে যেটির আবশ্যক সেখানে সেটি ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সমস্ত লোক রাজচক্রবর্ত্তীর নিকট মাথা হেঁট করিয়া থাকেন।

অবতার রাজচক্রবর্ত্তীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া রাজচক্রবর্ত্তী অবতারের নিকট রাজ মুকুট সমেত মাথা হেঁট করিয়া থাকেন, আবার এক অবতারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবতার পিতার নিকট মাথা হেঁট করিয়া থাকেন, দেখুন অবস্থাভেদে গুণভেদ হয়, এবং গুণের তারতম্যে মর্য্যাদার তারতম্য হয় কিন্তু নিয়মটি সকলকার পক্ষে এক প্রকার হয়। যে নিয়ম এক করেন তাহা স্বাভাবিক নিয়ম হইতে আলাহিদা হয়

না অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের বহির্ভূত হয় না। যদি কোন কারণ বশত ঘটে অবতার পিতার নিকট সেই নিয়মের দরুন আপত্তি করিতে পারেন কারণ **এক** বলিয়া দিয়াছেন যে সকলকার বলিবার বা লিখিবার ক্ষমতা সমান হয় এবং নিয়ম সকলকার জন্য এক প্রকার হওয়া কর্ত্তব্য যদি ইহার ব্যতিক্রম ঘটে তাহা হইলে অনায়াসে যে কেহ হউক আপত্তি করিতে পারেন।

Alexander the great monarchical government করিয়া গিয়াছেন। Ceasar the great oligarchical government করিয়া গিয়াছেন। Lycurgus the great democratic government করিয়া গিয়াছেন কিন্তু দেখুন কাহারও government গড়পড়তা তিন শত বৎসরের অধিক যায় নাই কেন না, স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের বহির্ভূত কোন নিয়ম করিলে বহুকাল যায় না।

ভূ, ভূব ও স্বয়ের স্থিতি হইতে এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। **এক** বহু হইয়া সৃষ্টি করিলেন বাস্তবিক সৃষ্টি হইলেই স্থিতি হয়, আর স্থিতি হইলেই প্রলয় হয়, কিন্তু নিয়মটি সর্ব্বাবস্থাতে সমান হয়।

যতগুলি গ্রহ আছে তন্মধ্যে সূর্য্য সকলকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ এক প্রেমডোরে বাঁধ হয়, যদি সকলকার নিয়ম এক প্রকার না থাকিত তাহা হইলে গ্রহদের এত দিন অস্তিত্ব থাকিত না। সূর্য্য যদি নিজের শক্তিতে খালি থাকিত তাহা হইলে সমস্ত দগ্ধ হইয়া অবশেষে নিজের তেজে নিজে দাহ হইয়া যাইত এবং চন্দ্র যদি খালি নিজের শক্তিতে থাকিত তাহা হইলে সমস্ত পচিয়া যাইয়া নিজের পেঁচপচানিতে নিজে পচিয়া পয়মাল হইত ফলত অন্যান্য গ্রহ গুলিও গ্রহগুণে না ঘুরিয়া নিজের মার্গ হইতে উপিয়া

যাইত, কিন্তু balance of power সমান থাকিবার দরুন কোন একটি গোলমাল না ঘটিয়া বরং সকলকার স্বীয় স্বীয় নিয়োজিত কার্য্য সকলে সমান ভাবে করিতেছে। পরস্পরের আকর্ষণী শক্তিতে কি সুন্দর রূপে ঘুর্ণীয়মান জগতের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে।

যে দেশে monarchical oligarchical and democratic government এক সঙ্গে আছে সে দেশের লোকের ভিতর সকলকার ক্ষমতা সমান থাকিবার কারণ নিয়ম গুলি সকলকার উপর সমান ভাবে জারি হয় তজ্জন্য রাজচক্রবর্ত্তী হইতে চাষা পর্য্যন্ত তথায় এক প্রকার নিয়মে আবদ্ধ আছেন।

হে মাননীয় সভাপতি ও অন্যান্য সভাসদগণ! আপনারা খালি Monerchical governmentএর মতন নিজেদের হুকুম জারি করিলে চলিবে কেন? যখন ইহা স্বভাবসিদ্ধ নয়।

Unit Metaphysics physics and humanity যখন এক নিয়মে চলিতেছে তখন স্বভাবিক নিয়মের কোন বহির্ভূত কার্য্য করিলে এক জন সামান্য লোকও সেটির উপর আপত্তি করিতে পারেন। আমি জনগণের প্রতিনিধি হই, ঐ সর্দ্দারদের প্রতিনিধি রহিয়াছেন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া উহার মত গ্রহণ করুন, যদি ঐ ব্যক্তি বলেন যে চল্লিশ বৎসর মানবের আয়ু হওয়া ঠিক হয় তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।

সভাপতি বলিলেন—বেশ! সর্দ্দারদের মত কি ইহা বলা হউক।

সর্দ্দারদের প্রতিনিধি বলিলেন :—

জনগণেরা কিসে সুখে থাকেন তাহার জন্য আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি, এবং জনগণের সহিত আমাদের কি প্রকারে ভ্রাতৃভাব ও সমানভাব হয় ইহার চেষ্টাও যথেষ্ট করিয়া থাকি।

যদি মানবের আয়ু কম হয় তাহা হইলে balance of power ঠিক থাকিবেনা অর্থাৎ গুণোচিত মর্য্যাদা দেওয়াটি ঠিক হয় না। ত্রয়োদ

হইতে জন্ম গ্রহণ করিলে জন্তু হয় বটে তথাপি মানব অন্য সব জরায়ুজ হইতে গুণের দরুন শ্রেষ্ঠ হন যেমন আপনারা গুণী বলিয়া অন্য সব হইতে শ্রেষ্ঠ হন। গুণোচিত মর্য্যাদা দেওয়াটি স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম হয়। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া পরে মন্তব্য বাহির করিয়া অবশেষে নিস্পত্তি করিবেন।

সভাপতি ও অন্যান্য সভাসদেরা আপনা আপনি তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে সভাপতি বলিলেন,—দেখুন যখন জনগণের ও সর্দ্দারগণের ভিতর এক মত হইয়াছে এবং যখন মতটি যুক্তিসিদ্ধ হয় কেননা বক্তি-দের কহন **একের** কহন হয় তখন আমাদেরও ঐ মতে মত দেওয়া কর্ত্তব্য বটে, তবে কাহাদের নিকট হইতে আয়ু লওয়া কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়।

জনগণের প্রতিনিধি বলিলেন। কুকুর অত্যন্ত প্রভুভক্ত হয়, কুড়ি বৎসরের পর আর কুকুরের শক্তি থাকে না, অতএব তাহাদের আয়ু হইতে কুড়ি বৎসর লওয়া হউক। গাধা ভার বাহক হয় কিন্তু কুড়ি বৎসরের পর উহাদেরও ভার বহিবার শক্তি থাকে না। আর শকুনিরা দেশের ময়লা পরিষ্কারের কার্য্য করিয়া থাকে কিন্তু উহাদেরও শক্তি কুড়ির পর থাকে না। বাস্তবিক এই সব জরায়ুজেরা যখন দেশের মঙ্গলাকাংক্ষী হয়, তখন উহাদের স্বর্গবাসের সময় গুণোচিত মর্য্যাদা দেওয়া বিধেয়।

মানবের আয়ু চল্লিশ হইতে যাট পর্য্যন্ত কুকুরের মত হয় অর্থাৎ ভেউভেউ করিতে পারেন। আর যাট হইতে আশী পর্য্যন্ত গাধার মত হয়, অর্থাৎ মানবের বচন অত্যন্ত কর্কশ হয়, আর আশী হইতে এক শত পর্য্যন্ত শকুনির মত হয়, অর্থাৎ কিচির মিচির করিয়া যেখানে আহার করেন সেই খানেই বিষ্ঠা ত্যাগ করেন। কুড়ি হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত বীর পুরুষ হন, সেই হেতু ফৌজ বিভাগে কুড়ি বৎসর Service এর পর পেনস্যান দেওয়া কর্ত্তব্য—আর চল্লিশ বৎসর চাকুরির

মধ্যে সিভিল দিগকে পেন্‌স্যান দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু হিন্দুস্থানের ভিতর খাটিয়ে যাইলেও বার বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিয়া থাকেন; অথচ হিন্দুস্থানের হিন্দুদের ভিতর বিধবা-বিবাহ বা Divorce নাই বা একবার হাতে হল্‌দে সূতা জড়াইয়া বাঁধিলে আর হিন্দুদের ভিতর সামাজিক প্রথানুসারে মৃত্যু পর্য্যন্ত এলাইয়া ফেলিবার উপায় নাই, অতএব এইটি যে কি ব্যাপার ইহা আমাদের বলিবার ক্ষমতা নাই তবে ইহাই বলা যাইতে পারে যে ঘুঁটে পোড়ে আর গোবর হাসে অর্থাৎ প্রত্যহ যাহা ঘটিতেছে আবার সেটিকে উলটাইয়া কহিতেছেন, আর পরের কুৎসা লইয়া হাস্য মুখে চারিধারে প্রচার করিয়া বাহবা লইতেছেন। শাস্ত্রকারেরা বলেন, যিনি পরের কুৎসা করেন তাহার যত পাপ না হয় যিনি শুনেন তাহার অধিক পাপ হয়।

হিন্দুস্থানটি পৌত্তলিক দেশ হয়। যদি কেহ কোন প্রকার সুবিধা-যোগে মস্ত হন তিনি চান আমি যাহা করিব তাহাই ঠিক, যদি কেহ আপত্তি করেন তাহা হইলে দাদার ছোট ভাইয়েরা অর্থাৎ তাহার দল ভুক্তেরা তাহাকে অপদস্ত করিয়া ফেলিয়া তাহার ভবিষ্যতের পথে কণ্টক বিকীর্ণ করিয়া দেন; এই ভয়ে কেহ কোন আপত্তি করিতে সাহস পান না। হিন্দুস্থানে ধর্ম্মভীরু লোকেদের মা বাপ নাই তবে যাহারা বোধচক্ষু তাহারা মনে করেন আমার উন্নতি হওয়ার প্রয়োজন। জীব-নাবধি সম্বন্ধ,—মিছে কেন নিজের উন্নতি পথটিকে নষ্ট করি। মূর্খেরা গোঁ ধরিয়া থাকেন আর সিয়ানারা যখন যেমন তখন তেমন করিয়া নিজের দিন কিনিবার সময় অপেক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব যে দল ভারি সেই দলে মিশা ন্যায় সঙ্গত এই প্রকার যুক্তি করিয়া তাহারা ভারি দলে মিশিয়া যান সেই হেতু হিন্দুস্থানের ভিতর প্রকৃত public opinion নাই।

আপনাদের এখানে মনের স্বাধীনতা আছে যিনি যে প্রকার ভাল বুঝিবেন তিনি সেই প্রকার বলিতে পারেন তজ্জন্য আপনারা সকলেই

ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া পরে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। হিন্দুস্থানের ভিতর কোন কালে ভাই ভগিনী সুবাদ নাই এবং কোন কালে হইবার সম্ভাবনা নাই কারণ হাম্‌বড়া দর্শনে হিন্দুস্থানকে ছাঁকিয়া ফেলিয়াছে। হে সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সভাসদগণ! আপনারা যাহা যুক্তি সঙ্গত নিয়ম করিবেন তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য।

সভাপতি মহাশয় বলিলেনঃ—মানবের আয়ু এক শত বৎসর হইল বটে কিন্তু কুকুর ও শকুনিদের নিকট হইতে সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছে কারণ উহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে আমরা নিষ্পত্তি করিতে পারি না।

জনগণের প্রতিনিধি বলিলেনঃ—আমরা উভয়ে উহাদের নিকটে গিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে সমস্ত বিষয় জানাইবার পর উহারা বলিল, আমাদের কুড়ি বৎসরের পর আর শক্তি থাকে না সেই হেতু আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহা তাহা আমরা আর করিতে পারি না এবং যখন আমরা কার্য্য করিতে না পারি তখন লোকালয়েরা আর আমাদিগকে চান না, তজ্জন্য আমরা ঘৃণ্য কারণ আমাদের দেহের ভিতর কুড়ি বৎসরের পর আর শক্তি থাকে না, কাজে কাজেই আমাদের দ্বারা যথেষ্ট গর্হিত কার্য্য হয়। আচ্ছা মহাশয়! সেখানকার ব্যবস্থাটি কি রকম হয় আপনি বলুন।

আমি বলিলাম।

সেখানে তিন রকম গভার্ণমেণ্ট এক সঙ্গে চলিয়া থাকে, অর্থাৎ monarchical oligarchical and democratic Government তিনটি এক হইয়া এক সঙ্গে চলিয়া থাকে, সেখানে ন্যায় সঙ্গত ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নিয়ম হইবার উপায় নাই কারণ তথায় free thought free thinking free press and free speech and traditional justice আছে বটে কিন্তু যদি কেহ Toleration and moderationএর অর্থাৎ সামঞ্জস্যের উপর হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়। অসবর্ণ বয়স ও বিধবা বিবাহের প্রচলন তথায় আছে। মেয়ে মানুষ প্রজাপতির মতন স্বাধীনতার

সহিত চারিধারে তথায় বেড়ান, কিন্তু কোন পুরুষ বেআইনী কোন প্রকার কার্য্য মেয়েদের উপর করিতে পারিবেন না। যদি কেহ করেন অমনি শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়। মেয়ে মানুষের বিনা অনুমতিতে স্বামী চুম্বন করিতে পারিবেন না, যদি কেহ করেন শাস্তি লইতে বাধ্য।

তথায় **caste system** নাই ও মূর্ত্তিপূজা নাই তবে গুণোচিত মর্য্যাদা দিবার ব্যবস্থা তথায় যথেষ্ট আছে। গৌরবান্বিত ক্রিয়া হেতু পূজা, যে ব্যক্তি গুণী হইয়া সাধারণের উপকারের জন্য গৌরবান্বিত ক্রিয়া করেন তিনি তথায় যথেষ্ট পূজা পান। পিতা বড় থাকিলে পুত্র বড় হয় না যদি পুত্রতে সে প্রকার গুণ না থাকে, ইহা শুনিয়া উহারা বলিলেন—এমন সুন্দর স্থানে কে না যাইতে ইচ্ছা করে। মহাশয়! দেবীরা কি আমাদিগকে বিবাহ করিবেন।

আমি বলিলাম,—তোমরা যদি গুণ আহরণের দ্বারা গুণী হইতে পার তাহা হইলে দেবীরা তোমাদিগকে বিবাহ করিতে পারেন, কারণ তথায় স্ব ইচ্ছায় বিবাহ হয়। সেখানে ঊনবিংশতি বৎসরের কন্যাকে দুধে দাঁতের মেয়ে কহে। She is still in teens কিন্তু হিন্দুস্থানের মেয়ের বয়স কুড়ি বৎসর হইলে তাহাকে বুড়ি কহে। উহারা বলিল, সেখানে গুণী হইবার উপায় আছে।

আমি বলিলাম, সর্ব্ব বিষয়ের পথ তথায় খোলা আছে অধিকন্তু সেখানে গুণোচিত মর্য্যাদা দিবার ব্যবস্থা আছে।

উহারা বলিল, আমাদের যে প্রকার প্রকৃতি আছে সে প্রকার প্রকৃতি বিকৃতি হইয়া নূতন প্রকৃতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমি বলিলাম, যখন প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াও পুনঃ প্রকৃতি হয়, তখন নূতন জন্ম লইয়া সাত পুরুষ পরিবর্ত্তনের দ্বারা গুণ আহরণ করিতে পারিলে বিকৃতি প্রকৃতি হইয়া যায়, কেন না সাত পুরুষ পরে অশৌচ নাই।

উহারা বলিল, তবে আমাদের আয়ু মানবকে দিতে কোন আপত্তি

নাই। যত শীঘ্র পরিবর্ত্তনের দ্বারা উন্নতি মার্গে উঠিতে পারা যায় ততই ভাল।

আমি বলিলাম, তোমাদিগকে একবার আইন কর্ত্তাদিগের সম্মুখে গিয়া সম্মতি দিয়া আসিতে হইবে।

উহারা বলিল, চলুন।

হে মাননীয় সভাপতি মাহাশয় ও অন্যান্য সভাসদগণ ! এখন উহারা সকলে পর কামরাতে আছে যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনারা অনুমতি দেন তাহা হইলে আমি উহাদিগকে আপনাদিগের সম্মুখে আনিতে পারি।

সভাপতি বলিলেন, আপনি উহাদিগকে লইয়া আসুন ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

জনগণের প্রতিনিধি পরকামরাতে যাইয়া উহাদিগকে সম্মিলনীর ভিতর সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন।

সভাপতি মহাশয় উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের আয়ু আমরা চল্লিশ বৎসর করিয়াছি। তোমরা প্রত্যেকে কি কুড়ি বৎসর করিয়া তোমাদের আয়ু লোকালয়ের উপকারের জন্য মানবকে দিতে ইচ্ছা কর? তোমরা তিন জনে তোমাদের প্রকৃত মত কি ইহা বল। ইহাতে চক্ষুলজ্জা নাই অনুরোধ নাই কল বল ও ছল নাই, তোমাদের যাহা প্রাণের কথা তাহাই তোমরা আমাদিগের সম্মুখে নির্ভয়ে বল।

শকুনি বলিল, আমরা সকলে এই বিষয় লইয়া যথেষ্ট গবেষনা করিয়াছি, আমরা প্রাণের সহিত বলিতেছি যে আমাদের তিন জনের আয়ু হইতে ষাট বৎসর লইয়া অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট হইতে কুড়ি বৎসর করিয়া লইয়া লোকালয়ের উপকারের জন্য লোকালয়কে দিউন, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। Survival of the fittest অর্থাৎ এইটিকে আমরা গুণোচিত মর্য্যাদা কহিয়া থাকি ; কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতক নিমকহারাম ও কৃতঘ্নকে আমরা সেয়ানা কহি না।

সভাপতি ও অন্যান্য সভাসদগণ সাধু সাধু বলিয়া উহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সভাটিকে ভাঙ্গিয়া দিলেন।

মানবের আয়ু গুণের ও পরোপকারের দরুন এক শত বৎসর হইল কিন্তু দুঃখের বিষয় যে হিন্দুস্থানের লোকেরা যদি একবার মস্ত হন তিনি যত দিন না চিতার উপর যান ততদিন মায়ার খাতিরে মস্তটিকে ছাড়িয়া অন্য জনকে দিতে পারেন না, সেই হেতু হিন্দুস্থানের বাচ্ছারা মর্ম্মাহত হইয়া মরেন। যাট বৎসরের পর ঘরে বসিয়া adviser এর কার্য্য করিলে কি ভাল হয় না ?

হিন্দুস্থানের ভিতর যদি বি, এল, এ,—ব্লের বীজটিকে অজ পাড়াগাঁয়ে পর্য্যন্ত ছড়ান হয় এবং **একের** কৃপায় অঙ্কুর হইয়া যদি ফলে পরিণত হয় তাহা হইলে হিন্দুস্থানের ভিতর নূতন জন্ম হইয়া যথেষ্ট উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে নচেৎ অসম্ভাবনীয়।

হাজার করা কয়েক জন বি, এল, এ,—ব্লে জানিয়া কপট হৃদয়ে ভাই ভগিনী সম্পর্ক পাতাইলে কি হোমরুল বা রেসপন্‌সেবল গভার্ণমেণ্ট হইবার সম্ভাবনা হয়, যদি হয় তাহা হইলে চৌষট্টী বৎসরের ভিতর ষোল আনা ব্যভিচার দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিল।

যতক্ষণ দেশের ভিতর এক রং এক খাদ্য এক ভাষা এক পরিচ্ছদ এক ধর্ম্ম না হয় ততক্ষণ ভাই ভগিনী সম্পর্ক হইতে পারে না এবং ভাই ভগিনী সম্পর্ক না হইলে এক প্রকার সংস্কার আসিতে পারে না, ফলত এক প্রকার সংস্কার না হইলে সকলকার মতি এক রকম হয় না, কাজে-কাজেই সকলকার মতি এক রকম না হইলে সকলকার গতি এক রকম হয় না, সেই হেতু কেহ পূর্ব্বদিকে যান কেহ বা উত্তরে যান এবং তজ্জন্য ইহার ফল কাহারও সর্ব্বনাশ বা কাহারও পৌষ মাস হয়। প্রত্যক্ষ দেখুন,—একটি ইংরাজী ভাষার দরুন দেশের ভিতর কতকটা উন্নতি হইতেছে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

যদি এই বি, এল, এ,—ব্লে বীজটিকে সর্ব্বত্র ছড়ান হয় তাহা হইলে

দেশের উন্নতি আরো কত বেশী হইতে পারে, কিন্তু ইহার সঙ্গে একটি অবতারকে গ্রহণ করিলে সকলের ভিতর ভাই ভগিনী সম্পর্ক হইয়া যায়, আর সকলকার ভিতর ভাই ভগিনী সম্পর্ক হইলে এক রং এক খাদ্য এক পরিচ্ছদ এক ভাষা ও এক লিপি হইয়া যায়। এই সব গুলি এক হইলে আবার ব্যবহার ও নিয়ম গুলি এক হইয়া যায়, দেখুন, সংসার নিয়মে সভ্য বনিতে হইলে অবতারের প্রয়োজন ঘটে কি না? যদি ঘটে ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে একটি অবতারকে গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হিন্দুস্থানে হিন্দুদিগের ভিতর আপাতত তিনটি মাত্র ধর্ম্ম আছে। একটি শৈব, একটি বৈষ্ণব ও অপর একটি শাক্ত কিন্তু পরস্পরের সহিত আদান প্রদান হইতে কোন দোষ ঘটে না। তবে জাতি হিসাবে আদান ও প্রদান অসম্ভাবনীয়, সেই হেতু ইহাতে প্রকাশ ইহাই পায় যে প্রত্যেক জাতির উৎপত্তি আলাহিদা হয়; তবে সকলে হিন্দু বলিয়া থাকেন।

হিন্দু কাহাকে বলে?

যিনি দেবতাকে ব্রাহ্মণকে ও গরুকে পূজা করেন।

দেবতা কাহাকে বলে?

বেদে, ব্রহ্মণাতে ও পুরাণেতে যাহাদিগকে আরাধনা করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে?

যাঁহাদের মুখে তিনটি ফুঁ আছে, একটি ফুঁ শাঁকে অর্থাৎ পূজারু, একটি ফুঁ চোঁঙাতে অর্থাৎ রসুয়ে, আর একটি ফুঁ কাণে অর্থাৎ গুরু। দেবতার ও গুরুর পূজাতে কিছু প্রভেদ আছে। দেবতাকে আরাধনা করিলে বৈদিক ধর্ম্ম হয় আর গুরুকে পূজা করিলে তান্ত্রিক ধর্ম্ম হয় আর দেবতার মূর্ত্তিকে গড়িয়া বা আঁকিয়া পূজা করিয়া ব্যবসা করিলে দেবল হয়। পূর্ব্বে গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিবার বিধান ছিল এখন কর্ণে যিনি মন্ত্র দেন তাহাকে গুরু কহে। এইটি কতদূর সত্য নামের মধ্যাক্ষর লইলেই সিদ্ধান্ত হইয়া যায়।

চতুষ্পদ পশুর ভিতর গরু অপেক্ষা উপকারক পশু আর দ্বিতীয় নাই, ইহার চোনা প্রত্যহ খাইলে শরীরের ভিতরের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হইয়া যায়, এবং চোনা গাত্রে মাখিয়া প্রত্যহ নদীতে স্নান করিলে কোন প্রকার চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতে হয় না, এই জন্য বৈদিক ঋষিরা প্রত্যহ এই প্রকার কার্য্য করিতেন। জেণ্ড অবস্থার উপাসকেরা এখনও শরীরের শুদ্ধের দরুণ এই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহা শুনিয়াছি।

শব্দ হইতে স্বর হয় এবং স্বরের সাঙ্কেতিক চিহ্ন অক্ষর হয়, কিন্তু অকারের সম্মুখে দাগা টানিলেই আকার হয়, বাস্তবিক ইহার পূর্ব্বে নির্গুণ ছিল, যেমনি আকার টানা হইল অমনি গুণ যুক্ত হইয়া আকার হইল। কৃ ধাতু হইতে কর শব্দ হয়, স্বরের ও বর্ণের আদি জগতের আদির সঙ্গে এক হয়, কত দূর সত্য ইহা দর্শন পাড়িয়া দর্শন করুণ, কারণ এখন নির্গুণ নাই গুণ যুক্ত হইয়াছে, বাস্তবিক গুণ হইলেই আকার হয় ইহা সিদ্ধান্ত হইল। তবে এদেশে ছিল ওদেশে নাই ইহা লইয়া তর্ক করিবেন না, যদি করেন, তাহা হইলে ইহার উত্তর এক হইতে বহু।

অ, উ, ম, এই তিনটি বর্ণতে ওম্ হয়। হিন্দুদিগের ভিতর ওমের তুল্য মন্ত্র আর দ্বিতীয় নাই কারণ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের উৎপত্তি এই তিনটি বর্ণ হয়। উদারা মুদারা ও তারা এই তিনটি স্থানে এই তিনটির উৎপত্তি হয়, তজ্জন্য ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বৈদিক সময়ের ঋষি ও মুনিরা স্বর অর্থাৎ শব্দ হইতে এই তিনটি অক্ষরকে আবিষ্কার করিয়া ভাষা প্রস্তুত করিয়া তৎপরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

যখন গরুর স্বর নাদ হয় তখন খারাপ হাওয়াকে দূর করিয়া পরিষ্কার নির্ম্মল হাওয়া অর্থাৎ pure atmosphere আনিয়া দিয়া লোকালয়ের মঙ্গল বিধান করে।

গোবর যথেষ্ট উপকারক এবং ইহার দ্বারা ঘর মার্জ্জনা করিলে ক্ষুদ্র কীট মরিয়া যায় আবার গোবরকে শুকাইয়া লইয়া ঘুঁটে প্রস্তুত করিলে যথেষ্ট জালনের কার্য্য হয়। ঘুঁটে পোড়াইয়া ধোঁয়া দিলে ক্ষুদ্র কীট পলাইয়া যায়।

গরুর দুগ্ধ অমৃত হয় এবং ইহা হইতে যে কত প্রকার উপাদেয় আহার প্রস্তুত হয় তাহা বলা বাহুল্য।

ঋষি ও মুনিদিগের কুমারীরা যখন চৌকীতে বসিয়া দুগ্ধ দোহন করিতেন সে দৃশ্যটি কি মনোরম্য ইহা দেখিলেও প্রাণ জুড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই দৃশ্যটি আর এখন হিন্দুস্থানের ভিতর দেখিবার উপায় নাই। তবে যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন অষ্ট্রেলীয়া বা আমেরিকা বা ইউরোপ খণ্ডে যাইলে এখনও অনায়াসে দেখিতে পান। পূর্ব্বের কবিবর দিগের কুমারীর দুগ্ধ দোহনের বর্ণনা পাঠ করিয়া স্বপ্ন দেখিলে ফল ফলেনা।

ঋষি ও মুনির কুমারীরা দুগ্ধ দোহন করিতেন বলিয়া দুহিতা সংজ্ঞাটি হইয়াছে। গরুর বাঁট গুলি এত কোমল যে শোড়ষী কুমারীর দ্বারা দোহন হওয়া কর্ত্তব্য। গরু গুলি দোহনের সময় বাঁটে কিছু কষ্ট অনুভব করে বটে কিন্তু সে বেদনাটি শীঘ্র আরাম হইয়া যায় কেননা শোড়ষীর তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বৈদ্যুতিক শক্তির বিকর্ষণে পুনরায় ঠিক হইয়া যায়।

গরুর মাংসকে মহামাংস কহে। ইহা অত্যন্ত কোমল তেজস্কর ও গুরুপাক বলিয়া কথিত। কিন্তু ক্ষীণ লোকে যদি এই মহামাংস ভক্ষণ করেন তাহা হইলে মহাব্যাধি রোগে আক্রান্ত হয়, সেই হেতু আপাতত হিন্দুশাস্ত্রে মহামাংস ভক্ষণ নিষেধ।

জরায়ুজ ও অণ্ডজের ভিতর যাহারা শস্য তৃণ বা ফল খায় তাহাদের মাংস কোমল ও সুস্বাদু হয়, আর যাহারা মাংস ভক্ষণ করে তাহাদের মাংস ছিবড়ে কঠোর ও তিক্ত হয়।

গরুর দ্বারা জমীর চাষ ও বহনের কার্য্য বেশ চলে, এবং ইহার ছাল, সিং, লেজ, হাড় ও ক্ষুর একটিও অকেজো নয়, তবে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এ হেন গরুর চাষের অর্থাৎ Breedingএর উন্নতির দরুন কোন হিন্দুস্থানবাসীর চক্ষু নাই, তবে বচন ও বজ্জাতি ভক্তি যথেষ্ট আছে।

অষ্ট্রেলিয়া বা আমেরিকা বা ইউরোপ খণ্ড হইতে ষাঁড় অর্থাৎ Bull আনাইয়া পুনরায় বৈদিক সময়ের মতন গরুর আদর বাড়াইলে কি ভাল হয় না? পূর্ব্বের রাজচক্রবর্ত্তীরা ঋষি ও মুনিদিগকে সোনার সিং সমেত যথেষ্ট গরু দান করিতেন। যে জিনিস যত উপকারে আইসে সে জিনিসের আদর তত বেশী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাটিও বৃদ্ধি পায়।

হিন্দুস্থানের ভিতর গরুর Breeding এর উন্নতি না করিলে ক্ষীণ হইয়া ক্রমে ক্রমে সংখ্যা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে ধর্ম্মের ষাঁড় ছিল, ইহারা বিল্বপত্র তুলসীপত্র ও নানা প্রকার উপাদেয় সামগ্রী খাইয়া যথেষ্ট বীর্য্যবান হইত এবং মনের স্ফূর্ত্তিতে চারিধারে বিশেষত গোষ্ঠে বেড়াইয়া বেড়াইত। এখন গরুর দ্বারা সমস্ত কার্য্য করাইয়া লওয়া হয় বটে, কিন্তু আহারের সময় খালি দু চারি আঁটি বিচালি এই জন্য ক্ষীণ হইয়া ক্রমশ সংখ্যা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

অন্নে শরীর হয় অগ্রে এইটিকে জানা আবশ্যক। হিন্দুস্থানের মত অল্প পরিশ্রমে প্রচুর অন্ন পাওয়ার দেশ পৃথিবীর ভিতর আর অন্য একটি দেশ নাই, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে হিন্দুস্থানের সমস্ত জরায়ুজ ও অণ্ডজ ক্ষীণ হয়, খালি ব্যাঘ্র হস্তী ও কুম্ভীর বলিষ্ঠ হয়। ইহার কারণ কি ইহা বুঝিতে পারা যায় না তবে লোকাভাবে জঙ্গল ও জলা বেশী এইটিই কি ঠিক, না অন্য কিছু কারণ আছে, যদি থাকে পশুবিদ্যা-বিশারদেরা যদি অনুগ্রহ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ইহা ঠিক করিয়া দেন, তাহা হইলে হিন্দুস্থান বাসীর যথেষ্ট উপকার হয়।

হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ কুকুরগুলি কোথায় পলাইয়া যাইল। ইজিপ্টসিয়ান ও রোমনেরা হিন্দুস্থান হইতে সখের খাতিরে যথেষ্ট লইয়া যাইতেন।

তবে এখন হিন্দুস্থানের ভিতর যথেষ্ট carrier কুলি পাওয়া যায় ইহার কারণ কি, যদি economistরা অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন তাহা হইলে হিন্দুস্থান বাসীর যথেষ্ট উপকার হয়।

হিন্দুস্থানে এক বিঘা জমী চাষ করিলে একটি লোক এক বৎসর খাইতে পারেন, তথাপি অন্নের দরুন অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন ও কত গুলি অন্নাভাবে প্রপীড়িত হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর অধিক কি হইতে পারে। রপ্তানীর দরুন হইতেছে ইহা মনে করিবেন না, বরং রপ্তানী ও আমদানী আছে বলিয়া কতকগুলি কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া অন্যকে অন্ন দিতেছেন।

হিন্দুস্থানের ভিতর এত অভাব কেন ?

বোধ হয় ইহার কারণ পূর্ব্ববৎ দর্শন, এবং এই ত্যাগ দর্শনের মতটি হিন্দুস্থানকে ছেঁকিয়া ধরিয়াছে, সেই হেতু সকলে অলসতা প্রিয় হন। যে ব্যক্তি আলস্যের কথা কহিলেন তিনি ঘরে বসিয়া পায়ের উপর পা দিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

স্থূল জগতের ভিতর অন্ন ও স্ত্রীলোক এই দুইটি জিনিষ আদরনীয়, যদি এই দুইটি জিনিষ বিনা পরিশ্রমে ইজ্জতের সহিত পাই তাহা হইলে কেন শ্রমজীবি হইয়া মুখ দিয়া রক্ত তুলিয়া এক মুঠা অন্ন সংগ্রহ করিব, এবং ইহাতে আপদ ও বিপদ কত প্রকার আছে। সকাল বেলা হইতে যতক্ষণ না নিদ্রা যাওয়া যায় ততক্ষণ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, এবং ইহাতে পরিশ্রমের ফল সফল হয় কি না ইহাও সন্দেহ। আবার যাহারা শ্রমজীবি হন তাহারা হিন্দুস্থানের সামাজিক নিয়মানুসারে ঘৃণ্য, দেখুন এক পূর্ব্ববৎ দর্শনের ফল ত্যাগী সন্ন্যাসী ও বৈরাগী হন। হিন্দুস্থানের ভিতর ইহারা পূজনীয় কারণ

ইহারা শ্রমজীবিদিগকে স্বশরীরে স্বর্গে বাস করাইয়া দিতে পারেন, এই সংস্কার হেতু শ্রমজীবিরা উহাদিগকে যথেষ্ট অন্ন দিয়া থাকেন।

পূজারুরা গৃহস্থ হন এবং ইহাদিগের সমস্ত প্রতিপালনের ভার শ্রমজীবিরা লইয়া থাকেন। যদি আলস্য ব্যক্তি দিগের তালিকা লওয়া হয় তাহা হইলে পাঁচ কোটীর উপর যাইবে।

শ্রমজীবিদের অভাব কেন এবং শ্রমজীবিরা কেন কম বয়সে মরেন?

শ্রমজীবিরা অত্যন্ত পরিশ্রম করেন এবং অত্যন্ত সরল অন্তঃকরণের ব্যক্তি হন, তজ্জন্য ইহাদের বিশ্বাস ঐ সব লোক দিগের উপর এত বেশী যে ঘটী বাটী বাঁধা বা বিক্রি করিয়াও ঐ সব লোক দিগকে দিয়া সংস্কার গুণে শান্তি পান।

শ্রমজীবির অর্থ চাষা ভূষা মাজী মালা ইত্যাদি বুঝিবেন না সকলেই শ্রমজীবি হন, তবে যাহারা শ্রম না করিরা পরের কাঁধে উঠিয়া খাইয়া থাকেন তাহারাই শ্রমজীবি নন।

অন্নে শরীর হয় সেই হেতু সকলকেই অন্ন সংগ্রহ করিতে হয়, অন্ন সংগ্রহ করিতে হইলে কায়িক পরিশ্রম ও মানসিক বলের প্রয়োজন। বীর্য্যবান না হইলে বীর্য্যবান সন্তান হইতে পারে না। পূর্ব্বে সকলেই প্রায় এক সের করিয়া চাউল বা আটা খাইত কিন্তু আপাতত হিন্দুস্থানের ভিতর কয়টি লোক আছেন যিনি এক সের চাউল বা আটা খাইতে পারেন, ইহার কারণ কি? বোধ হয় অন্য কিছুই নয় খালি আমরা এত কুড়ে হইয়াছি ও এত অধিক কম বয়স হইতে স্ত্রী সংসর্গ করি যে ক্রমে ক্রমে আমাদের হজমের শক্তি অত্যন্ত কম হইয়া গিয়াছে, সেই হেতু দুই এক জন অধিক আহার করিলে আমরা তাহাকে রাক্ষস বলিয়া থাকি বা সুন্দর বপু হইলে আমরা তাহাকে চোয়াড় বলিয়া থাকি।

অধিক পরিশ্রম না করিলে অধিক অন্ন সংগ্রহ হয় না এবং অধিক অন্ন না খাইলে আবার অধিক পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। দেখুন

এক ত্যাগ দর্শনের বীজের দরুন সংসারের ভিতর কত প্রকার ব্যভিচার দোষ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ব্যভিচার দোষের দরুন শরীর ক্ষীণ হইতে সুরু হইল। যত শরীর ক্ষীণ হইতে থাকিল তত moral courage ও moral back bone টি আলগা হইতে লাগিল, এবং যত এই দুইটিকে হারাইতে লাগিল তত চতুর অর্থাৎ silly fox হইতে থাকিল। যত silly fox বাড়িতে থাকিল তত জাতীয় ভালবাসাটি কমিতে থাকিল এবং যত জাতীয় সংজ্ঞাটিকে হারাইল, তত ধর্ম্মটি লোপ হইতে লাগিল। যত ধর্ম্মের নিয়ম গুলি খসিতে থাকিল তত ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং যত ক্ষীণ হইল তত অভাব ছুটিল। অভাবে স্বভাব নষ্ট ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

পৃথিবীর ভিতর যত নিয়ম পুস্তক আছে সমস্তেরই উদ্দেশ্য অন্ন ও স্ত্রীলোক। দয়াময় অর্থাৎ **এক** বলিয়াছেন আমি বহু হইব, অতএব স্ত্রীলোক গ্রহণ না করিলে বহু হইবার সম্ভাবনা নাই, বাস্তবিক বহু হইতে হইলেই অন্নের আবশ্যক ঘটে।

দেখুন এই নিয়ম শাস্ত্রটিকে রক্ষা করেন কে? রাজচক্রবর্ত্তী।

রাজচক্রবর্ত্তী দেশের বীর্য্যবান বিদ্যান বুদ্ধিমান ও ধনবানকে লইয়া Civil and Criminal Code প্রস্তুত করেন, এই দুইটি Code এর উদ্দেশ্য কি? security of person and property

যখন এই দুইটি দেশের ভিতর চলিল তখন চাষ শিল্প বিজ্ঞান ও বানিজ্য নির্ব্বিঘ্নে যথেষ্ট চলিল এবং এই চারিটি চলিলেই দেশের ভিতর যথেষ্ট অন্ন রহিল, বাস্তবিক দেশের ভিতর যথেষ্ট অন্ন থাকিলে মাথাটি খুলিতে সুরু হয়, আর মাথাটি খুলিলেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে কত প্রকার কলাবিদ্যা বাহির হইয়া যায়। দেখুন, সভ্য বনিতে হইলে কত প্রকার বিষয়ের আবশ্যক ঘটে।

সভ্য জাতি হইতে হইলে একটি অবতারের প্রয়োজন ও এক প্রকার ধর্ম্ম এক প্রকার আহার এক প্রকার পরিচ্ছদ এক প্রকার রং

ও এক প্রকার নিয়মের আবশ্যক ঘটে, ফলত একটি অবতারকে গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

জনগণের ব্যবহার এক প্রকার হইলে হয় কি? আর না হইলেই বা হয় কি?

দেশের ভিতর অভাব কি, ইহা বেশ জানিতে পারা যায়, যদি নানা প্রকার ভাষা ও পরিচ্ছদ নানা প্রকার আহার ও রং এবং নানা প্রকার ধর্ম্ম ও নিয়ম দেশের ভিতর থাকে, তাহা হইলে জনগনের প্রকৃত অভাব কি ইহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, তবে ফক্কড় হইয়া মনোরঞ্জনের দশাটি যদি গ্রহ গুণে ঘটে তাহা হইলে নিজের উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু দেশের উন্নতি হইতে পারে না, অতএব সকল হিন্দুস্থান বাসী-দিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে দেশের উন্নতি করিতে হইলে একটি অবতারের আবশ্যক।

অবতারের উপাসক হইলে অবতারের নাম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ উপাসকের স্বামী অবতার হন, এবং যদি স্বামী বলিয়া অবতারকে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ভক্তি আসিল, বাস্তবিক এই ভক্তিটি রাজচক্রবর্ত্তীর উপর গিয়া পঁহুছিল কেন না রাজচক্রবর্ত্তী নিয়ম শাস্ত্র-টিকে রক্ষা করিতেছেন, আর সকল দেশবাসীর ভূস্বামী রাজচক্রবর্ত্তী হন, কাজেকাজেই আমরা সকলেই বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী হইলাম, কারণ আমরা অবতারের সম্মুখে শপত করিয়া বলিতেছি যে আমরা স্ত্রীকে বিশিষ্টরূপে বহন করিয়া বহু হইব। দেখুন, একটি অবতারকে স্বামী ধরিলে ভু ভূব ও স্বয়ের উপর ভক্তি হয়।

যতক্ষণ না প্রত্যক্ষের উপর ভক্তি আইসে ততক্ষণ অপ্রত্যক্ষের উপর ভক্তি আসিতে পারে না। অনুমানের ভিত্তি নাই যদি না প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, এবং দর্শনের ভিত্তি নাই যদি না দর্শন করিয়া থাকে, ফলত দর্শন দিয়া অবতারকে দর্শন করিতে পারিলে তিনি ধর্ম্ম নীতি সমাজ নীতি রাজ নীতি ও গুপ্ত নীতিকে খণ্ডণ করেন না। যিনি

দর্শন কি ইহা জানেন না তিনি অবতারকে খণ্ডণ করিয়া সূক্ষ্মস্থূলাবধি অর্থাৎ পারিমণ্ডল্যাবধি গোলমাল করিয়া ফেলিয়া স্থূল জগতের ভিতর একটি বিপ্লব ঘটাইয়া দেন।

সূক্ষ্মস্থূল হইতে স্থূল পর্য্যন্ত এক প্রেমডোরে বাঁধা আছে। যদি Physics পড়িয়া প্রবেশী হইতে পারা যায় তাহা হইলে জানিতে পারা যায় যে কি সুন্দর নিয়মের উপর জগৎটি চলিতেছে। অবতারের দ্বারা যাহা কিছু নিয়ম জগতে প্রচার হয় তাহা সমস্তই স্বাভাবিক নিয়ম হইতে হয়। অবতার স্বাভাবিক নিয়ম ছাড়া কোন অন্য প্রকার নিয়ম করেন না, এবং রাজচক্রবর্ত্তী Security of person and property ব্যতীত অন্য কিছুই করেন না, কারণ যাহাতে লোকালয়ের ভিতর শান্তি স্থাপন হয় ইহাই রাজচক্রবর্ত্তীর উদ্দেশ্য হয়।

যখন লোকালয়ের ভিতর ষোল আনা ব্যাভিচার দোষ ঘটে তখন অবতার আবির্ভাব হইয়া সংসারের ভিতর নূতন জন্ম দিয়া তিরোভাব হন অর্থাৎ নিজের স্বামীর কাছে চলিয়া যান।

অজানিত অবতারের স্বামী হন, লোকালয়ের স্বামী অবতার হন, আর রাজচক্রবর্ত্তী ভূস্বামী হইয়া লোকালয়ের ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, সেই হেতু লোকালয়েরা রাজচক্রবর্ত্তীতে ধর্ম্মাবতার বলিয়া ভক্তি করেন। দেখুন, একটি অবতার স্বামীকে ধরিলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সমস্ত স্বামীকে পাওয়া যায়, তবে গুণোচিত মর্য্যাদা সকলকে দিতে হয়। যদি গোড়ায় ভক্তি না আইসে তাহা হইলে কি ভজনা হয়? সোহং বুলি বলিলে কি ভজনা বা আরাধনা হয়? তবে বজ্জাতি যথেষ্ট বাড়ে তজ্জন্য অনিয়ম ধারীরা কষ্ট পান।

যিনি God head এর অর্থাৎ **এক** অনন্ত ব্রহ্ম ইত্যাদির বিদ্রোহী হন তিনি অবতারের বিদ্রোহী হন, আর যিনি অবতারের বিদ্রোহী হন তিনি নিয়মের বিদ্রোহী হন, আর যিনি নিয়মের বিদ্রোহী হন তিনি রাজচক্রবর্ত্তীর বিদ্রোহী হন ফলত যিনি রাজচক্রবর্ত্তীর বিদ্রোহী হন তিনি

লোকালয়ের বিদ্রোহী হন। এখন দেখুন, স্বাভাবিক নিয়ম কি সুন্দর সামগ্রী হয় কেননা একটি ব্যতীত অন্যটির অস্তিত্ব নাই।

স্বাভাবিক নিয়ম ব্যতীত নিয়ম হইতে পারে না যাহা কিছু সূক্ষ্মস্থূল ও স্থূলের ভিতর নিয়ম আছে তাহা সমস্তই স্বাভাবিক নিয়ম হয়। দৃশ্য না হইলে বোধ হয় না, বোধ না হইলে বুদ্ধি খাটে না, বুদ্ধি না আসিলে কর্ম্মিষ্ঠ হয় না, কর্ম্মিষ্ঠ না হইলে ক্রিয়া হয় না আর ক্রিয়া না করিলে ফলটি ফলে না; বাস্তবিক নাগরদোল্লার খেলা। উপর হইতে নীচে আইস আর নীচে হইতে উপরে উঠ কিন্তু গণ্ডীর বার হইবাব উপায় নাই, তবে সংস্কার গুণে মোক্ষ, নির্ব্বান ও নিবৃত্তি বলিতে পারা যায়, যদি কীলকটিকে ধরিতে পারা যায়।

Object and reason of law অর্থাৎ নিয়মের উদ্দেশ্য কি? ইহা যখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় তখন জানিতে পারা যায় যে কি সুন্দর প্রেমডোরে স্বাভাবিক নিয়ম গুলি বাঁধা আছে। মুখস্থ বিদ্যাতে খুব খ্যাতাপন্ন হইতে পারা যায় বটে যদি তিনি সুবক্তা বা সুলেখক বা মর্য্যাদাবিশিষ্ঠ হন, কিন্তু তিনি নিয়মের উদ্দেশ্য কি ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না, তবে তিনি গোলা লোক দিগের মাথাটিকে গুলাইয়া দিতে পারেন এবং যথেষ্ট নজির দেখাইতে পারেন; কারণ তাঁহার মুখস্থ বিদ্যার সহিত বজ্জাতি মস্তিষ্ক আছে।

দার্শনিকেরা খুব তর্ক করিতে পারেন কিন্তু কার্য্যে উহারা কিছু কি দেখাইয়া দিতে পারেন? কেন পারেন না কারণ সংজ্ঞার উদ্দেশ্য কি ইহা বুঝেন না তবে বাদানুবাদ যথেষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি দর্শন পাইয়া দার্শনিক হইতেন তাহা হইলে তিনি স্বাভাবিক নিয়ম গুলিকে ভাঙ্গিতেন না।

দর্শন শাস্ত্রের নিয়মে অণু ভানু হয় বটে আবার ভানু অণু হয় বটে কিন্তু লোকালয়ের নিয়মে এই ব্যাপারটি অসম্ভাবনীয়। কুমারীর সন্তান সন্ততি সাংসারিক আইনানুসারে সংসারের ভিতর কোন

কার্য্যতে আইসে না অতএব এই ব্যাপারটি সাংসারিক নিয়মে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া কথিত। দেখুন দর্শনশাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তত্ত্ব কি? যদি এইটি হইতে লোকালয়ের নিয়ম কি ইহা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে সাংসারিক নিয়মকে প্রতিপালন করিতে হইলে অবতার ও রাজচক্রবর্ত্তীর প্রয়োজন হয় ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

যুক্তি কি ইহা দেখুন।

এক বহু হইলেন এবং তিনি সৃষ্টির ভিতর মানবকে শ্রেষ্ঠ করিলেন, যাহার মন আছে তাহাকে মানব কহে সেই হেতু মানব মনন করিতে পারেন।

বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে মানবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় কারণ মানব মনন করিয়া লোকালয়ের সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তু আবিষ্কার করেন। যিনি ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সকল লোকালয়কে এক প্রেমডোরে বাঁধিয়া দেন এবং মানবত্ব কি ইহা যিনি নিজের কর্ম্মের দ্বারা অন্য মানবকে দেখাইয়া দেন, তিনি অবতার হন।

উদার না হইলে অবতার হয় না, অবিচলিত মন না হইলে অবতার হয় না, প্রেমিক না হইলে অবতার হয় না, কর্ম্মিষ্ঠ না হইলে অবতার হয় না, দৃশ্য জগতের প্রলোভন হইতে রহিত না হইলে অবতার হয় না, মিথ্যা কহিলে অবতার হয় না, সুন্দর বপু না হইলে অবতার হয় না, বীর্য্যবান না হইলে অবতার হয় না, এখন দেখুন লোকালয়ের ভিতর এবম্প্রকার মানব দুর্ল্লভ কি না? যদি দুর্ল্লভ হয় ইহা স্বীকার করেন তাহা হইলে যিনি অষ্ট ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ঠ হন তিনিই অবতার হন।

অবতারের শিষ্যেরা অবতারের নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যথা প্রভু যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা খ্রীশ্চান বলিয়া থাকেন, যখন অবতারের নাম লওয়া হয় তখন ভাই ভগিনী সম্পর্ক হয়। আবার যেমনি ভাই ভগিনী সম্পর্ক হইল অমনি শক্তি আসিল, যেমনি শক্তি আসিল অমনি

কর্ম্মিষ্ঠ হইল, যেমনি কর্ম্মিষ্ঠ হইল অমনি লোকালয়ের মঙ্গল হইল, যেমনি লোকালয়ের ভিতর মঙ্গল হইল অমনি শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখুন, একটি অবতারকে ধরিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফল গুলিকে পাওয়া যায়, এই সব গুলির রক্ষক কে? রাজচক্রবর্ত্তী— সেই হেতু রাজচক্রবর্ত্তীকে ধর্ম্মাবতার কহে। রাজচক্রবর্ত্তী শরীর, ধন ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

জমী ও স্ত্রীলোকের মালিক কে, ইহা কি অসভ্য জগতে থাকে? না পশুতে ও মানবেতে কিছু তফাত থাকে? অবতার পরিবর্ত্তনের দ্বারা অর্থাৎ Evolution এর দ্বারা পশু ভাবটিকে মোচন করাইয়া মানবত্ব টিকে আনিয়া দেন এবং রাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রটিকে রক্ষা করেন।

জমী ও বিবাহ কি? ইহা Transfer act and marriage act পড়িয়া দেখুন। তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে রাজচক্রবর্ত্তী কি প্রকার সুচারু নিয়মের দ্বারা লোকালয়ের মঙ্গল বিধান করেন। যিনি লোকালয়ের এত মঙ্গল বিধান করেন তিনি কি প্রকৃত ভক্তির পদার্থ নন? ফলত অকপট হৃদয়ে রাজভক্ত হওয়া সকল মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়।

অবতার ও রাজচক্রবর্ত্তীকে অকপট হৃদয়ে ভক্তি করিলে মানবত্ব কি, ইহা বুঝিতে পারা যায় এবং যখন ইহা বুঝিবার ক্ষমতা হয় তখন সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার পাত্র হন।

একটি অবতারকে গ্রহণ করিলে দৃশ ও অদৃশ্য জগতের কার্য্য হয়। ধর্ম্মবিহীন বিদ্যাকে বিদ্যা বলিতে পারা যায় না, তবে যে বিদ্বান ধর্ম্মভীরু না হন তাহাকে বোধচক্ষু বলিতে পারা যায়। বোধচক্ষুদের দ্বারা যত অনিষ্ট হয় তত অবোধের দ্বারা হয় না। দৃশ্য জগতের প্রকৃতিই ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম ব্যতীত দৃশ্য জগতের গুণ নাই, আর গুণ ব্যতীত আকার নাই, আবার আকার ব্যতীত নিরাকারের সিদ্ধান্ত নাই।

তার হন, আর এই ধর্ম্মশাস্ত্রের রক্ষক রাজচক্রবর্ত্তী হন। কাজেকাজেই অবতারকে মানিতে হইলে রাজচক্রবর্ত্তীর ভক্ত হইতে হয়, কারণ রাজচক্রবর্ত্তীর হাতে Security of person and property হয়, আর অবতারের হাতে স্বর্গ হয়। দেখুন, অবতারা কি প্রকার সুন্দর রূপে এক প্রেমডোরে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতটিকে লোকালয়ের ভিতর সংস্কার দিয়া লোকালয়টিকে ভাই ভগিনী সম্পর্কতে আবদ্ধ করিয়াছেন। সংস্কারের দ্বারা জগতের অস্তিত্ব আছে বলিয়া ইহাকে সংস্থিতি কহে।

একমেব দ্বিতীয়ং, তত্ত্বমসি, সোহং ও সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি যত প্রকার দর্শনের সার আছে সমস্ততেই **একের** অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে। এক ব্যতীত ঐক্য শব্দ নাই, ঐক্য ব্যতীত জাতি নাই, জাতি ব্যতীত শক্তি নাই, শক্তি ব্যতীত কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম ব্যতীত কর্ম্মিষ্ঠ নাই, কর্ম্মিষ্ঠ ব্যতীত অন্ন নাই, অন্ন ব্যতীত শরীর নাই, শরীর ব্যতীত আকার নাই আর আকার ব্যতীত নিরাকারের মীমাংসা নাই।

দেখুন, অবতার কি সুন্দররূপে লোকালয়কে প্রেমডোরে বাঁধিয়া দেন। যেমনি অবতার একটি প্রেমডোরে লোকালয়কে বাঁধিয়া দিলেন অমনি লোকালয়ের ভিতর ভক্তি আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অমনি ভজনা বা আরাধনা আরম্ভ হইল। যেমনি আরাধনা বা ভজনা চলিল, অমনি মানসিক ও কায়িক বল আসিল। যেমনি বল আসিল অমনি কর্ম্মিষ্ঠ হইল, যেমনি কর্ম্মিষ্ঠ হইল অমনি রাজচক্রবর্ত্তী আসিয়া শান্তি স্থাপন করিয়া অন্ন ও স্ত্রীলোকের রক্ষা করিতে থাকিলেন, যেমনি অন্ন ও স্ত্রীলোক ঠিক হইল অমনি ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও গুপ্তনীতি জুটিল, যেমনি কয়েকটি নীতি চলিল অমনি শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি ও বানিজ্য চলিল এবং যেমনি এই চারিটি চলিল অমনি বোলবোলা হইয়া সভ্য জগত বলিয়া কথিত হইল।

সভ্য জগতের লক্ষণ কি?

এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক প্রকার খাদ্য, এক রং, এক ভাষা, এক লিপি ও একটি রাজচক্রবর্ত্তী হয়। এখন দেখুন, একটি অবতার ব্যতীত অন্যগুলির অস্তিত্ব নাই।

দর্শন শাস্ত্রে **এক** সত্য, ধর্ম্মশাস্ত্রে এক অবতার সত্য, এবং লোকালয়ের শাস্ত্রে এক রাজচক্রবর্ত্তী সত্য এবং যদি এই তিনটি সত্য হয় তাহা হইলে সৎ হইল। এখন সতের গুণ কি ইহা জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক ও ধার্ম্মিক হইয়া জানুন এবং যদি জানিতে পারেন তাহা হইলে প্রকৃত ভক্ত হইতে পারেন।

লোকালয়ের ভিতর ভক্তি ব্যতীত মুক্তি নাই, কারণ বিশ্বাস না হইলে ভক্তি আইসে না, যদি আমি আছি ইহা বিশ্বাস করেন তাহা হইলে আমি আছি, নচেৎ আমি কোথায়, আবার যদি আমি আছি ইহা সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে তুমি আছ ইহাও সাব্যস্ত হয়, ফলত আমি ও তুমি এই দুইটি যদি সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ড সাব্যস্ত হয়, আবার যদি ব্রহ্মাণ্ডটি ঠিক হয়, তাহা হইলে সীমা ঠিক হয়, বাস্তবিক সীমাটি ঠিক হইলে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর মানব বলিয়া যে এক প্রকার জন্তু আছে ইহার সীমা কত দূর ইহাও ঠিক হয়।

সীমা ঠিক হইলে তখন মানবত্বটি ঠিক হয়। আবার মানবত্বটি কি ইহা যদি জানিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে পুস্তক পড়িলে বেশ জানিতে পারা যায় যে মানবত্বটি কি হয়। তবে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর এত পুস্তক আছে যদি সবগুলিকে পড়িতে হয় তাহা হইলে মানবের আয়ু কুলায় না, যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে মানবত্বটি কি ইহা জানিতে পারিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহা নয়। মানব সীমাতে আবদ্ধ আছেন ইহা যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে সীমাতে আসিলেই মানবত্ব কি ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মানবত্ব অবতারের মুখ নিঃসৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, বাস্তবিক যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে একটি অবতারকে গ্রহণ করিলে মানবত্বটি কি ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

যদি এই যুক্তিটি ঠিক হয় তাহা হইলে একটি অবতারকে গ্রহণ করা মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়।

অবতারকে ধরিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গের ফল-টিকে আস্তে আস্তে বেশ পাওয়া যায়, তবে নিষ্কাম হইয়া করিলে আরও ভাল, ইহা কথিত বাস্তবিক এ হেন অবতারকে ছাড়িয়া দেওয়া মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়। যদি কেহ অবতারকে ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে মানবত্বটি কি ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না। বোধচক্ষু যথেষ্ট আছেন কিন্তু দার্শনিক বিরল, পূজারু যথেষ্ট আছেন কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রী বিরল, বাস্তবিক অনিয়মধারী যথেন্ট আছেন কিন্তু ধার্ম্মিক বিরল; তজ্জন্য একটি অবতারকে গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হিন্দুস্থানের ভিতর যথেন্ট অবতার আছেন বটে কিন্তু কার্য্যে কিছুই নাই তবে Cast systemটি সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল ইহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে Cast systemটি তবুও হিন্দুস্থানবাসীদিগকে হিন্দু নামে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কত কে আসিল কত কি ঘটিল কিন্তু হিন্দু নামটি ঘুঁচিল না। দেখুন, এক Cast system এর দরুন তবুও হিন্দুস্থান বাসীগণ জগতের ভিতর হিন্দু বলিয়া কথিত হন; বাস্তবিক ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে যত প্রকার জাতি হিন্দুস্থানের ভিতর আছে, তত প্রকার বীজ হিন্দু-স্থানের ভিতর বিকীর্ণ হইয়াছে।

হিন্দু পদটি সংস্কৃত ভাষায় নাই কিন্তু সকল সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা হিন্দুস্থান বাসীর ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া থাকেন।

যখন পর্ব্বত বাসীরা পাহাড় হইতে নামিয়া হীরাটের সরস্বতী নদীর ধারে আসিয়া চাউনি গাড়িয়া ছিলেন তখন কি হিন্দুনাম ছিল? আবার যখন সরস্বতী হইতে দৃশ্বাবতীতে আসিয়া আড্ডা করিয়া ছিলেন তখন কি হিন্দু নাম ছিল? আবার তৎপরে যখন গঙ্গার ধারে আসিয়া বাসন্দে হইয়া চিহ্নের দরুন যোগ্যোপবীত ধারণ করিয়া ছিলেন, অর্থাৎ

ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের লাল ও বৈশ্যের হলুদে রং ব্যবহার হইয়া ছিল, তখনও উহাদিগকে কি হিন্দু বলিত ? অতএব সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি-গণ যদি অনুগ্রহ করিয়া হিন্দু শব্দের ব্যবহার কবে হইতে হইয়াছে ইহার উপর যদি একটি প্রবন্ধ লিখেন তবে হিন্দুস্থানবাসীর যথেষ্ট উপকার হয়।

আচ্ছা, সংহিতার সময় কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাহাদের উপাধি কি ছিল, যে কয়েকটি সংহিতা প্রণেতার নাম আছে তাহাদের নামের সংজ্ঞা ব্যতীত অন্য কোন উপাধি নাই অতএব ইহা যে ব্রাহ্মণের দ্বারা হইয়াছে ইহারই বা প্রমাণ কি ?

তবে শর্ম্মা বলিলে ব্রাহ্মণকে বুঝায় ইহা সংহিতার নিয়মানুসারে ঠিক। কত দিন হইল শর্ম্মা শব্দ ব্রাহ্মণের উপাধি হইয়াছে বোধ হয় যত দিন সংহিতা হইয়াছে, বিশেষত মনুসংহিতা। মনুসংহিতাতে তথাগতার নাম পাওয়া যায় এবং তথাগতার মুখ দর্শন করিতে নিষেধ আছে ও তথাগতাকে বাসের জন্য জমী দিতে নিষেধ আছে, ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে ইহা ব্রাহ্মণের কৃত শাস্ত্রবিক যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে মনুসংহিতা খানি কি প্রভু বুদ্ধদেবের পরে হয় ? না এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত।

মাধ্যমিক দর্শনের ভিতর ব্রাহ্মণ ও শর্ম্মণ শব্দ পাওয়া যায় কিন্তু পালি ভাষাতে শ্রমণ শব্দ আছে।

ব্রহ্মকে যিনি আরাধনা করেন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ কহে, এই জন্য বেদে বলিয়া গিয়াছে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণের ব্রত ইত্যাদি কর্ম্মকে ঘৃণা বা অবহেলা করে তাহার শরীরে যেন অগ্নিদাহ রোগ হয় আর তাহাকে যেন ব্রহ্মদ্বিশ কহে।

যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ শব্দ গ্রহণ করা আবশ্যক, যেমন শর্ম্মণ আপাতত ব্যবহার হইতেছে।

পূর্ব্বে কেহই শর্ম্মণ শব্দ ব্যবহার করিতেন না বরং ভট্ট বা আচার্য্য

ব্যবহার করিতেন যথা কুলুক ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য ও শায়নাচার্য্য ইত্যাদি।

পূর্ব্বে যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন তিনি সেই উপাধি ব্যবহার করিতেন যথা—রঘুনাথ শিরোমণি রঘুনন্দন স্মার্থবাগীশ ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ইত্যাদি।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় যে কয়েকটি রত্ন ছিলেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতার উপাধি পর্য্যন্ত ছিল না খালি সংজ্ঞা ছিল। যথা—কালিদাস বরাহমিহর সম্বু ইত্যাদি। দর্শন প্রণেতা দিগেরও সংজ্ঞা ব্যতীত অন্য কোন উপাধি নাই। যথা—কপিল পতঞ্জলি ব্যাস গৌতম কনাদ জৈমিনি ইত্যাদি। যে সব উপাধির দ্বারা এখন ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন যথা গাঙ্গুলি ইত্যাদি এই সব উপাধির অর্থ কি? এবং কত দিন ইহা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং কোন সংস্কৃত গ্রন্থে আছে। যদি কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অনুগ্রহ করিয়া ইহার রহস্য উদঘাটন করিয়া দেন, তাহা হইলে হিন্দুস্থান বাসী হিন্দুগণের যথেষ্ট উপকার ও জ্ঞান লাভ হয়।

একটি বিষ্ণু শর্ম্মা ব্যতীত আর কোন প্রসিদ্ধ পুরাতন পুস্তক লেখকের উপাধি শর্ম্মা পাওয়া যায় না।

পানিনি বরাহমিহির কল্‌হন ও চাণক্য পণ্ডিত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ছিলেন।

মনুসংহিতাতে দেব মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা করিবে ইহা কি আছে? অতএব এই প্রথাটিকে দেবল প্রথা বলিতে হয়। **Modern Brahmanism** দেবল প্রথা কি না? এবং উপাধি গুলি **modern** উপাধি কি না? শঙ্করাচার্য্য হিন্দুস্থানের অবস্থা দেখিয়া উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শন প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই হেতু চরিটি মঠে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু যে ব্যক্তি রামানুজের শিষ্য হইয়াছেন, রামানুজ তাহাকে যোগোপবীত দিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য রামানুজের মত

হিন্দুস্থানে চলিল না, বরং বল্লভাচার্য্যের মত প্রবল হইল, কারণ বল্লভাচার্য্যের দেবালয়ে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহই গদিতে বসিতে পারেন না।

রাজচক্রবর্ত্তী নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক দর্শন লিখিয়া গিয়াছেন, নাগার্জ্জুন এক জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন।

ইনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধকে এক করিবার দরুন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

হিন্দুস্থানের ভিতর এমন কেহ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, যিনি বলিতে পারেন কোন সংহিতা কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল এবং হিন্দুস্থানের কোন খণ্ডে ব্যবহার ছিল। যদি ইহা ঠিক না হয় তাহা হইলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া বাহাদুরি লইবার প্রয়োজন কি?

আচরনীয় ও অনাচরনীয় জাতি কত দিন হইয়াছে? ইহা কি কোন পণ্ডিত বলিতে পারেন, না ইহার নজির ও সন তারিখ দেখাইতে পারেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালার ভিতর শর্ম্মা বা উপাধ্যায়ের ব্যবহার ছিলনা যাহার যাহা উপাধি তিনি তাহাই ব্যবহার করিতেন। যথা রঘুনন্দন শিরোমণি, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রঘুনন্দন স্মার্থ ও মহাপ্রভু চৈতন্য এই কয়েক জন বঙ্গের লোকদিগকে সভ্য করিয়াছেন কিন্তু কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই।

বৈষ্ণবের সহিত শাক্তের আদান ও প্রদান চলিতেছে, নৈয়ায়িক হউক আর স্মার্থবাগীশ হউক আদান ও প্রদানের কোন ব্যাঘাত নাই, কিন্তু সকলকে দেবীবরের মতটিকে গ্রহণ করিতে হয়, কারণ ইহাতে উঁচু ও নীচু এই দুইটি প্রণালী আছে সেই হেতু পাল্‌টি ঘরের প্রথা আছে।

সকলেই হাম্‌বড়া হইতে চান তজ্জন্য কেহ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়িতে চাহেন না। এক জন কোটীপতি বা মহা বিদ্যান বা মহা মর্য্যাদাবিশিষ্ট হউক না কেন কিন্তু সে ব্যক্তিকে কুলীন শ্রেষ্ঠের নিকট মাথা হেট

করিতে হয়। কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিতে পারিলে তাহার সাইন বোর্ড হইয়া যায়, এহেন ইজ্জতকে কেহ কি ছাড়িয়া সমতা ও সহৃদয়তা করিতে চান ?

হিন্দুস্থানের ভিতর ব্রাহ্মণ কখনও দুর্ভিক্ষে বা স্ত্রীলোক বিহনে প্রপীড়িত হন না কারণ হিন্দুস্থানবাসীদের সংস্কার যে ব্রাহ্মণকে অন্ন ও রত্ন দিলে তাহার স্বর্গে বাস করিতে কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। ব্রাহ্মণদেরও সংস্কার যে আমরা অন্য সব জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু আমরা কাহাকেও প্রণাম করিব না কিন্তু অন্য সব জাতি আমাদিগকে প্রণাম করিবে, তবে আমরা অন্য সব জাতিকে আশীর্ব্বাদ করিব।

মানসিক বলই প্রকৃত বল হয়। ব্রাহ্মণদের ভিতর যত দিন এই সংস্কারটি থাকিবে যে আমরা অন্য সব জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত দিন ব্রাহ্মণেরা হিন্দুস্থানের হিন্দুদের ভিতর শ্রেষ্ঠ থাকিবেন, কিন্তু যে দিন হইতে হ্রাস হইতে সুরু হইবে সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব কমিতে থাকিবেক।

ব্রাহ্ম বা আর্য্য নারীদের ভিতর কলহ হইলে ব্রাহ্মণের মেয়েরা বলিয়া থাকেন—তুমি শূদ্রের মেয়ে, তুমি জাননা যে আমি ব্রহ্মণের মেয়ে। হিন্দু খ্রীশ্চানদের ভিতর ও এইরূপ বাদানুবাদ হয় ইহা শুনিয়াছি।

খ্রীশ্চান ও মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকেরা যদি ব্রাহ্মণকে খ্রীশ্চান বা মুসলমান করিতে পারেন তাহা হইলে তাহাদের মনে আনন্দ বেশী হয়। তবে একটি গল্প বলি শুনুন ঃ—

কোন সময়ে কোন একটি শূদ্র ব্রাহ্মণের মেয়েকে রাখিনী রাখিয়াছিলেন, দুই জনে কোন কারণ বশত ঝগড়া হয়, ইহাতে শূদ্রটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে পদাঘাত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের মেয়েটি সংস্কার গুণে বলিলেন, আমি রাখিনী হইয়াছি বলিয়া তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে

তুই শূদ্র হয়ে বামুনের মেয়েকে লাথী মারিস, তোর পা খসে যাবে, আর তোর হাড়ির দুর্দ্দশা হবে। শূদ্রটি তাহার আস্ফালন ও ব্রহ্মতেজ দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল, এমন সময়ে অন্য একটি লোক আসিয়া দুই জনের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া কিছুক্ষণ পরে লোকটি বলিল—মা লক্ষ্মী, তোমার রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিটিকে দেখিয়া ভয় পাই, তুমি ঘরের বাহিরে আইস না, সে যেমন বাহিরে আসিল অমনি এক ঘটি জল তাহার পায়ে ঢালিয়া দিল। মেয়েটি বলিল, দেখনা ভাই শূদ্র হয়ে আমাকে লাথী মারে। লোকটি বলিল, উটা শূদ্র তোমার মহিমা জানিবে কি।

যদি ব্রাহ্মণ কি সামগ্রী ইহা জানিত, তাহা হইলে কি এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে পারিত। তিন শত কাটা তোমাকে দিউক আর তোমার পাটিকে ধোয়াইয়া পাদোদক খাউক তাহা হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। আচ্ছা আমি গিয়া তাহাকে বলিতেছি। শূদ্রটির বুক ভয়ে ঢিপ্‌-ঢিপ্ করিতেছিল কারণ যেমনি বলিল অমনি সে স্বীকার করিল।

দেখুন ! মানসিক বল প্রকৃত বল কি না ? ব্রাহ্মণেরা হিন্দুস্থানের ভিতর অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন ইহার কারণ আর কিছুই নয় খালি উহারা অন্য জাতিকে নীচ বলিয়া জানেন, এবং বাস্তবিক উহারা মানেতে, বুদ্ধিতে, বিদ্যাতে, রূপেতে ও ছলেতে অন্য সব হিন্দু জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন, কারণ ব্রাহ্মণেরা মস্তিস্কের কার্য্য বহু দিন ধরিয়া বংশ পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন।

যিনি যে কার্য্য বংশাবলিক্রমে করিয়া আইসেন অন্যে সহজে তাহাকে হটাইয়া দিতে পারেন না যদি দু চারিটিকে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, সেটা মহা ভুল। তবে প্রত্যক্ষ দেখুন :—

বাঙ্গালা দেশের ধনী, মানী, গুণী ও গভার্ণমেণ্টের পদ মর্য্যাদা বিশিষ্ট কর্ম্মচারীগণের তালিকা লউন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে ব্রাহ্মণ অন্য সব জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না ? তবুও ব্রাহ্মণ জাতি অন্য হিন্দু জাতি অপেক্ষা বহু পরে ইংরাজী ভাষা শিখিতে সুরু করিয়া

ছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণেরা অন্য সব হিন্দু জাতির সহিত Competition দিতেছেন, আর এক শত বৎসরের ভিতর ব্রাহ্মণেরা সমস্ত জমীর জমীদার হইবেন ও গভার্ণমেণ্টের যত কিছু উচ্চ চাকরী ও খেতাব আছে ও অন্যান্য ব্যবসা আছে ব্রাহ্মণেরা সব একচেটে করিয়া দখল করিয়া বসিবেন ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

ব্রাহ্মণদের ভিতর বিদ্যা শিখিতে যত সুবিধা আছে এত অন্য হিন্দু জাতির ভিতর নাই। ইহার উপর ব্রাহ্মণদের মানসিক বল যত আছে সেইরূপ অন্য হিন্দু জাতির ভিতর নাই এবং ইহার উপর উহাদের ভিতর যত একতা ও সহানুভূতি আছে তত অন্য হিন্দু জাতির ভিতর নাই। কিন্তু অন্য সব গুলির অপেক্ষা বেশী গুণ এই যে নিজের জাতির ভিতর কেহ বড় হইলে হিংসা করেন না বরং যাহাতে তিনি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বড় হন ইহা সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ কখনও অন্য ব্রাহ্মণকে ঠকান না। এই সব গুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের inborn faculty হয়।

আর শূদ্রের লক্ষণ উহার ঠিক বিপরীত সেই হেতু শূদ্রের ভিতর কেহই বড় হন না; যদি কাহারও উপক্রম ঘটে সকল শূদ্রে মিলিয়া তাহাকে শেষ করিয়া দেন। আর যদিও হয় অন্য কেহই তাহাকে মর্য্যাদা দিবেন না। তবে হাত রগড়ান Courtsey বা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিলে যদি কিছু হয়, সেও ব্রাহ্মণেরা অনুগ্রহ না করিলে সাধারণ জনের নিকট মর্য্যাদা পাওয়া অসম্ভাবনীয়।

শূদ্রকে শূদ্র সাহায্য করিলে সে প্রথমে উপকারকের অনিষ্ট করিবেন, পাছে তাহার ভুর ভাঙ্গিয়া যায়, কারণ শূদ্রদের মন প্রশস্ত নয়। শূদ্র শূদ্রকে বিশ্বাস করিলে সে সুবিধা পাইলেই শূদ্রকে ঠকাইয়া নিজে মস্ত বুদ্ধিমান বলিয়া থাকেন। তজ্জন্য ব্রাহ্মণে ও শূদ্রতে তফাত কি যদি ইহা হইতে বুঝিতে পারেন তাহা হইলেই যথেষ্ট।

শূদ্রের ভিতর যত প্রকার জাতির শ্রেণী আছে তত ব্রাহ্মণদের

ভিতর নাই, ব্রাহ্মণ সকলেই এক জাতি হন, কিন্তু সকল শূদ্র এক জাতি হন না।

ব্রহ্মণার সময় হইতে সংহিতা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদের বল বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আবার পুরাণের সময় দেবলের বল বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সময় শ্রমণের বল বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাজচক্রবর্ত্তী নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক দর্শনের দ্বারা দুইটি দলকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে এক করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া ছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজচক্রবর্ত্তী কনিষ্কের সম্মিলনীর সময় প্রভূ বুদ্ধের ও দেবতা শিবের ও দেবতা আদিত্যের মূর্ত্তি রাখিয়া তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। ভুবি ভুলিবার নয়, যদিও ব্রাহ্মণের অবস্থা নাগরদোল্লার মত ঘুরিতেছিল।

প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ বৈদিক সময়ে সকলেই সমান ছিলেন, পরে ব্রহ্মণার সময় দুই দল হইয়া যায়। তৎপরে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিপ্লব। তৎপরে যাজ্ঞবল্কের বিপ্লব। তৎপরে প্রভূ বুদ্ধের, ইহার পর কুমারিল ভট্টের এবং তৎপরে শঙ্করাচার্য্যের ও ব্যোপদেবের বিপ্লব। ইহার পর মুসলমানদের বিপ্লব, তৎপরে খ্রীশ্চানদের সামঞ্জস্য অবস্থাতে ব্রাহ্মণদের বল বৃদ্ধি পাইতেছে, তবে একশত বৎসর পরে এককেচেটে হইয়া যাইবে। দেখুন, মানসিক বল অপেক্ষা-বল নাই।

ব্রাহ্মণেরা হিন্দুস্থানবাসী অন্যান্য হিন্দুদের ভিতর এই মানসিক বলের সংস্কার দিবার কারণ কোন হিন্দুজাতি অন্য একটি নূতন প্রণালীতে যাইতে ইচ্ছা করেন না, ইহার কারণ অন্য কিছুই নয় খালি হাম্‌বড়া। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক হিন্দুজাতীর ভিতর আমি বড় তুমি ছোট আছে, এই হেতু তাহারা কেন একটি নূতন প্রণালী গ্রহণ করিতে পারেন না, যাহাতে সকলে এক হইয়া ভাই ভগিনী হইয়া যায়।

স্বাভাবিক নিয়ম ইহাই হইতেছে যে আমাকে সকলে গড় করুক আমি কাহাকেও করিব না, তবে যদি করি, তাহা হইলে আমার শ্রেষ্ঠকে করিব। অন্যকে নমস্কার পর্য্যন্ত করিব না বরং আশীর্ব্বাদ করিব।

প্রভূ বুদ্ধ যাহাতে সকলার ভিতর ভাই ভগিনী সম্বন্ধ ঘটে ইহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যিনি ইচ্ছা করিবেন তিনি বৌদ্ধ হইতে পারিবেন বাস্তবিক কেহই ছোট বা বড় হইতে পারিবেন না; তবে গুণোচিত মর্য্যাদা দিতে পরস্পরে বাধ্য।

প্রথমে শাক্যসিংহ ছিলেন এবং শিষ্যেরা প্রভূ বুদ্ধকে গুণোচিত মর্য্যাদা দিয়া ছিলেন। তৎপরে প্রভূ বুদ্ধ দেবতার উপর উঠিলেন এবং শিষ্যেরা প্রভূ বুদ্ধের মূর্ত্তি করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুর দশ অবতারের ভিতর একটি অবতার বলিয়া পূজা করিতে থাকিলেন। কালক্রমে প্রভূ বুদ্ধের নাম পর্য্যন্ত হিন্দুস্থান হইতে লোপ হইয়া গেল।

প্রভূ বুদ্ধ হিন্দুস্থানের ভিতর প্রথম **proselytism**ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহাঁতে প্রকাশ পায় যে প্রভূ বুদ্ধ হিন্দুস্থানের বীজ নন,তবে প্রভূ বুদ্ধের পূর্ব্ব পুরুষ হিন্দুস্থানে বাস করিয়াছিলেন ইহা হইতে পারে। যদি প্রভূ বুদ্ধদেবের শিষ্যেরা অনুগ্রহ করিয়া প্রভূ বুদ্ধের পূর্ব্বপুরুষের বংশাবলী দেন তাহা হইলে হিন্দুস্থানবাসীর যথেষ্ট উপকার হয়।

প্রভূ বুদ্ধ যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, প্রভূ বুদ্ধের শিষ্যেরা তাহা সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন সেই হেতু প্রভু বুদ্ধ হিন্দুস্থানে নানা প্রকার ধর্ম্মের ভিতর ঢুকিয়া গিয়া মিশিয়া গিয়াছেন। তবে প্রভূ বুদ্ধকে যদি বুদ্ধ ঘোষ পালি ভাষায় না লিখিতেন তাহা হইলে প্রভূ বুদ্ধকে খুজিয়া পাওয়া ভার হইত।

পল্লী ভাষাকে পালি ভাষা কহে যদি ইহা ঠিক হয়, তবে কোন পল্লীর ভাষা পালি ভাষা হয়, যদি পালি ভাষাজ্ঞেরা অনুগ্রহ করিয়া **Fact and figure** সমেত দেখাইয়া দেন তাহা হইতে হিন্দুস্থান বাসীর যথেষ্ট উপকার হয়।

যত সংস্কৃত পুস্তক আছে ইহা সমস্তই ব্রাহ্মণের কৃত বলিয়া কথিত, কিন্তু উত্তর বৌদ্ধেরা সমস্ত পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন,

আর দক্ষিণ বৌদ্ধেরা পালিভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। তির্ব্বত ও সিংহলে এখনও যথেষ্ট আছে যদি পুরাতত্ত্ববিদেরা অনুগ্রহ করিয়া বৌদ্ধদের ও ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত পুস্তকের এক একটি তালিকা দেন তাহা হইলে হিন্দুস্থানবাসীর যথেষ্ট উপকার হয়।

প্রভূ বুদ্ধ এক সময়ে কাস্পিয়ানহ্রদ হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত ছিলেন, আর কাশ্মীর হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের হুদ্দা খালি হিন্দুস্থানটি হয়। প্রায় এক হাজার বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানের ভিতর প্রায় ছয় বা আট কোটী মুসলমান হইয়াছে, আর চারি শত বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ খ্রীশ্চানের সংখ্যা হইয়াছে ও প্রায় পাঁচ লক্ষ শিকের সংখ্যা হইয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে হিন্দুস্থানের ভিতর আর বৌদ্ধের সংখ্যা আদৌ নাই।

এইটি ভাল কি মন্দ ইহা অন্যের বিবেচ্য।

হিন্দুস্থানের ভিতর আপাতত হিন্দুদের চণ্ডী ও পুরাণের ব্যবহার যথেষ্ট আছে, আর প্রভূ যিশুখ্রীষ্টের বাইবেল আছে আর মহম্মদের কোরাণ আছে আর প্রভূ নানকের গ্রন্থ আছে। পৃথিবীর ভিতর তিনটি প্রধান অবতার আছেন। প্রভূ যীশুখ্রীষ্ট, প্রভূ বুদ্ধ ও প্রভূ মহম্মদ।

দেখুন একটি অবতারকে গ্রহণ না করিলে ভাই ভগিনী সুখাদ হয় না ফলত ভাই ভগিনী সুবাদ পাতাইতে হইলে একটি অবতারকে গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হিন্দুস্থানের ভিতর ভাষা ও বচনের অভাব ঘটেনা বটে কিন্তু হিন্দুস্থানবাসীরা ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। জলযানকে বাঁধিতে হইলে নঙ্গরের আবশ্যক হয় সেইরূপ লোকালয়কে এক প্রেমডোরে বাঁধিতে হইলে অবতারের প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য একটি অবতারকে গ্রহণ করা মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়।

বিষয়ের মূল নাই,' ইহা মূল প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে ওতঃপ্রোত অথবা কার্য্য কারণ লইয়া বিষয় চলিতেছে, তজ্জন্য যে কার্য্যের যে

কারণ হয় সেইটিই তাহার মূল হয়, এবং এই মূলটিকে লইয়া দার্শনিকেরা সংজ্ঞার দ্বারা মূল করিয়া থাকেন। বাস্তবিক মূল নাই, তজ্জন্য দার্শনিকেরা অনাদি ব্রহ্ম অপার অনন্ত দৃষ্টান্তরহিত অজানিত মনের অগোচর ও **এক** সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞা বিশিষ্ঠ হন।

যাহার আদি আছে তাহার মূল আছে, অতএব যাহা অনাদি তাহার মূল নাই, বাস্তবিক অবতারের আদি আছে তাই মূল আছে।

অবতার লোকালয়ের বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দেন, ইহার কারণ লোকালয়েরা অবতারকে পতিতপাবন কহিয়া থাকেন।

দার্শনিকেরা স্বাভাবিক গুণের বিচার করিয়া থাকেন তজ্জন্য উহাদিগকে তার্কিক কহে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করিয়া থাকেন তজ্জন্য উহাদিগকে বিশিষ্ট বাদী বা বিজ্ঞান বাদী কহে।

বিশেষ্য না হইলে বৈশেষিক দর্শন হয় না বাস্তবিক বিশেষ্য না হইলে গুণ হয় না, গুণ না হইলে ক্রিয়া হয় না আর ক্রিয়া না হইলে ফল হয় না, দেখুন পূর্ব্ববৎ দার্শনিকদিগের ফল বাচনিক, কিন্তু পরবৎ বৈজ্ঞানিকদিগের ফল প্রত্যক্ষ, সেই হেতু পূর্ব্ববৎ দর্শন অপ্রত্যক্ষ লইয়া ফেরে, আর পরবৎ দর্শন প্রত্যক্ষ লইয়া চলে। কিন্তু অবতার ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও গুপ্তনীতিটিকে লোকালয়ের ভিতর নিজের কর্ম্মের দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেন, এবং ইহার রক্ষক রাজচক্রবর্ত্তী হন, সেই হেতু রাজচক্রবর্ত্তীকে ধর্ম্মাবতার কহে। দেখুন অবতারের প্রতি ভক্তি না আসিলে রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আইসে না। বিশ্বাস না করিলে ধর্ম্ম হয় না। অবতারের প্রতি বিশ্বাস করুন তাহা হইলেই ধার্ম্মিক ও রাজভক্ত হইতে পারেন?

ধর্ম্মকে কোন ব্যক্তি রক্ষা করেন।

রাজচক্রবর্ত্তী,—অতএব রাজভক্ত হওয়া মানবের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়।

যে দেশে রাজভক্তি নাই সে দেশের ভিতর উন্নতি নাই। সূর্য্যগ্রহ

যেরূপ জগতের মঙ্গলের দরুন চব্বিশ ঘণ্টা কার্য্য করিতেছেন, সেইরূপ রাজচক্রবর্ত্তী লোকালয়ের মঙ্গলের দরুন চব্বিশ ঘণ্টা কার্য্য করিতেছেন।

যখন লোকালয়েরা পরিশ্রমের পর নিদ্রা যান তখন রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ লক্ষ চক্ষুর দ্বারা প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেছেন।

রাজচক্রবর্ত্তী প্রকৃত পিতা হন, কারণ লোকালয়ের ভিতর শান্তি স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গকে বিদ্যা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। অন্য পিতা খালি জন্ম দিয়া থাকেন সেই হেতু তাহাকে জন্মদাতা পিতা কহে, এহেন রাজচক্রবর্ত্তীকে যিনি অকপট হৃদয়ে ভক্তি না করেন তাহার মানব জন্ম বৃথা, অর্থাৎ তাহাকে মানবাকার পশু বলা যাইতে পারে। লোকালয়ে থাকিতে হইলে অবতার ও রাজচক্রবর্ত্তীর ভক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। জয় জয় অবতারের জয়! জয় জয় নোবল ব্রীটনের জয়।
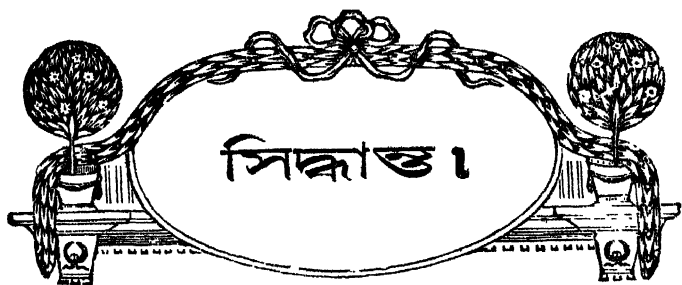
হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! উঠুন, আর নিদ্রা যাইবেন না, ঐ দেখুন পূর্ব্বদিকে মিত্র উদয় হইতেছে, আহা ! কি সুন্দর বরণ ও গঠন একবার চক্ষু মেলিয়া দেখুন। মিত্রের আবির্ভাবে উষার তিরোভাব, ইহাকেই কি উষাহরণ কহে ? বাস্তব পক্ষে উষাহরণ হইতে পারে না, স্পর্শ না হইলে হরণ হয় না, তজ্জন্য রাবণের দ্বারা সীতা হরণের ব্যাপারটি যুক্তি সিদ্ধ নয়। যখন লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতার প্রতি আসক্ত হইয়া স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি লঙ্কেশ্বরী মন্দোদরী রাবণকে ঋষির শাপটিকে স্মরণ করিয়া দিতেছেন, "স্পর্শ মাত্রে রূপান্তর, সাবধান সাবধান" তবে মায়াসীতাকে যে লঙ্কেশ্বর রাবণ হরণ করিয়া ছিলেন ইহাই ঠিক।

সৎ কখনও অসৎ হইতে পারে না এবং অন্ধকার কখনও আলোক হইতে পারে না ফলত সতী কখনও অসতী হইতে পারে না, তবে গ্রহ গুণে যদি স্পর্শের উপক্রম ঘটে অমনি তিরোভাব প্রসিদ্ধ।

মিত্রের আগমনে সমস্ত নিশাচর যে যার স্থানে হঠিয়া হঠিয়া যাইতেছে, আর সমস্ত দিবাচর অগ্রসর হইতেছে। অগ্রসর ও পশ্চাৎপদ কি অপরূপ দৃশ্য ইহা দেখিলেও প্রাণের ভিতর আনন্দ আইসে। মিত্র

মিত্রতা করিতে যাইতেছে কিন্তু ঊষা পশ্চাদ্‌পাদ হইয়া হঠিতেছে। হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! দেখুন, কি প্রকার স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের দ্বারা ঘূর্ণায়মান জগতে অবিরত অন্ধকার ও আলোক ঘুরিতেছে। বাস্তবিক ইহাই কি প্রাতঃসন্ধ্যার সময় হয়? যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে ইহাকে নূতন জন্ম কহা যাইতে পারে।

বিপরীত বিষয়ে সন্ধি নাই বাস্তবিক আলোকের সহিত অন্ধকারের সন্ধি নাই, তবে উপক্রম ঘটে বটে কিন্তু যদি হয়, তৃতীয় অন্য একটি নূতন বিষয়ের জন্ম হয়, তজ্জন্য এই ঘটনাটিকে ব্রাহ্ম মূহূর্ত্ত কহে।

উপনিষতের ভিতর ব্রহ্ম আদি পুরুষ বলিয়া কথিত, সেই হেতু ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। বাস্তবিক যাহারা ব্রহ্মণার নিয়মের দ্বারা দেবতাকে আরাধনা করিয়া ছিলেন তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। সে ব্রাহ্মণ কই—তাহারা তো মূর্ত্তিপূজা করেন নাই কিন্তু ব্রহ্মণের নিয়মের দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেবতাকে আরাধনা করিয়াছিলেন।

যাহারা মূর্ত্তিপূজা করিয়া ব্যবসা করেন তাহাদিগকে দেবল কহে, তজ্জন্য ইহাকে দেবল প্রথা কহে।

ব্রাহ্মণের পক্ষে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করা ও সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করা ও শূদ্রের নিকট হইতে দান গ্রহণ করা ও জমিদার হইবার ব্যবসাটিকে অবলম্বন করা গর্হিত। বাস্তবিক যদি এই সব গুলি ঠিক হয় তাহা হইলে মহা গোলযোগের ব্যাপার ঘটে কিন্তু তাহা নয়। দেবল, বরাহমিহির ও বৃহস্পতি বলিয়া গিয়াছেন,—দেশাচারকে ধরিয়া কার্য্য করা সঙ্গত, যদি এইটি ঠিক হয় তাহা হইলে দেশাচারকে ধরিয়া কার্য্য করিলে কোন দোষ ঘটে না বটে, তবে যদি খালি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বুলি লইয়া বোলবোলাটিকে বজায় রাখা হয় তাহা হইলে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক ঘটে, কারণ নানা মুনির নানা মত হিন্দুস্থানের ভিতর আছে। একটি শ্লোক আওড়াইলে সেটির বিপরীত শ্লোক আওড়াইতে কোন কষ্ট ঘটে না।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! একবার চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখুন, কেমন আনন্দময়ী ঋষি ও মুনির ষোড়শী কুমারীরা গর্গরী লইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে গোষ্ঠে যাইতেছেন। ঐ দেখুন, আধা যুবতীরা হাতে পুষ্পের ঝারির সঙ্গে লগা লইয়া পুষ্পচয়ন করিতে যাইতেছেন। ঐ দেখুন, ভর যুবতীরা কেমন অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অরুণিদ্বয়কে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেছেন। ঐ দেখুন, ঋষি ও মুনির কুমারেরা ও পুঁচ্‌কে জ্যোতির্ম্ময়ী শশীকলারা পঞ্চম স্বরে পাঠাভ্যাস করিতেছেন। ঐ দেখুন, কর্ত্তৃঠাকুরাণীরা হোমকাষ্ঠ গুলিকে সাজাইয়া যুপ প্রস্তুত করিয়া তিনটি অগ্নি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ দেখুন, ষোড়শী ও আধা যুবতীরা দুগ্ধ, পুষ্প ও হোমকাষ্ঠ লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন। ঐ দেখুন, ঋষি ও মুনিরা নদীতে স্নানান্তে নিমীলিত নয়নে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া উন্মিলীত নয়নে অর্য্যমার স্তব করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে আসিতেছেন, বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আশ্রমের ভিতর সমস্ত কুমার, কুমারী, আধা যুবতী, ভর যুবতী ও কর্ত্তৃঠাকুরাণীরা সকলে হোমাগ্নিকে ঘেরিয়া কর্ত্তার আসা প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তথায় কেহ খেঁদী, পেঁচী ও কালুটী নাই বরং সকলেই উচ্চনাকী, পটলচেরা আঁখি ও ধবধপে নিখুঁত সুন্দরী। আহা মরিমরি কি সুন্দর বয়োজেষ্ঠের মর্য্যাদা, দেখিলেও প্রাণ জুড়ায়— যেমনি কর্ত্তা আশ্রমে ঢুকিয়া বরাবর হোমাগ্নির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি সকলে আসন ছাড়িয়া দাঁড়িয়া উঠিলেন। আবার যখন পাদ ধৌতের পর নিজ স্থানে বসিয়া অগ্নির স্তব সুরু করিবার উপক্রম করিলেন, অমনি সকলে নিজের নিজের স্থানে বসিয়া কর্ত্তার সহিত গলার স্বরটি মিশাইয়া দিয়া এক স্বরে ও মাত্রায় কখন বা নাদে কখন বা মধ্যমে ও কখন বা নিখাদে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া হোমাগ্নিতে ঘৃতাহুতি সকলে মিলিয়া দিতে থাকিলেন, বাস্তব পক্ষে আশ্রমটি প্রকৃত শান্তি আশ্রম হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ঐ দেখুন, নগরে বিদ্যানেরা চশমা চোখে লাগাইয়া তোমামোদের সহিত নামের ইস্তাহার দিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছেন। ঐ দেখুন, ফক্কড় বাবুরা নাদনা ঘাড়ে করিয়া পোকা মাকড় ধরিবার জন্য হোচট খাইতে খাইতে পোকা মাকড়ের পিছনে ধাইতেছেন। ঐ দেখুন, নব্য যুবকেরা আলষ্টার পিনিয়া মুখে চুরুট লাগাইয়া গঙ্গার ধারে বয়াতে কি প্রকারে জাহজ গুলি বাঁধা আছে এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ঐ দেখুন, কারবারী লোকেরা বাটীতে কারবারের উন্নতির দরুন ও নামের ইস্তাহারের দরুন চায়ের মজলিস চলিতেছে। ঐ দেখুন, রাস্তার আলোগুলিকে বোদাম টিপিয়া কেমন সহজে নিবাইতেছে। ঐ দেখুন, ময়লা ফেলা গাড়ী হড়হড় শব্দ করিয়া যাইতেছে। ঐ দেখুন, গোলাঝাড়ুনি ও মামুনিরা কুলা বগলে করিয়া কিচিড় মিচিড় করিতে করিতে রাস্তায় যাইতেছে। ঐ দেখুন, নিশাচর বাবুরা গাড়ীর দরজা আধা টানিয়া ঝিমতে ঝিমতে গৃহে আসিতেছে, কিন্তু মিত্র সকলকার সহিত মিত্রতা পাতাইবার দরুন উঁকি মারিয়া উপরে উঠিতেছে। আহা মরি মরি কি সুন্দর দৃশ্য দেখিলেও প্রাণ জুড়ায়। . . . .

ব্রাহ্ম মুহুর্ত্তের সমীরণটি কি সুন্দর স্বাস্থ্যকর, মনোরম্য ও স্নিগ্ধকর, এই জন্য বোধ হয় ইহাকে বীর বাতাস কহে। ঐ দেখুন, সেয়ানা খোকারা কেমন মায়ের মাইটি ধরিয়া চুক চুক করিয়া দুধ খাইতেছে, বাস্তবিক যাহারা বলবান হয় তাহারা সকলেই স্বাভাবিক নিয়টিকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যাহারা ক্ষীণ তাহারা ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত কি ইহা আদৌ জানেন না।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! পরিবর্ত্তনশীল জগতটি হয় সেই হেতু লোকালয়ের ভিতর পরিবর্ত্তনটি নূতন জন্ম বলিয়া কথিত। সুবিধাযোগকে পিছলাইতে দেওয়া মানবের কর্ত্তব্য নয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া নূতন জন্মের

দৃশ্যটি দেখুন, কেননা এবংপ্রকার দৃশ্য আর সাংসারিক নিয়মের ভিতর দ্বিতীয় নাই, সেই হেতু ঋষি ও মুনিরা মুগ্ধ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া থাকেন, কারণ এই সময়টিকে নূতন জন্ম কহে। নূতন জন্মটি অন্য কিছুই নয় খালি পরিবর্ত্তন ফলত পরিবর্ত্তনটি দৃশ্য জগরের গর্ভি হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! যখন পাহাড়ীরা উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন ভূমিতে নামিয়াছিলেন তখন উহাদের কি নাম ছিল? বোধ হয় অসভ্য ছিল। আবার যখন নিম্ন ভূমির ভুস্বামী হইয়া পশু চরাইয়া বেড়াইয়া নূতন জন্ম লইয়া পশমিনা বস্ত্রে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া ছিলেন,তখনই বা উহাদের নাম কি ছিল? বোধ হয় আধা অসভ্য ছিল। আবার যখন জয় করিতে করিতে হীরাটের সরস্বতী নদীর ধারে আসিয়া ছিলেন, তখনই বা উহাদের নাম কি ছিল? বোধ হয় নূতন জন্ম লইয়া সভ্য বনিয়া ছিলেন। দেখুন, কত বার নূতন জন্ম হহতেছে অর্থাৎ আস্তে আস্তে কি সুন্দররূপে পরিবর্ত্তন হইতেছে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! শ্বেত ও হল্‌দেদের মিলন কোথায় হইয়া ছিল? বোধ হয় সরস্বতী নদীর ধারে হইয়াছিল। বাস্তবিক, ইহা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে লেখা পড়ার জন্য হিন্দুস্থানবাসীরা যে সরস্বতীকে পূজা করিয়া থাকেন ইহা ঠিক, কারণ আর্য্যেরা প্রথম হিন্দুস্থানে আর্য্য ভাষা প্রচার করিয়া ছিলেন এবং আর্য্য ভাষায় প্রথম আপনি অনাদি বেদ উদ্ভব হইয়া ছিল। যদি ইহা প্রকৃত ঠিক হয় তাহা হইলে সে বেদ কই? আপাতত মহামুনি বেদব্যাসের সংগ্রহ যে বেদ অর্থাৎ ত্রয়ী আছে তাহাতে অনেক গুলি নাম আছে, এবং যে সব নাম গুলি পাওয়া যায় তাহারা অল্প দিনের লোক বলিয়া বোধ হয়, তবে কি ইহা প্রক্ষিপ্ত, না বেদ সংগ্রহকার উহাদের অনেক পরে হন, বাস্তবিক যদি, সংগ্রহকার উহাদের অনেক পরে হন, তাহা হইলে বহু কাল ধরিয়া আছে ইহা ঠিক, কেন না উহারা যাহা শুনিয়া ছিলেন সেই গুলিকে

উহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কারণ বেদকে শ্রুতি কহে অতএব বেদ যে অনাদি ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! এক বার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন কি সুন্দররূপে বরাবর নূতন জন্ম হইতেছে, অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হইতেছে। যখন সরস্বতী হইতে তুলাভরা জামা পরিয়া দৃশ্ববতীতে আর্য্যেরা জয় করিতে করিতে আসিয়া ছিলেন তখন শ্বেত হল্‌দে ও লাল এক হইয়া গিয়াছিলেন, সেই হেতু তিন বর্ণের বল এক হওয়াতে দস্যু দিগকে আর্যেরা অনায়াসে নিপাত করিতে পারিয়া ছিলেন। পূর্ব্বে আর্য্যেরা দস্যুর ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার দরুন মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেবতাদিগকে আরাধনা করিতেন, কিন্তু এখন আর্য্যদের অতিবিস্তৃত রাজত্ব হওয়াতে অর্থাৎ হিন্দুকুশ বা ককেসস্‌ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত রাজত্ব হওয়াতে দস্যুরা আর্য্যদিগকে উপাসনা করিতে লাগিলেন।

দয়াময়ের নাগরদোল্লার খেলা কি অদ্ভুত ব্যাপার হয়, এক বার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দয়াময়কে ডাকুন।

এইবার বোধ হয় ব্রহ্মণার পালা পড়িল।

বাস্তবিক যাহারা ব্রহ্মণার কার্য্য করিতে থাকিলেন তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইলেন। আর যাহারা রাজ্য ও দেশ রক্ষা করিতে থাকিলেন তাহার ক্ষত্রিয় হইলেন আর যাহারা ব্যবসা করিতে থাকিলেন তাহারা বৈশ্য হইলেন; কাজেকাজেই দস্যুরা শূদ্র হইলেন—কেননা পরাজয় স্বীকার করিলেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! আবার যখন আর্য্যেরা সটান গঙ্গাধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ক্ষত্রিয়ের অর্থাৎ লালের বল প্রবল হওয়াতে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়দের যথেষ্ট যুদ্ধ হইয়া ছিল। এক বার ক্ষত্রিয়ের বল প্রবল হইত আবার এক বার ব্রাহ্মণের বল প্রবল হইত। বহুকাল এই প্রকার যুদ্ধের পর অবশেষে ক্ষত্রিয়ের বল প্রবল

হইল। বোধ হয় এই সময় হইতে দেবল প্রথার প্রচলন হইল, কারণ প্রভূ রামচন্দ্রকে ব্রাহ্মণেরা অবতার বলিয়া পূজা করিতেন। দশ অবতারের ভিতর প্রভূ রামচন্দ্র একটি অবতার বলিয়া কথিত হন কত দূর, সত্য ইহা বলা অসম্ভাবনীয়, তবে ঋষি দেবল হইতে যে দেবল প্রথা হইয়াছে ইহা খুব ঠিক, যাহা হউক ধর্ম্ম কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর রহিল। আবার যখন উপনিষতের চক্রে ব্রহ্মাণ্ডটি নাগরদোল্লার মত ঘুরিতে লাগিল তখন যথেষ্ট ব্যভিচার দোষ আসিয়া জুটিল এবং চতুর্ব্বর্ণের সংঘটনে নানা বর্ণের উৎপত্তি হইল।

বাস্তবিক বর্ণশঙ্কর দোষটি গোপনে বা প্রকাশ্যে ঘটিলে বলের সহিত মতির গোলমাল হয় বটে সেই হেতু বর্ণশঙ্কর দোষটি সামাজিক নিয়মে ঘৃণ্য, যদিও বর্ণশঙ্কর জাতিরা মাতার বর্ণ গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে। এক ফোটা নির্ম্মল জলে তৈল পড়িলে সমস্ত জলের উপ্বরটি তৈলবৎ হইয়া যায়।

বর্ণশঙ্কর ব্যতীত জাতির উৎপত্তি নাই; কারণ কার্য্য ও কারণ লইয়া পরিবর্ত্তনশীল জগতটি চলিতেছে, তবে নূতন জন্ম দিয়া পূর্ব্বের প্রথাটিকে ভাঙ্গিয়া একটি গড়িতে পারিলে সেইটি প্রবল হইতে পারে যদি অন্য সকলে গ্রহণ করেন নচেৎ ঘৃণ্য। প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াও পুনঃ প্রকৃতি হয়।

মূল প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে বিষয়ের মূল নাই, বাস্তবিক যদি মূল না থাকে তাহা হইলে সব মিথ্যা হইয়া যায়, কিন্তু তাহা নয়। যে যার কারণ সে তার মূল হয়, যেমন জগতে পিতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধ। **এক** আনিলেই সর্ব্বনাশ। অবতার আনিলে কতকটা বাঁচোয়া কিন্তু জন্মদাতা পিতাকে আনিলে সব পরিষ্কার।

স্থূল বাদীরা অনু অবধি যাইলেন কিন্তু সূক্ষ্ম বাদীরা বলিলেন—অনুর মূল কি?

স্থূল বাদীরা বলিলেন—মানবের অনধিগম্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বুদ্ধিতে আর কুলায় না।

সূক্ষ্ম বাদীরা বলিলেন—আপনাদের বুদ্ধি না কুলাইতে পারে, ইহা বলিয়া আমরা অনু যে মূল হয় ইহা স্বীকার করিতে পারি না, যদি মূলের মূল কি ? ইহা না বলিতে পারেন তাহা হইলে অনু যে মূল হয় ইহা অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ বাজে কথা।

সূক্ষ্ম বাদীরা ফাঁকি কাটিয়া স্থূল বাদীকে ফাঁকি দিলেন বটে কিন্তু সূক্ষ্ম বাদীরা বাস্তবিক ফাঁকিতে পড়িলেন, কারণ সূক্ষ্ম বাদীরা সংজ্ঞা ধরিয়া সংজ্ঞা পাইলেন। দেখুন, দুইটি দর্শনের খোঁটা এক, তবে তর্কতে তোমার খোঁটা তোমার, আর আমার খোঁটা আমার। মোট কথা খোঁটা বা মূল এক হয়। তবে নৌকার উপর গাড়ী বা গাড়ীর উপর নৌকা কিন্তু যাহারা সামঞ্জস্য প্রথাটিকে অবলম্বন করিয়া জগতে চলেন তাহারা বিষয়ের অবস্থাটিকে মূল কহে, কারণ অবস্থাভেদে গুণ ভেদ হয়, সেই হেতু ওতঃপ্রোত ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ফাঁকি কাটিতে পারা যায় না।

লোকালয়ের ভিতর মাঝামাঝি অর্থাৎ Toleration দর্শনটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ কর্ম্মোপযোগী।

যেটি কর্ম্মোপযোগী সেটি বিজ্ঞান হয়, তজ্জন্য বিজ্ঞান বাদীরা ফাঁকির কথার কেল্লা প্রস্তুত করেন না। বিজ্ঞান বাদীরা যাহা প্রত্যক্ষ ও কর্ম্মোপযোগী সেটিকে গ্রহণ করিয়া মাথা ঘামান, সেই হেতু বিজ্ঞান বাদীরা লোকালয়ের উপকারক হন। আদিতে যাহা হউক না কেন যখন আকারান্বিত হইয়া সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইল তখন গুণের আলোচ্য বিষয় হইল, তজ্জন্য নূতন জন্ম লইতে কোন প্রকার দোষ ঘটে না, ফলত বর্ণশঙ্কর দোষটি নূতন জন্মে নাই। তবে কোন দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন যে, বর্ণশঙ্কর দোষ ঘটিলে সাত পুরুষে বংশ লোপ হইয়া যায়। ইহা ঠিক বটে ? কিন্তু এক হইয়া যদি সংখ্যা বাড়িয়া যাইয়া জাতিতে

পরিণত হয় তাহা হইলে আর বর্ণশঙ্কর দোষটি থাকে না, বরং একটি উন্নত জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! যখন সংহিতা গুলি হইয়া সামাজিক নিয়ম হইয়াছিল—তখন আর্য্য সভ্যতাটি চরম সীমায় উঠিয়াছিল, কিন্তু দর্শনের হেঁপায় লোকালয়টি ভেবাচ্যাকা লাগিয়া গিয়াছিল। হাত ও পা এক হয় কারণ এই দুইটি শরীরের অংশ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, অতএব যখন **এক** হইতে বহু তখন সব এক হয়। তবে যাহা প্রত্যক্ষ দেখি উহা মায়া ব্যতীত অন্য কিছুই নয় বাস্তবিক ঠিক কিন্তু সংসার নিয়মে বাস্তবিক অঠিক—কারণ অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ। পা দিয়া দেখিতে পাই না, মাথা দিয়া চলিতে পারি না অতএব সব এক হয় এইটি জাগতিক নিয়মে অঠিক বটে—যদিও দর্শন নিয়মে ঠিক বটে, তথাপি জাগতিক ব্যবহার নিয়মে প্রকৃত অঠিক।

যখন সব এক হয় এই প্রকার কথোপকথন সংসারের ভিতর চলিতে সুরু হয়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে ব্যভিচার দোষ গুলি ঘটিবার উপক্রম ঘটে, আর যখন ষোল আনা হয় অমনি একটি অবতার আসিয়া স্বপ্নের কেল্লা গুলিকে দখল করিয়া লইয়া লোকালয়ের ভিতর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিয়া দিয়া নিজের পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হন, ইহাকেই নূতন জন্ম কহে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! এই বার বোধ হয় দেবল প্রথার প্রাদুর্ভাব হইল। যেখানে সেখানে পুরাতন দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা সুরু হইল, বাস্তবিক প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া মূর্ত্তি পূজার সুরু হইল, কারণ সমস্তই ব্রহ্ম হয়; অতএব প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা মূর্ত্তি পূজা দোষনীয় নয় তবে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র তফাৎ হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! এই বার পুরাণাদির পাঠ চলিল বাস্তব পক্ষে পুরাণাদি পাঠ করা বিধেয়, কারণ অতীতের বর্ণনা পুরাণাদি হয়, যেমন আপাতত ইতিহাস অতীতের বর্ণনা হয়, তবে সত্য কি মিথ্যা

ইহা বিবেচনার বিষয় বটে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, যে বিষয়টি পুরাতন হয় সেটিই পরে গল্প হইয়া যায় কারণ তিন হাজার বৎসরের অধিক এমন কোন ধারাবহ পুস্তক পৃথিবীর ভিতর নাই যাহাকে ইতিহাস বলিতে পারা যায় ফলত যাহা অতি পুরাতন তাহাই গল্প বলিয়া অভিহিত হয় কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতটি হয়। যখন যেটি নূতন উদ্ভব হয় তখন সেটিই নূতন জন্ম বলিয়া কথিত হয়। বাস্তবিক অনাদি তবে যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই আদি ফলত আদিই নূতন জন্ম হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! দেখুন, কি প্রকার আস্তে আস্তে অজানিতরূপে পরিবর্ত্তনটি অর্থাৎ নূতন জন্মটি হইতেছে। প্রথম পাহাড় হইতে সুরু করিয়া এবং বেদটিকে আদি ধর্ম্মগ্রন্থ ধরিয়া পুরাণাদি পর্য্যন্ত অতীতের কার্য্যগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে নূতন জন্মটি অর্থাৎ পরিবর্ত্তনটি যে কেবল এখন হইতেছে ইহা নয়, বরাবর নূতন জন্মটি হইয়া আসিতেছে কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগৎটি হয়। একটির উত্থান ও অন্যটির পতন, এই বিধিটি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল এই বিধিটি চলিবে। তবে একটি পুরাতন হইতে নূতন জন্ম লইতে কত সময় লাগে, আবার নূতনটি পুরাতন হইতে কত সময় লাগে ইহা কেহই বলিতে পারেন না।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ভূতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন, পৃথিবীর একটি স্তবক বা স্তর Sheath হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে। আর জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন মিনিটে এক ক্রোশ করিয়া গাড়ী চলিলে সূর্য্যের নিকট পঁহুছিতে হাজার হাজার বৎসর লাগে। মানবের আয়ু কুল্লে এক শত বৎসর হয়, অতএব যদিও Theority সত্য বটে কিন্তু কার্য্যটি গল্প হয়, কেননা কোন মানব সূর্য্যের নিকট পঁহুছিতে পারেন না, যদিও কেহ চেষ্টা করেন তাহা হইলে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর খবর দিতে পারেন না কারণ মহাভূতের সঙ্গে মিশিয়া যান, ফলত সত্য হইলেও গল্প হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! পুরাকালে স্ত্রীলোক বা পুরুষ কেহই চুল ছাঁটিতেন না সেই হেতু চুলের মুঠি ধরিতে পারিলেই জব্দ হইতেন। Alexander the great সৈনিকদের ভিতর প্রথম চুল ছাঁটিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, সেই হেতু Alexander the great শত্রুদিগকে শীঘ্র জয় করিতে পারিয়া ছিলেন। অশ্বারোহীর বল্লভ গুলিকে এত বেশী লম্বা করিয়া ছিলেন যে শত্রুরা শীঘ্র পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। আর বর্ম্ম গুলিকে এত হাল্কা করিয়া ছিলেন যে বর্ম্মা ধারীরা সহজে চলিতে ফিরিতে ও লাফাইতে পারিতেন, তজ্জন্য শত্রু শীঘ্র Alexander the great এর হাতের মুঠার ভিতর আসিতেন।

বাস্তবিক যিনি বড় হন তাহার মস্তিস্ক অর্থাৎ Brainটি অন্যের অপেক্ষা বড় হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! Alexander the great এর পাইকের প্রচলনটি এখনও বাঙ্গালার ভিতর প্রচলন আছে, ইহার কারণ কি? যদি কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনুগ্রহ করিয়া এই শব্দটির ধাতু কি এবং ব্যাকরণের কোন নিয়মের দ্বারা গঠিত হইয়াছে; এবং ইহার অর্থ কি? ইহা লিখিয়া সকলকার বোধ গম্যের জন্য দেন তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার হয়, তবে নন্দগোপাল হইতে Lieutenant Governor হইয়াছে এই প্রকার সিদ্ধান্ত যেন করা না হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! কোন পুরাতন ব্যবহারকে উঠাইয়া দিয়া নূতন ব্যবহার করিতে পারিলেই নূতন জন্ম হয়। নূতন জন্মটি অন্য কিছুই নয় খালি দেশ, কাল ও পাত্রের সময়োচিত ও কর্ম্মোপযোগী ব্যবহার হয়। পুরাতন শ্লোক আওড়াইলে বাপুরাতন কবির বর্ণনার ভাবের চিন্তাতে মগ্ন হইয়া মাথাটিকে গুলাইয়া ফেলিলে বা অপ্সরীকে স্বপ্নে দেখিলে বা মর্য্যাদা বিশিষ্ট হইয়া Duplicity play করিলে বা ভানুমতি বিদ্যা শিখিয়া বুজরুকি দেখাইলে বা ধাপ্পাবাজী করিয়া

নিজের কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিলে খ্যাতাপন্ন হইতে পারেন বটে কিন্তু দেশের কার্য্য কিছুই হয় না। তোষামুদে অধিক জুটিলে গুণটি ভাবরাতে গলিয়া কোৎলা গুড় হইয়া যায়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয়। মহারাজ কুমার রামচন্দ্র যখন মুনি ভরদ্বাজের আশ্রমে বনে যাইবার সময় গিয়াছিলেন তখন মুনি ভরদ্বাজ মহারাজ কুমারকে তত খাতির করেন নাই কিন্তু যখম রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া মুনি ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়াছিলেন, তখন ঐ মুনি ভরদ্বাজ যোগবলে স্যাম্পিনের ফোয়ারা, উত্তম উত্তম নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী, অবাক প্রাসাদ, বাচা বাচা পশু দাস ও দাসী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া ছিলেন, ইহাতে রাজচক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন—হে মুনি প্রবর! আপনার অভ্যর্থনার তারতম্য দেখিয়া আমার মনের ভিতর কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সন্দেহটিকে ভঞ্জন করিয়া দিউন।

মুনি ভরদ্বাজ বলিলেন—হে রাজচক্রবর্ত্তী মহাশয়! অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ ঘটে। প্রাতঃকালে সূর্য্যের রূপ এক রকম হয়, মধ্যাহ্নকালে আর এক রকম হয় এবং স্বায়ংকালে অন্য আর এক রকম হয়, ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার ব্যবস্থা তিন প্রকার হয়, ইহার কারণ অন্য কিছুই নয়, খালি অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ। হে রাজচক্রবর্ত্তী মহাশয়! আপনার বাল্যলীলা এক রকম হয়, যৌবনলীলা আর এক রকম হয়, আর আপনার বার্দ্ধক্যলীলা আর এক রকম হইবে ইহার কোনও সন্দেহ নাই, অতএব অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয়।

সব্যসাচী অর্জ্জুন মহাশয়ের গুরুর নিকট বাল্যলীলা এক রকম হয়, কুরুক্ষেত্রে যৌবনলীলা আর এক রকম হয়, আর যাদব দিগের স্ত্রীলোক গুলিকে যখন বার্দ্ধক্য অবস্থায় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে ছিলেন তখন আর এক রকম হয়। অতএব গুণের তারতম্য সকল

বিষয়ে অবস্থানুসারে ঘটিয়া থাকে ; ইহার কারণ অন্য কিছুই নয়, খালি অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয়। সকল দেহের উৎপত্তি কার্য্যের তারতম্য দেখুন, তাহা হইলে আরও বেশ জানিতে পারিবেন যে অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ ঘটে কি না ? যদি অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ ঘটে ইহা বাস্তবিক সত্য হয় তাহা হইলে আমার অভ্যর্থনার তারতম্যটি অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয়।

রাজচক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র মুনি প্রবর ভরদ্বাজের এবংপ্রকার যুক্তি শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়া সাধু সাধু, উত্তম উত্তম বলিয়া মুনি ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া অযোধ্যানগরে চলিয়া গেলেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! উঠুন, আর অকাতরে নিদ্রা যাইবেন না। ঐ দেখুন, মিত্রের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে, নূতন জন্ম ধরুন, অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইবেন না। পুরাতন সংস্কার গুণে ভূতের ভয় পাইয়া হোঁচট্ লাগিয়া যেন দাঁতকপাটি যাইবেন না!। বি, এল, এ,—মন্ত্রে মন্ত্রটি জপ করুন, তাহা হইলে আর কোন প্রকার ছুঁম্‌কি দেখিয়া আপদ ও বিপদ ঘটিবে না।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব যখন মাতার নিকট হইতে কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ছিলেন তখন তাহার মাতাঠাকুরাণী ধ্রুবকে বলিয়া দিয়াছিলেন;—দেখ ধ্রুব, তোমাকে আমি যে মন্ত্র দিলাম, যদি তোমার এই মন্ত্রের উপর ধ্রুব বিশ্বাস হয় তাহা হইলে যখন তুমি কোন প্রকার বিপদে পড়িবে তখন এই মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে অনায়াসে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া যাইবে ইহা নিশ্চয় জানিবে।

ধ্রুব বলিলেন,—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম, আর আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে "মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন"। আর আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে যাহা গর্ভধারিণী বলেন তাহা সমস্ত সত্য এবং আমি

আরো প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে যদি আমি আপনার গর্ভ হইতে নির্গত হইয়াছি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে আপনার মন্ত্রের উপর আমার বিশ্বাসও ধ্রুব হয় ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন।

এক দিন ধ্রুব পাঠশালা হইতে কুটীরে আসিতেছেন, পাহাড়ের পাকদণ্ডি পথের কারণ ধ্রুব কুটীরের পথটি ভুলিয়া গিয়া একটী বিজন নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। তথায় সন্ধ্যার আগমনে নিশাচর হিংস্র জন্তুগণ আনন্দে তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত চারি ধারে বাহির হওয়াতে এবং উহাদের ভীষণ চীৎকারে বন প্রতিধ্বনিত হওয়াতে শিশুটি ভয় পাইয়া মাতাঠাকুরাণীর বাক্যটি স্মরণ করিয়া প্রাণভরে দাদা কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। প্রভূ কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আলোক লইয়া সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ধ্রুব ভয় কি এই যে আমি আসিয়াছি, চল আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে রাখিয়া আসি। প্রভূ কৃষ্ণ ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া মায়ের বাছাকে মায়ের কাছে দিয়া আসিলেন। বিশ্বাসে শান্তি মিলে, তর্কে বহু দূর।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! যে সব জ্ঞানী বা বৈজ্ঞানিক তর্ক শাস্ত্র লইয়া অসীম বিশ্বাসটিকে নষ্ট করিয়া দেন, তাহারা প্রকৃত জ্ঞানী বা বৈজ্ঞানিক নন, কারণ তাহারা জানেন না কোনটি তর্কের পদার্থ হয়। যাহা পদার্থ তাহাই জ্ঞানীর ও বৈজ্ঞানিকের তর্কের বিষয় হয়, কিন্তু যাহা পদার্থ নয় তবে সংজ্ঞার জন্য সংজ্ঞা বিশিষ্ট সেটী তর্কের বিষয় নয়, অতএব সেটী বিশ্বাসের বিষয় বটে সেই হেতু জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক যদি অসীম বিষয়ে আল্ না দেন তাহা হইলে তিনি বৈশেষিক নন, কারণ সংখ্যা ব্যতীত সাংখ্য হয় না। বাস্তবিক ন্যায় ব্যতীত ন্যায় হয় না, ফলত জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে যাহার অন্ত পাওয়া যায় না তাহাই বেদান্ত হয় অর্থাৎ অজানিত।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! আমি আছি, যদি এইটী বিশ্বাস করা হয়, তাহা হইলে আমি আছি নচেৎ আমি কোথায়? আবার আমি

আছি, এইটী যদি সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে তুমি আছ ইহা সাব্যস্ত হয়। বাস্তবিক তুমি ও আমি ইহাই পূর্ব্ববৎ ও পরবৎ দর্শন হয়।

মাথা থাকিলে মাথা ব্যাথা হয়, মাথা না থাকিলে মাথা ব্যাথা কোথায়? যে দার্শনিক আল্ দিতে না জানেন তাহাকে দার্শনিক বলা যায় না, তবে তাহাকে বোধচক্ষু বলিতে পারা যায়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ধিনিকৃষ্ণ তিনি তাক্, যত দিতে থাকি তত খেতে থাক্, দেখুন ধিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি ধিন ধিন করিয়া নাচিয়া থাকেন বাস্তবিক শরীর অর্থাৎ আকার না হইলে ধিন ধিন করিয়া নাচিতে পারেন না, কোন দার্শনিক কি কথা ব্যতীত তর্ক করিতে পারেন? না তর্ক শাস্ত্রের বহির্ভুত তর্ক করিতে পারেন, তবে যদি বোধ-চক্ষু হন তাহা হইলে তিনি বলিতে পারেন যে আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় অশাস্ত্রীয় তর্ক করিতে পারি কারণ আমি বোবা নই, ইহার উত্তর—পাগলা গারদ।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! কোন দার্শনিক আল্ ব্যতীত তর্ক করি-বেন না কারণ বিষয় না হইলে দর্শন হয় না ফলত দর্শন না পাইলে দার্শনিক হয় না কারণ তিনি তাক্ অর্থাৎ তিনি আলের বাহির, সেই হেতু মানব তাক্ লাগিয়া যান, বাস্তবিক তিনি তাক্ অর্থাৎ অজানিত।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! এক জন সাংসারিক নিয়মে সংসারের ভিতর বড় হইলে তাহার critic কত বাহির হয়। যে বড় ব্যক্তির critic নাই সে প্রকৃত বড় নন, কারণ নূতন জন্ম না দিতে পারিলে তিনি বড় নন, বাস্তবিক যিনি নূতন জন্ম দেন তিনি সকলকার শত্রু হন, তজ্জন্য তাহার critic বেশী। প্রভূ কৃষ্ণ জগতের মঙ্গলের দরুন নূতন জন্ম দিয়া ছিলেন বলিয়া প্রভূ কৃষ্ণকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হইয়া ছিল কিন্তু দেখুন, প্রভূ কৃষ্ণ কি সুন্দর রূপে জগতের ভিতর ধিন্ ধিন্ করিয়া নাচিতেছেন, কারণ বোধগম্য, কিন্তু তিনি তাক্ অর্থাৎ অনধিগম্য।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! যত দিতে থাকি তত খেতে থাক্, বোধ-চঞ্চুরা যত আহার দিতেছেন তত এক খাইয়া ফেলিতেছেন, কিন্তু ধিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ অবতার বরাবর ধিন্ ধিন্ করিয়া নাচিতেছেন কারণ অনাদি নন। দেখুন, বোধচঞ্চুরা তাক্ তাক্‌সিন্ করিয়া Toxin বাজাইতেছেন বটে তথাপি তিনি বোধচঞ্চু দিগকে তাক্ লাগাইয়া দিতেছেন। তবে বলিতে পারেন যখন তিনি দয়াময় তখন কেন না তিনি দয়া করিয়া বোধচঞ্চু দিগকে অবতারের শিষ্য করিয়া না দেন। ইহার উত্তর অন্ধকার ও আলোক। অন্ধকার যদি না থাকিত তাহা হইলে আলোক কি ইহা কি কেহ জানিতে পারিত ? মূর্খ না থাকিলে কি বিদ্যানের আদর হইত ? অজ্ঞাত কুলশীল না থাকিলে কি Noted ব্যক্তি দিগকে গাড়ীর উপর বসাইয়া নিজেরা ঘোড়া হইয়া গাড়ী টানিত ? অতএব তিনিতাক্ অর্থাৎ অজানিত—বোধচঞ্চুরা যে প্রকার আহার তাহাকে দিতেছেন তিনি তাহাই খাইতেছেন। তবে তাঁহার প্রিয় পুত্র বা অবতার ধরাতে আসিয়া পাপী দিগকে উদ্ধার করিয়া দিয়া পুনরায় পিতার নিকট চলিয়া যাইতেছেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! দেখুন, বোধচঞ্চু দিগকে কেহই পতিত পাবন বলে না যদিও বোধচঞ্চুরা যথেষ্ট ভাণ করিয়া জগতে বিচরণ করেন। আজ মরিলে কাল দু দিন হয়, তিন দিনে সবই মিশিয়া যায়, তথাপি দেখুন বিশ্বাসঘাতক, নিমকহারাম, কৃতঘ্ন ও চরিত্রবিহীন জগতে কত রহিয়াছে; বাস্তবিক তিনি দয়াময়, কারণ তিনি অন্ধকার ও আলোক এই দুইটিকে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, কেননা জাগতিক জন ভান ছাড়িয়া অবতারের রচিত পাপ ও পুণ্য ঠিক করিয়া ঠিক হইতে পারেন এবং তিনি কার্য্য ও কারণ কি ইহা বোধগম্য করিতে পারেন, নচেৎ ভোঁ ভাঁ।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ? বিহারী মিত্রের অর্থ দেখুন—যিনি মিত্র রূপে জগতে বিহার করেন তিমি বিহারী মিত্র অর্থাৎ আদিত্য

যদিও অজ্ঞাত কুলশীল বটে তথাপি বিহারী মিত্রের শত্রু কত ? কিন্তু দেখুন বিহারী মিত্র এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করেন না। বার ঘণ্টা মিত্রতা পাতাইয়া অন্য দিকে যান বলিয়া বিহারী মিত্রকে অন্যান্য জন অন্দরবাসী কহিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাহা নয়, বিহারী মিত্র চব্বিশ ঘণ্টা জগতের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিয়া থাকেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! দেখুন, মনের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির ক্ষমতা কত দূর হয়, কিন্তু **Metaphysics** বা **Physics** আনিয়া শ্রদ্ধাটি গড়াইবেন না, তবে যদি বোধচক্ষু না হইয়া **True Metaphysician** বা **physicist** হইতে পারেন তাহা হইলে কোন বাধা বা বিঘ্ন নাই। যাহা হউক ধর্ম্মশাস্ত্র আনিয়া অবতারের উপর বিশ্বাস করিয়া সিদ্ধান্ত করুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে বিশ্বাসের দ্বারা জগতের ভিতর কতদূর কার্য্য হয়। যতক্ষণ শ্বাস ও প্রশ্বাস শরীরের ভিতর চলে ততক্ষণ বিশ্বাস থাকে। দেখুন না, বিশ্বাসঘাতক নিমকহারাম ও কৃতঘ্নের উদ্ধার কোন পুস্তকে নাই, তবে প্রকৃত অনুতাপ আসিলে জন্ম জন্মান্তরে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! সাধারণ জনের বুদ্ধির দৌড়ে কিসে কি হয় ইহা আইসে না সেই হেতু অবতারের প্রয়োজন। কল্য কি হইবে অদ্য তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না, যদি পারা যাইত তাহা হইলে মহারাজ কুমার রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক না হইয়া বনে গমন হইত না। তবে যতটুকু জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা হয় তত টুকুই যথেষ্ট। যখন পৃথিবীর ভিতর ষোল আনা ব্যভিচার দোষ ঘটে তখন এক অবতারকে ধরাতে পাঠাইয়া দেন এবং অবতার পৃথিবীর আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মকে ঠিক করিয়া দিয়া পুনরায় পিতার নিকট চলিয়া যান, ইহাকেই নূতন জন্ম কহে বা যুগে যুগে অবতারের মর্ত্তে আগমন কহে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! নূতন জন্ম লইতে হইলে **Moral back bone, moral courage and moral Principle** এই

গুলিকে ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই খানে অনুগ্রহ করিয়া **Metaphysics** বা **physics** সের দ্বারা তর্ক করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রটি ব্যর্থ হইয়া যায়, তবে প্রেমিক **Metaphysician** বা **Physicist** হইলে কোন ব্যাঘাত বা বিঘ্ন ঘটে না।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! **এক** সত্য হয় ইহা শিক্ষা করিবার দরুন **Metaphysics** পড়িয়া প্রেমিকা হইতে হয়। এক প্রকার নিয়ম সর্ব্বত্র হয় ইহা শিক্ষা করিবার দরুন **Physics** পড়িয়া প্রেমিকা হইতে হয় আর অবতার সত্য ইহা শিক্ষা করিবার দরুন ধর্ম্ম শাস্ত্র পড়িয়া প্রেমিকা হইতে হয়। **Metaphysics** বা **Physics** এ **moral** অর্থাৎ নীতি নাই কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রতে **moral, social, political and occult** এই কয়েকটি আছে, তজ্জন্য এই শাস্ত্রটি লোকালয়ের ভিতর আবশ্যকীয় বস্তু হয়, এবং বাস্তব পক্ষে ধর্ম্ম শাস্ত্রে **unity fraternity and equality** আছে সেই হেতু বাস্তবিক ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল আছে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! উঠুন, আর নিদ্রা যাইবেন না। ঐ দেখুন, মিত্র কি প্রকার সদ্ভাবে বস্তুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতেছেন। মিত্র নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া **panorama ball** এর মত লোকালয়কে নিজের দৃশ্যটি দেখাইবার জন্য কত উপরে উঠিয়াছেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! একবার দেখুন, তাহা হইলে নূতন জন্ম কি ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ঐ দেখুন, শাক্যসিংহ **The light of Asia** আবির্ভাব হইতেছেন। পুরাতন অন্ধকার গুলি ভয় পাইয়া এদিক ওদিক হইয়া বেড়াইতেছে, বাস্তবিক শাক্যসিংহের জন্মবৃত্তান্ত গুলি অদ্ভুত হয়। যিটি সাধারণ নয় সেইটিই অদ্ভুত হয়। শাক্যসিংহ বেনারসে গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য গিয়াছিলেন বটে, তবে তথায় সাধারণের ভিতর ব্যভিচার দোষ দেখিয়া এত বিরক্ত হইয়া ছিলেন যে, তিনি বেনারসটিকে

ছাড়িয়া গয়ার জঙ্গলে আসিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসিয়া এক কে আরাধনা করিতে করিতে কঙ্কাল সার হইবার পর এক দয়া করিয়া তথায় আসিয়া শাক্যসিংহের দুইটি চক্ষুকে উন্মোচন করিয়া এবং শাক্য-সিংহেরসন্মুখে রহস্যটিকে উদঘাটন করিয়া দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন। কাজেকাজেই শাক্যসিংহ সেই মুহূর্ত্ত হইতে প্রভূ বুদ্ধ হইলেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! প্রভূ বুদ্ধ ভিক্ষুক দিগকে বলিয়া ছিলেন, পৃথিবীতে দুইটি মার্গ আছে একটি কঠোর অর্থাৎ ত্যাগ মার্গ আর একটি গ্রহণ অর্থাৎ সহজ মার্গ এই দুইটি মার্গের চরম সীমা কষ্টদায়ক কিন্তু এই দুটির মধ্যে পতি পদ মার্গ শান্তিপ্রদ—কেন না মনের শান্তি প্রকৃত শান্তি হয় সেই হেতু আমি আটটি কথা বলিতেছি শুন :—

সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্পনা, সম্যক বচন, সম্যক করমন্ত, সম্যক অজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক সতি ও সম্যক সমাজ। আর দশটিও অভ্যাসের যোগ্য হয় যথা—দান, শীল, নৈস্কর্ম্ম, প্রাজ্ঞ, বীর্য্য, ক্ষন্তি সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা।

এই আঠারটির অর্থ জানিতে হইলে বৌদ্ধ পুস্তকের আবশ্যক অতএব বৌদ্ধ পুস্তক পড়িলে সহজে জানিতে পারিবেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! প্রভূ বুদ্ধ নীলে nil হইতে বলেন নাই, যাহা শূন্য বাদীরা বলিয়া থাকেন। প্রভূ বুদ্ধ যদি পুরাতন কথা বলিতেন, তাহা হইলে ত্যাগ বা গ্রহণ মার্গ হইতে কিছুই তফাৎ নাই, অতএব প্রভূ বুদ্ধ তাহা বলেন নাই। প্রভূ বুদ্ধ দুইটি মার্গের মধ্যে যে পতিপদ তাহাই প্রভূ বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, সেই হেতু পূজার প্রত্যক্ষ বিষয় গুরু হন। বাস্তব পক্ষে দেবতার আরাধনাটিকে উঠাইয়া দিয়া গুরুর উপাসনার ব্যবস্থাটি করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য যিনি দেবতার আরা-ধনা না করিয়া গুরুর পূজা করেন তিনি বৌদ্ধ হন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে প্রভূ

বুদ্ধ হিন্দুস্থানের ভিতর প্রথম prosylitism ধর্ম্মটিকে প্রচার করিয়া জাতিগত ধর্ম্মটিকে উঠাইয়া দিয়াছেন, আর প্রভু বুদ্ধ দেবতার আরাধনাকে উঠাইয়া দিয়া হিন্দুস্থানের ভিতর প্রথম গুরুর পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আর তিনি প্রথম হিন্দুস্থানের ভিতর ভিক্ষুক সম্প্রদায় করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই তিনটি ভাল কি মন্দ ইহা অন্যের বিবেচ্য, তবে সংক্ষেপে ইহাই বলিতে পারা যায় যে পৃথিবীর ভিতর এই তিনটি মত চলিতেছে।

1. Prosylitism.

II. To do good to other by begging door to door and the beggar will make relation to all as mother and sister especially in his guild—গোত্র but beggar will lead a life of an ascetic.

III. Guru to be taken as salvator and his name to be taken if followers, these three are the principal object of Buddhaism for that reason Buddha is অবতার Avatar or Guru.

Good many may say it is not a religion of God-head, rather it is Atheistical but in fact it is not.

The first stage is humanity with utility and the last is immortality that is God-head.

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! সকল ধর্ম্মই প্রথমাবস্থাতে ঠিক থাকে, কারণ দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া ধর্ম্ম হয়, এবং যিনি করেন তিনি অবতার হন, কারণ তাহার মস্তিষ্ক অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা মস্ত হয়, তবে তফাৎ এই আর সেই।

রাজচক্রবর্ত্তী রামচন্দ্রের পুরোহিত বশিষ্ঠ ছিলেন, আর বিহারী মিত্রের পুরোহিত অমুক—যেমনি বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল—এখন বিহারী মিত্র যদি বলে কি হে অমুক তুমি বশিষ্ঠের মত নও, অমুক বলিতে পারেন, তুমি রাজচক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র নও, তবে তোমাকে একটি উদাহরণ দিই শুন :—

কোন সময়ে একটি পুরোহিত মরা নদী পার হইতে তাহার কাপড় খানি ভিজিয়া গিয়াছিল, যজমানটি ঠাট্টা করিয়া বলিল, কি হে পুরুত ঠাকুর, এই মরা নদী পার হইতে সব ভিজিয়া পুষি বিড়াল হইয়াছ, পূর্ব্বে দেখ পুরোহিতেরা ভরা নদী পার হইয়াও শুষ্ক দেহে ও বস্ত্রে আসিত।

পুরুত ঠাকুর ইহার উত্তর দিল,—সেই আর এই অর্থাৎ অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ, সকল ধর্ম্মই সময়োচিত কর্ম্মোপযোগী হইয়া থাকে পরে ষোল আনা ব্যভিচার দোষ ঘটিলে এক অবতারকে ধরাতে পাঠাইয়া দেন, আর অবতার নূতন জন্ম দিয়া আবার পিতার নিকট চলিয়া যান। নূতন জন্ম অন্য কিছুই নয় খালি Evolution অর্থাৎ পরিবর্ত্তন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! যিনি নূতন জন্ম দেন তিনি যে কি প্রকার ভয়ানক কষ্ট ভোগ করেন, যিনি দেন তিনিই জানেন। প্রভূ বুদ্ধ, প্রভূ মজেস্, প্রভূ জোরাষ্টার, প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট ও প্রভূ মহম্মদ, এই সকল প্রভূরা যে কি প্রকার ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন প্রভূদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলে অতি সহজে জানিতে পারিবেন ইহা সত্য কি মিথ্যা।

প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট পৃথিবীর মঙ্গলের দরুন নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া ছিলেন, কিন্তু স্বদেশ বাসীরা যখন প্রভূ যিশুখ্রীষ্টকে ক্রুসে তুলিয়া এক একটি করিয়া পেরেক মারিয়া আবদ্ধ করিতেছেন, তখনও প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট বলিতেছেন "হে পিতঃ! মাপ করুন কারণ উহারা

জানেনা যে উহারা কি কার্য্য করিতেছে," দেখুন, চক্ষুতে জল আইসে কি না। হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! আরো দেখুন, প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট নূতন জন্ম দিয়া ছিলেন বলিয়া ক্রুসে উঠিয়া ছিলেন, কিন্তু অদ্য পৃথিবীর তিনাংশের একাংশ লোক প্রভূ যিশুখ্রীষ্টের উপাসক হন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! সকল মাতাঠাকুরাণী ভ্রূণকে গর্ভে ধারণ করেন বটে, কিন্তু গুণের তারতম্যে যে ব্যক্তি গুণোচিত মর্য্যাদা না দেয় সে ব্যক্তি মানবাকার পশু ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ধর্ম্মই প্রকৃত ধরার গতি হয়, যে লোকালয়ের ভিতর ধর্ম্ম নাই, সে লোকালয়টিকে নরক বলিতে পারা যায়। মস্ত মস্ত মর্য্যাদা, মস্ত মস্ত পদ ও মস্ত মস্ত ঐশ্বর্য্য হইলে মস্ত লোক হয় না। যিনি অবতারের শিষ্য হন আর দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন তিনিই মস্ত লোক হন। বরনীয়, মাননীয় ও গণনীয় গোখেলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিল, কারণ তিনি মাসিক ৭৫৲ টাকাতে নিজের জীবনকে হিন্দুস্থানের মঙ্গলের দরুন উৎসর্গ করিয়া ছিলেন, বাস্তবিক তিনি প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন কারণ তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক ও রাজভক্ত ছিলেন। যখন সরকার বাহাদুর তাহাকে খেতাব দিবেন ইহার গুজব তিনি শুনিলেন, তিনি বলিয়া ছিলেন আমি খেতাব চাই না অতএব অনুগ্রহ করিয়া দিবেন না, বাস্তবিক ইহাকে খেতাব বিসর্জ্জন কহে, কারণ সরকার বাহাদুরের ইজ্জত কি করিয়া রাখিতে হয় ইহা তিনি জানিতেন, বাস্তবিক তিনি প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! প্রভূ বুদ্ধ বার শত বৎসর হিন্দুস্থানের ভিতর ছিলেন, তবে বৌদ্ধ দিগের ভিতর ব্যভিচার দোষ ঘটাতে কুমারিল ভট্ট পূর্ব্ব মীমাংসার ক্রিয়া কাণ্ডগুলি আনিয়া জাহির করিলেন, কিন্তু কুমারিল ভট্টের মৃত্যুর পর শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত ও উপনিষদের দ্বারা ক্রিয়া কাণ্ডগুলিকে লোপ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়া ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যদিও শঙ্করাচার্য্য

মদন বা মণ্ডণ মিশ্রকে তর্কে পরাজয় করিয়া চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য মৃত মাতার দেহকে লোকাভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া দাহ করিয়াছিলেন, ইহার কারণ অন্য কিছুই নয় খালি দেশাচার ছাড়া কার্য্য করিয়া ছিলেন, এখনও শঙ্করাচার্য্যের মতকে সকলে গ্রহণ করেন না, তবে একবাদী দিগের কৃপায় আপাতত কতকটা ঝাপ্‌সা আলোক আসিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য নূতন জন্ম দিতে পারেন নাই। পূর্ব্বমীমাংসার ক্রিয়া কাণ্ডের প্রচলন গুলি যাহা কুমারিল ভট্ট প্রচার করিয়া ছিলেন, তাহা হিন্দুস্থান বাসীর হিন্দুদিগের ভিতর অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত যবন দিগকে অর্থাৎ Grecian দিগকে হিন্দুস্থান হইতে বাহির করিয়া দিয়া ছিলেন, ইহা কথিত, বাস্তবিক যদি ইহাই সত্য হয় তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাশের মেয়েটিকে কি করিয়া বিবাহ করিয়া ছিলেন, এবং মেগ্যানিস্থিনিস্ কি করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের সভায় বহুদিন ছিলেন।

চানক্যপণ্ডিত এক জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ছিলেন, কারণ তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী নন্দকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন, কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তাহাকেও কয়েদী হইয়া কারাগারে দেহ ত্যাগ করিতে হইয়া ছিল।

প্রভু বুদ্ধের দুই তিন শত বৎসর পরে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত হন, ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বৌদ্ধ রাজ্যের আদি রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত হন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! শকাদিত্য ও বিক্রমাদিত্য বৌদ্ধ কি না ইহা সন্দেহ, কারণ যখন রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের বংশধরগণ হিন্দুস্থা-নের রাজচক্রবর্ত্তী রহিয়াছেন তখন শকাদিত্য যে শক দিগকে ও বিক্র-মাদিত্য যে যবন দিগকে হিন্দুস্থান হইতে বাহির করিয়া দিয়া ছিলেন

ইহা কত দূর সত্য ইহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। তবে শকাদিত্যের ও বিক্রমাদিত্যের নাম হইতে ইহাই বলিতে পারা যায় যে শকাদিত্য শকের ভিতর আদিত্য তুল্য ছিলেন বলিয়া ইহার নাম শকাদিত্য, আর বিক্রমাদিত্য বিক্রমের আদিত্য তুল্য ছিলেন বলিয়া ইহার নাম বিক্রমাদিত্য হইয়া ছিল। দুই জনেরই রাজত্ব মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ছিল, বাস্তবিক মিত্রে রাজ্য ছিল।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! হিন্দুস্থানে অলঙ্কারের অভাব এখনও ঘটে না, এক জন দু চারি শত টাকা রোজগার করিতে পারিলে যদি তাহার বজ্জাতি মস্তিস্ক থাকে সে ব্যক্তি ক্রোরপতি বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইতে পারে ও গুলেলা বা দেওয়ান আম্‌খাস্‌ বা বাপ্পারাও বা বিক্রমাদিত্য বা চন্দ্র ও সূর্য্য বা পরশুরাম ইত্যাদির বংশধর বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইতে পারে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! শকাদিত্যের বা বিক্রমাদিত্যের সময়ের নাম দেখিয়া সে ব্যক্তি কোন জাতি হয় ইহা জানিবার উপায় নাই, তবে সংস্কৃত পুস্তক যে ব্যক্তি লিখিয়া যাউক না কেন ইহা আপাতত ব্রাহ্মণের কৃত বলিয়া কথিত হয়।

মহামুনি বাল্মীকি ব্যাধ হন, আর মহামুনি বেদব্যাস কুমারী কৈবর্ত্তনীর গর্ভে ও পরাশরের ঔরষে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কারের অভাব ঘটে না সেই হেতু অলঙ্কৃত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে শর্ম্মণ ব্যবহার করিতেন না, এবং কোন পুরাতন সংস্কৃত পুস্তক অমুক শর্ম্মণের কৃত ইহাও পাওয়া যায় না, সয়ায় বিষ্ণু শর্ম্মা।

ব্রাহ্মণ ও শর্ম্মণ বৌদ্ধদের সময় দুইটি শব্দ ছিল, যেমন মুসলমানদের সময় মুসলমান ও হিন্দু ছিল। ইহাতে প্রকাশ পায় যে বৌদ্ধ

ব্যতীত অন্য যে ছিল বৌদ্ধেরা তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিতেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাবলম্বনকারী যাহারা ছিলেন। ফলত অন্য সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে মুসলমান কেতাবে বৌদ্ধ নামটি পর্য্যন্ত নাই, ইহা যে কি ব্যাপার মুসলমান কেতাব লেখকগণ বলিতে পারেন। যাহা হউক পূর্ব্ব মীমাংসার ক্রিয়া গুলি নানা মূর্ত্তিতে ও ভেলে হিন্দুদিগকে ছেঁকিয়া ফেলিয়া আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! দয়াময়ের লীলা অদ্ভুত হয়, যাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব দিকে শাক্ত, পশ্চিম ও উত্তরে শৈব, আর দক্ষিণে বৈষ্ণব ধর্ম্ম খুব জাহির হইয়া ছিল এবং এখনও আছে। তবে পঞ্জাবে গুরু নানকের ধর্ম্ম জাহির হইয়া ছিল এবং এখন পর্য্যন্ত আছে। একটি কিংবদন্তী আছে, পূর্ব্বে রোগী, পশ্চিমে বলী, উত্তরে যোগী আর দক্ষিণে ভোগী।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! হিন্দুস্থানের ভিতর যে কত বার নূতন জন্ম অর্থাৎ Evolution হইয়া গিয়াছে ইহা কেহই ঠিক বলিতে পারেন না, তবে তাল পুকুর ধরিয়া হিন্দুস্থানবাসী হিন্দুগণ বড় আছেন, সেই হেতু এই টুকু বলিতে পারা যায় যে হিন্দুস্থানের ভিতর যত প্রকার বর্ণ, জাতি, খাদ্য, পোষাক, ভাষা ও ধর্ম্ম আছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই ইহার কারণ কি, বুদ্ধিমতিরা বিবেচনা করিয়া লইবেন। অন্য দেশে যে Evolution অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হয় না তাহা নয়, তবে যখন যেটি হয় তখন সকলেই প্রায় সেটিকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তথায় ভাই ভগিনী সম্পর্ক ঘটে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! পুরাকালে কামধেনু বলিয়া এক প্রকার গাভী ছিল, এবং ইহার স্বামী যে প্রকার কামনা করিয়া দোহন করিত তাহাকে তাহাই দিত। কাম ধেনুর স্বামী মুনি বশিষ্ঠ ছিলেন।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কামধেনুর অত্যাশ্চর্য্য গুণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া

প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন যে, যে কোন প্রকারে হউক কামধেনুর স্বামী হওয়া কর্ত্তব্য। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কামধেনুকে লাভ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যখন মুনি বশিষ্ঠ দেখিলেন যে পরাজয় সম্ভব্য তখন মুনি বশিষ্ঠ নিজের বল বৃদ্ধি করিবার জন্য কামধেনু হইতে কামনা করিয়া নানা পরদেশী জাতি উৎপন্ন করিয়া ফেলিলেন; কাজেকাজেই রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কামধেনুর স্বামী হইতে পারিলেন না—পরদেশীর আশ্রয়ে স্বয়ের উন্নতি বরাবর হিন্দুস্থানের ভিতর চলিয়া আসিতেছে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! বৌদ্ধদের সময় হিন্দুস্থানের ভিতর যথেষ্ট উন্নতি হইয়া ছিল, কিন্তু কোথায় যে মিশিয়া যাইল ইহা বলা সম্ভব পর নয়, তবে যাহা কিছু কীর্ত্তি আছে তাহা সমস্তই হিন্দুদের বলিয়া কথিত হয়। মুসলমানদের সময় বিশেষত আকবর বাদসাহের সময় যথেষ্ট উন্নতি হইয়া ছিল, সেই হেতু একটি কিংবদন্তী আছে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" যখন মুসলমানদের ভিতর যথেষ্ট ব্যভিচার দোষ ঘটিল অমনি পড়িতে সুরু হইল।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! পূর্ব্বে মুনি ও ঋষিরা প্রবল হইয়া ছিলেন, তৎপরে ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া ছিলেন, তৎপরে বৌদ্ধেরা প্রবল হইয়া ছিলেন এবং তৎপবে মুসলমানেরা প্রবল হইয়া ছিলেন। এই দর্শনটি বড় মন্দ নয়। ষোল আনা হইলেই শেষ হয়, সেই হেতু একটি কিংবদন্তী আছে,—অতি বড় হইওনা ঝড়ে পড়ে যাবে—অতি ছোট হলে ছাগে মুড়িয়ে খাবে। সর্ব্ব বিষয়ে অতি শব্দটি গর্হিত হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! গুড় অতি মিষ্ট জিনিষ হয়, কিন্তু জমাট বাঁধিয়া ঝামা হইয়া যাইলে কোন প্রকার কার্য্যেতে আইসে না, কিন্তু কর্ম্মোপযোগী করিয়া লইতে পারিলে যথেষ্ট নানা প্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

গম হইতে আটা হয়, আবার আটা হইতে ময়দা হয়, বাহোবা ময়দা

হইতে সূজি হয় আর সূজি হইতে খাসা হয়। খাসার উপর আর কি হয় বলিতে পারা যায় না। তবে ফাঁকি হয় ইহা বলা যাইতে পারে কিন্তু ফাঁকির উপর কি হয়? ইহাতে ফাঁকি কাটিয়া বলিতে পারা যায় যে, ফাঁকি—তুমি ফাঁকি হইয়া ফাঁকি দেখাইয়া কোথায় দৃষ্টির বাহির হইয়া যাইলে। ফলত মহাভূতকে না আনিতে পারিলে আর কথার ফাঁকি কাটিয়া অন্য জনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না; বাস্তব পক্ষে শূন্যকে আনিতে হয়।

হে যাদুধন শূন্য! তুমি শূন্য হইয়া শূন্যে উড়িতেছ আমি শূন্য নই, কি করিয়া শূন্য হইয়া উড়িয়া তোমাকে ধরি।

শূন্য বলিল। ওরে মন তুই মনগড়া করিয়া ফাঁকি কাটিয়া অন্যকে ফাঁকি দেনা। মন এই উপদেশ পাইয়া মনন করিয়া সংজ্ঞা ধরিয়া অন্য বিষয় গুলিকে সংজ্ঞা বিশিষ্ট করিয়া বিশেষ্য করিল বটে কিন্তু বলিল না যে সব ফাঁকি, অথচ সবই কথার কাটাকাটি। দেখুন,—নাউ কাটাকাটি খেলার আনন্দ কত। বাস্তবিক এইটি ফাঁকি ইহা অপেক্ষা স্বীকার করিলে কি ভাল হয় না, যে আমি জানিনা, কেননা তিনি অজানিত।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! আর এক জন বলিল। তৃণ হইতে গম হয়, মাটি হইতে তৃণ হয়, জল হইতে মাটি হয়, অগ্নি হইতে জল হয় আর ব্যোম হইতে মরুৎ হয়, এইবার বস্তাচাক্ হইল বটে. কিন্তু এক বা ব্রহ্ম বা অজানিত সংজ্ঞার দ্বারা সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইয়া বিশেষ্য হইল; তথাপি বলিবে কিয়াবাৎ, কিয়াবাৎ। এইটিও ফাঁকি তজ্জন্য ফাঁকির উপর ফাঁকি কাটিলে নিজেকে ফাঁকিতে পড়িতে হয়, ফলত যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই অব্যর্থ হয়।

হিন্দুস্থানের ভিতর এত দুর্দ্দশা কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নয় খালি ফাঁকি। মস্ত বলি কারে, যে যাকে ফাঁকি দিতে পারে। সেই জন্য ধর্ম্মের রহস্য কি ইহা আদৌ জানেন না, ফলত অতি শব্দটি গর্হিত হয় ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! **Metaphysics** পড়িয়া শিক্ষা করুন এক সত্তা। **Physics** পড়িয়া জানুন যে নিয়ম সত্য আর **Theology** পড়িয়া জানুন যে অবতার সত্য, বাস্তবিক ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে চরিত্রনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও গুপ্তনীতি হইয়াছে এবং ইহার রক্ষক রাজচক্র-বর্ত্তী হন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! লোকালয়ের ভিতর শ্রদ্ধার পদার্থ এক অবতার ও রাজচক্রবর্ত্তী হন, যিনি এই তিনটির ভক্ত হন তিনি চতুর্ব্বর্গের ফল অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন, আর যখন এই তিনটির উপর শ্রদ্ধা কম হইতে থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে নীচে নামিতে নামিতে নরকে যাইয়া উপস্থিত হয়। বাস্তবিক ব্যভিচার দোষ ষোল আনা ঘটিলেই ঘট উল্‌টাইয়া যায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! দেহ থাকিলেই রোগ হয় বটে, কিন্তু যখন ষোল আনা ঘটে তখন ঘটটি রূপান্তর হইয়া যায়, তেমনি রাজ্য থাকিলেই দোষ আছে বটে তবে ষোল আনা হইলেই রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। মুসলমানদিগের ভিতর ষোল আনা ব্যভিচার দোষ ঘটিলে পর নোবল ব্রীটেন আসিয়া হিন্দুস্থানকে দখল করিয়া লইলেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! এইবার ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন, যখন নোবল ব্রীটন হিন্দুস্থানে পদার্পণ করিয়া ছিলেন, তখন হিন্দুস্থানের অবস্থা কি প্রকার ছিল, এবং যদি সেই অবস্থাটিকে **analyze** করিয়া দেখিবার ক্ষমতা আইসে তাহা হইলে বেশ সুন্দররূপে জানিতে পারি-বেন যে হিন্দুস্থানের ভিতর অজানিত রূপে আস্তে আস্তে কি সুন্দর পরিবর্ত্তন হইতেছে। পৃথিবীর ভিতর এমন কোন বিষয় নাই যাহা একবারে উন্নতি মার্গে আইসে। ধীরে ধীরে বাচ্ছা হইতে বুড়া হয়, যদি ইহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে নোবল ব্রীটনকে ধন্যবাদ দিউন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ হইতে ফুল হয়, ফুল হইতে ফল হয়। দেখুন, কি প্রকার

সুন্দর স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা ক্রমে ক্রমে উন্নতি মার্গে উঠে। আবার যখন পক্ক হইয়া ষোল আনা অবস্থাটি ঘটে, তখন আপনিই খসিয়া পড়িয়া গিয়া পুনরায় নূতন বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় ইহাই পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম হয়। ফলত যাহা স্বাভাবিক নিয়ম সেটিকে কেহই খণ্ডণ করিতে পারেন না।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! বেদ হইতে সুরু করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও তন্ত্র পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, কত বার নূতন জন্ম হিন্দুস্থানের ভিতর ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে খালি ঘটিতেছে তাহা নয়, বরাবর নূতন জন্ম ঘটিয়া আসিতেছে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! প্রত্যহ মিত্রের কৃপায় যেমন দিবা ও রাত্রি হইতেছে, সেই প্রকার অবতারের কৃপায় বরাবর নূতন জন্ম লোকালয়ের ভিতর ঘটিয়া আসিতেছে, কিন্তু দয়াময় চিরকাল ঠিক আছেন, কেবল গ্রহগণ ঘুরিবার কারণ বিষয়ের অবস্থাটি নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে. সেই হেতু মাথার খেল্যাতে absolute ও relative এই দুইটি সম্বন্ধ আছে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! যে মার্গটি absolute হইতে relative তে আইসে তাহাকে পূর্ব্ববৎ দর্শন কহে আর যে মার্গটি relative হইতে absolute এতে যায় সেটিকে পরবৎ দর্শন কহে। অর্থাৎ Deduction and Induction and a priori and a postiori, analysis and synthetic and Expulsion and retraction. মোট কথা এলান ও জড়ান এই দুইটি দর্শন আছে অর্থাৎ যেটি উপর হইতে নামিল সেটি Trancendental হইল। আবার যেটি নীচে হইতে উপরে উঠিল সেটি Empirical হইল। বাস্তব পক্ষে নিম্ন বা উচ্চ কিছুই নাই তবে মাথার খেলাতে খেলাইয়া লইয়া বেড়ান, তজ্জন্য যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই Toleration—সামঞ্জস্য, বাস্তবিক এই দর্শনটি উৎকৃষ্ট কারণ কর্ম্মোপযোগী।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! কথার শ্রাদ্ধের দ্বারা শ্রাদ্ধটি করিলে শ্রদ্ধাটি কমিয়া যায়, বাস্তবিক শ্রদ্ধাটি কমিলে পূর্ব্ব পুরুষ জল পান না, আর পূর্ব্ব পুরুষ জল না পাইলে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হয় না, বাস্তবিক ভূতের পাপের শ্রাদ্ধ না ঘটিলে উৎপত্তি হয় না, আর উৎপত্তি না হইলে স্থিতি ঘটে না, কাজেকাজেই স্থিতি না হইলে প্রলয় অর্থাৎ নির্ব্বান বা নিবৃত্তি বা মোক্ষ ঘটে না। **এক** বলিয়াছেন আমি বহু হইব। **Be fruitful and multiply.**

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! প্রভূ কৃষ্ণ বলিয়াছেন আমার নাম লও তাহা হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল পাইবে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মার্গ আর নাই, কারণ প্রভূ কৃষ্ণ আমাদের স্বামী হইলেন আর আমরা সকলে রাধিকা হইলাম। এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এই দর্শনটি না আসিলে স্বামী ও রাধিকার মীমাংসা হয় না, কারণ সতী কখনও অন্যকে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করেন না, বাস্তবিক যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই দর্শনটি বজায় রহিল, কেন না রাধিকার স্বামী প্রভূ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহই নাই, বাস্তবিক যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে এক হইতে ঐক্য শব্দ হয় ফলত স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর যেরূপ ঐক্য আছে এবংপ্রকার ঐক্য আর কোথাও নাই অতএব "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই দর্শনের উপাসক হওয়া কর্ত্তব্য। যদি রাধিকা হইতে চান, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া নপুংসককে আনিয়া কূট ধরিবেন না।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! তৎসৎ এই দর্শনটিও না আনিলে সতী শব্দ আইসে না, অসৎ হইলে অস্তিত্ব কোথায় অতএব যখন তিনি সৎ হইলেন, তখন আমরা রাধিকা হইয়া সতী হইলাম বস্তুত সতী হইলে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহারও উপাসক হইলাম কারণ সতী কখনও অসৎ নন। দেখুন, রাধিকা হইতে হইলে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ও তৎসৎ এই দুইটী দর্শনের উপাসক হওয়া কর্ত্তব্য।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! তৎত্বং অসি, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এইটীকে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য এই দর্শনটি হইয়াছে। That is he ঐটিই তিনি বাস্তবিক যদি তিনিই হন, তাহা হইলে আমি কোথায়, কিন্তু যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ বলিতে পারিতেছি ঐটিই তিনি অতএব যখন তিনি সৎ হইয়াছেন তখন বলিতে পারিতেছি যে ঐটিই তিনি, কিন্তু যদি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এই দর্শন লইয়া তর্ক করি তাহা হইলে তৎসৎ ও তৎত্বং অসি এই দুইটি দর্শনের অস্থিত্ব থাকে না, অতএব এই দুইটি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এই দর্শনটিকে সাব্যস্ত করিবার দরুন হইয়াছে। দেখুন, রাধিকা হইতে হইলে প্রভূ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহই নাই, তিনি সৎ এবং ঐটিই তিনি ইহা রাধিকার জন্য প্রকাশ পাইল। যদি রাধিকা না থাকিত তাহা হইলে এই তিনটি বুলি কে বলিত। অন্ধকার আছে বলিয়া আলোক কি ইহা জানিতে পারা যাইতেছে এবং সৎ আছে বলিয়া অসৎটি কি ইহা অনুভব করিতে পারা যাইতেছে। যদি বাস্তবিক এই যুক্তি গুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে আমরা রাধিকা হইয়া প্রভূ কৃষ্ণকে স্বামী করিলে এই তিনটি দর্শন ঠিক হইয়া যাইয়া প্রত্যক্ষ প্রকাশ পায়. এবং আমরাও কার্ষ্ণ হইয়া জগতে ভাই ভগিনী সম্পার্ক পাতাইয়া মহানন্দে কালাতিপাত করিতে পারি।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। আহা মরি মরি কি সুন্দর সমস্যা কারণ তিনি ও আমি ইহাতে নাই, কেবল ব্রহ্ম সংজ্ঞাটি আছে, বাস্তবিক সংজ্ঞা ব্যতীত সংজ্ঞা হয় না, একমেব দ্বিতীয়ং এইটিতে ও সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এইটিতে তফাৎ কি? তফাৎ কিছুই নাই তবে তফাৎ এই monothism and panthism। রসিক মিত্রের বেটা বিহারী মিত্র আর এক জন হর মিত্রের পুত্র বিহারী মিত্র কিন্তু পোতা দুই জনাই হয়, যদিও দুই জনের পিতার সংজ্ঞা আলাহিদা হয় বটে। দেখুন, nominalism দর্শনের গুণ কত অর্থাৎ সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা

হয়। স্থূল জগতে যে ব্যক্তি দর্শন প্রস্তুত করেন তাহার দর্শন অন্য জন অপেক্ষা দৃশ্য পদার্থের ভিতর দর্শনশক্তি অধিক হয়, ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হয়। যদি এইটি ঠিক হয় তাহা হইলে কথার ফঁাকি কাটিয়া নানা জন নানা প্রকার দর্শন প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন—অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে প্রকার দৃশ্য পদার্থতে দৃষ্টি ফেলিয়া প্রবেশী হইতে পারিয়াছেন সে ব্যক্তি সেই প্রকার কথার ফঁাকি কাটিয়া অন্য জনকে ফাঁকি দিয়াছেন। তবে সকলকার দর্শন যে সংসারের ভিতর চলে তাহা নয়, তবে যাহার চলে তাহারই নাম হয়। বাস্তবিক নাম ছুটিলেই নামতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যত সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তত তাহার মতটি ঠিক হয়, যত মতটি লোকের ভিতর প্রবেশ হয় তত সৎ হইয়া যায়, যত সৎ হয় তত সৎটিকে বজায় রাখিবার দরুন অনেক বিদ্যান ও বুদ্ধিমান শিষ্য বাহির হয়, এবং যত গুনতিতে মাথা বাড়ে তত সংসারের ভিতর কার্য্য ঠিক চলে, কারণ সংস্কারই সংসারের আদি তত্ত্ব হয় সেই হেতু এই ধরাকে সংস্থিতি কহে। নিজের মাথা দিয়া প্রায় কেহই চলেন না, তবে যিনি চলেন তাহাকে পাগল কহে, আবার যদি সে মাথাটি অন্য সব মাথা গুলিকে চালাইয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে সে মাথাটি অদ্ভুত পদার্থ হইয়া সকলকার উপাস্য হন—ফলত স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যতীত দর্শন নাই।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! যখন রাধিকা স্বামী কৃষ্ণের সহিত যুগল হইয়া এক হইয়া যান, তখন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এইটিও ঠিক হইয়া যায়, বাস্তবিক এই অবস্থাটি কর্ম্মের ও প্রেমের চরম সীমা হয়। তবে কত দূর ঠিক যিনি প্রেমিকা ও কর্ম্মিষ্ঠা তিনি জানেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! সোহংটি অন্য হইতে কিছুই কম নয়,—অহং স্ব আর ব্রহ্ম স্ব, যদি সবই সব হয় তাহা হইলে পৃথক কোথায়? আর যদি আমি সব হয় তাহা হইলে তুমি কোথায়? অতএব দুইটিই এক হয়, বাস্তব পক্ষে দুইটির যুক্তি এক প্রকার হয়। সকলে মানব হন বটে কিন্তু সকলে বিহারী মিত্র নন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! অহিংসা পরমধর্ম্ম এইটি Indestructibility of matter that is immortality দেখুন, ঘুরে ফিরে সব এক কি না ? যদি স্থূলের ধ্বংশ নাই এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে এক মেব দ্বিতীয়ং, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ও সোহং ইত্যাদির সহিত কিছুই তফাৎ নাই, তবে তৎসৎ ও তত্ত্বমসির সহিত তফাৎ রহিল কারণ এই দুইটি স্থূল জগতের প্রকাশক হয়, কেননা সূক্ষ্ম-স্থূলাবধি গিয়া অন্ধ হইয়া সংজ্ঞার দ্বারা ফাঁকি কাটিয়া কূট ধরিয়া কুট্‌কুটে রোগে আক্রান্ত হয় নাই, বরং অনুমোদন করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে যে সব ঠিক হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! মনে করুন আমাদের স্বামী প্রভূ কৃষ্ণ হন এবং যদি তিনি হন তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা আছে সেইটিকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ ভাগবত খানি ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া কথিত। যদি আমরা প্রভূ কৃষ্ণকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করি, আর শ্রীমদ্ভাগবত খানিকে ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করি (তবে ঝোড় ঝাড় যাহা হইয়াছে তাহা অনায়াসে পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারেন) তাহা হইলে প্রভূ কৃষ্ণের উপাসক হইলে কার্ষ্ণ হইতে হয়, বাস্তবিক যেমনি কার্ষ্ণ হইল অমনি ভাই ভগিনী সম্পর্ক হইল, আর ভাই ভগিনী সম্পর্ক হইলে শক্তি হয়, বস্তুত শক্তি আসিলে কর্ম্মিষ্ঠ হয়, ফলত কর্ম্মিষ্ঠ হইলে নিশ্চয় ফল পায়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! দেখুন, একটি অবতারকে না ধরিলে ভাই ভগিনী সম্পর্ক হয় না। তবে যদি Duplicity play করিয়া ভাই ভগিনী সম্পর্ক পাতান যায়, তাহা হইলে দান বা গ্রহণের সময় তফাৎ হয় ইহা চির প্রসিদ্ধ।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ, এখন ইংরাজী ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন যে আমরা মধ্য স্থান হইতে কত তফাৎ হইয়াছি। বাস্তবিক যদি আমরা মধ্য স্থান হইতে তফাৎ হইয়াছি ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে নূতন জন্ম লইতে কোন দোষ নাই, কারণ ইহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! সূর্য্যের অর্থাৎ মিত্রের Aphelion ও Perihelion দুরবিনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখুন, তাহা হইলে বেশ জানিতে পারিবেন যে, কি সুন্দর স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে মিত্র অন্যান্য গ্রহের দ্বারা বেষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। আর গ্রহেরা মিত্রের একবার নিকটে ও একবার দূরে থাকিয়া গ্রহের নিয়মানুসারে কি প্রকার সুন্দর রূপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরাজ করিতেছে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! কলিকাতা হইতে Greenwitch ছয় ঘণ্টার তফাৎ হয়, আর Greenwitch হইতে Newyork ছয় ঘণ্টার তফাৎ হয়, কাজেকাজেই কার্য্য সম্বন্ধে মিত্রের বিশ্রাম নাই। পৌরাণিকেরা কহিয়া থাকেন যে মিত্রের বিশ্রাম আছে, বাস্তব পক্ষে পৌরাণিকের মতটি ঠিক, কেননা দিবা ও রাত্রি প্রত্যক্ষ হইতেছে, এবং সেই হেতু মিত্রের উদয় ও অস্ত আছে, বাস্তবিক সবিতানাথ এক স্থানে থাকিয়া বিশ্ব জগতটিকে আলোক দিতেছেন, তবে যদি কার্য্য ও কারণ ধরিয়া মূল ধরিবার দরুন ঘোরপাক্ খান তাহা হইলে যখন ঘুর্ণি-পাক লাগিয়া মাথা ঘুরিবে তখন নিজেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! মনে করুন একটি Incestuous Connection এর দ্বারা একটি সন্তান হইল, সে সন্তানটি গোলা পায়রার মত যথেষ্ট বংশবৃদ্ধি করিল, এবং পরের গোলায় যাইয়া গোলার দ্রব্য যথেষ্ট আহার করিতে লাগিল। দেখুন, গোলাদারেরা কিছুই না বলিয়া বরং খোপ প্রস্তুত করিয়া দিল। কেননা গোলাপায়-রাকে গোলাদারেরা লক্ষ্মী কহে। দেখুন, কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া বহু উৎপন্ন করিতে পারিলে যে যত দোষে গোড়ায় দোষান্বিত হউন না কেন সে পূজনীয়, কারণ সে গুণী, ধনী, মানী ও ছাপোষা হয়। বাস্তবিক কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া বহু হইতে পারিলে পূজার পাত্র হয়, ফলত কার্য্য ও কারণ ধরিয়া মূল ধরিতে যাইলে নিজেই কচুপোড়া খাইতে হয়, কারণ আল না দিলে সব বিষয় এলাইয়া যায়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ইন্দ্রধ্বজার মত হাত হইলে আকাশকে স্পর্শ করা যায় ইহা মনে করিবেন না বা কথার তর্ক শিখিলে মূল পাওয়া যায় ইহাও বিশ্বাস করিবেন না। তবে যেটি কর্ম্মোপযোগী ও সংসারের ভিতর আদরনীয় সেটিকে গ্রহণ করা যুক্তিসংঙ্গত।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! সমুদ্রে জাহাজের ডেকের উপর হইতে যত দূরে আকাশ আছে বোধ হয়, mount everest এর উপর হইতে ঠিক তত দূরে আকাশ আছে বোধ হয়। দয়াময়ের লীলা মানব বুদ্ধিতে থৈ পায় না, তবে যদি Theology টিকে বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে শান্তি পাওয়া যায়, আর survival of the fittest এইটিকে যদি গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও শান্তি পাওয়া যায় কারণ সংস্কারটিই শান্তি হয় এবং তজ্জন্য এই ঘুর্ণায়মান জগতটিকে সংস্থিতি কহে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! antipode বলিয়া একটি শব্দ আছে অর্থাৎ যে যার পায়ের বিপরীত অবস্থাতে আছে তজ্জন্য সকলকার মাথার উপর আকাশটি আছে, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের দৃশ্য ইহ জগতে আর অধিক কি হইতে পারে। মানবের নিয়ম হইতেছে উপরে আকাশ থাকিলে পাটি নীচের দিকে থাকে কিন্তু অন্য এক জন পায়ের নীচে থাকিয়া পায়ে পায়ে ঠেকাইলে পায়ের উপর আকাশ হয়। এই সামান্য রহস্যটি কি? ইহা কি কেহ প্রকাশ্য দেখাইয়া উদঘাটন করিয়া দিতে পারেন। তবে Gravitation ইহার যুক্তি হয় কিন্তু মানব কি একটি গোলাকার ধরা প্রস্তুত করিতে পারেন? আকর্ষণীশক্তি ও দেহের মাপের গঠন ঠিক না হইলে যে যার বিপরীতে কি করিয়া দাঁড়ায় বা চলে ফেরে, অতএব বলিতে হইবে যে আকর্ষণী শক্তির বা মাধ্যাকর্ষণীর দ্বারা ইহা ঠিক হয়, অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, যাহা মানবের তাহাই মানব প্রস্তুত করিতে পারেন, ফলত মানবের বাহির যাহা তাহা মানব প্রস্তুত করিতে পারেন না, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! উপর হইতে দ্রব্য ফেলিলে নীচের দিকে ধায় যদি দ্রব্যটি শূন্যকে অর্থাৎ space টিকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে নচেৎ বাতাসের অনুগ্রহে উপরে উড়িতে থাকে, অতএব ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে নীচের Atmosphere thick হয় আর উপরের thin হয়, বাস্তবিক যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে উপরদিকে না গিয়া নীচের দিকে ধায় কেন? ইহার তাৎপর্য্য অন্য কিছুই নয় খালি ধরার আকর্ষণী শক্তি বেশী, আর দ্রব্যের গুরুত্বের তারতম্য। বেশ, বাস্তবিক যদি ইহাই ঠিক হয় তাহা হইলে শূন্যের আকর্ষণীশক্তি কম হয়, ইহা প্রকাশ পায়, সেই হেতু যে বস্তু ধরা হইতে যত দূরে থাকে সে বস্তুর উপর ধরার আকর্ষণীশক্তি তত কম হয়। সমুদ্রে বস্তু পড়িলে উপর দিকে ধায় কারণ heaving, কিন্তু নদীতে বস্তু পড়িলে নীচের দিকে ধায় কারণ Gravitating, বাস্তবিক যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে সৃটি ঠিক কারণ স্থির হয়, তবে এই অবস্থাটি কত দূর গিয়া ঘটে ইহা ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু স্বর্গটি অস্থির হয়, কারণ স্বঃগচ্ছতীতিস্বর্গ, যখন গচ্ছতি ক্রিয়া পদটি রহিয়াছে তখন ক্রিয়া শেষ হইলে আবার ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইতে হয়, সেই হেতু মাথাওয়ালা লোকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, এই প্রকার ক্রিয়া করিলে আর **একের** নিকট হইতে আসিতে হয় না। বাস্তব পক্ষে এইটি মাথার শেষ খেলা হয়, সেই হেতু একমেব দ্বিতীয়ং ও সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ও সোহং ও অহিংসা পরমোধর্ম্ম ইত্যাদি দর্শন গুলি মানব বুদ্ধির চরম সীমা হয়, তবে এই গুলি Fallacy of reasonig কিনা ইহা বিবেচ্য, তবে একটি কূট বলি শুনুন ঃ—

কোন সময়ে একজন বৈদান্তিক মায়া বিষয়ে কথোকথা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটি বুনো ষাঁড় আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করাতে বৈদান্তিক ব্যক্তিটি ভোঁ দৌড় দিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন, ইহা দেখিয়া অন্য সকলে উচ্চস্বরে হাসিতে

লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বৈদান্তিকটি পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলে পর অন্য লোকগুলি তাহাকে বলিলেন—এই আপনি সব বিষয়কে মিথ্যা ও মায়া বলিতে ছিলেন কিন্তু আপনি বুনো ষাঁড়কে দেখিয়া প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করিলেন কেন?

বৈদান্তিকটি বলিলেন,—আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না, কারণ আপনাদের মাথাটি ছোট হয়, আমার পলায়নটি ও আপনাদের উচ্চ-স্বরের হাস্যটি এই দুইটিই মায়া হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ফাঁকি কাটিলেই ফাঁকিতে পড়িতে হয়। যদিও time being দেখিতে ও শুনিতে বেশ কিন্তু পরিণাম খারাপ, বাস্তবিক ইহার সিদ্ধান্তের জন্য অধিক দূর যাইতে হয় না বা অধিক পড়িতে হয় না, নিজেদের চাঁদবদনগুলি দর্পণে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারেন, কেননা toiletএর খরচ বন্ধ হয় না।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! লোকালয়ে অবতার ও রাজচক্রবর্ত্তী ভিন্ন উন্নতি মার্গে উঠিবার অন্য কোন উপায় নাই কারণ Law and orderটি স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ভক্তি ব্যতীত মুক্তি নাই, মুক্তি ব্যতীত শান্তি নাই, শান্তি ব্যতীত সংস্কার নাই, সংস্কার ব্যতীত অস্তিত্ব নাই, অস্তিত্ব ব্যতীত বর্ত্তমান নাই, বর্ত্তমান ব্যতীত কার্য্য নাই এবং কার্য্য ব্যতীত ভক্তি নাই; ফলত ঘূর্ণায়মান জগতে নাগর দোল্লার খেলাটি অনিবার্য্য।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, কি প্রকার আস্তে আস্তে অজানিতরূপে নূতন জন্ম হইতেছে। নোবল ব্রিটনের হিন্দুস্থানে আগমনাবধি ধীরে ধীরে আমাদের আচার, ব্যবহার, মান, মর্য্যাদা, রূপ, গঠন, পরিচ্ছদ, ভাষা ও গুণ ইত্যাদি পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, তবে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া যত শীঘ্র উন্নতি হইতেছে এতটা পূর্ব্বে হয় নাই। এখন

প্রতি দশ বৎসরে যে প্রকার উন্নতি হইবে পূর্ব্বে পঞ্চাশ বৎসরে সে প্রকার হয় নাই ।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! এখন যদি পুচ্‌কে মাসীগুলিকে Moral Backboneএ প্রস্তুত করা না হয় তাহা হইলে পুচ্‌কে মাসীগুলি Moral carougeটী ও Moral Principleটিকে observe করিতে পারিবে কিনা ইহা সন্দেহ, তবে যদি এইগুলির অভাব ঘটে তাহা হইলে 19th December 1919এর proclamationটিকে বজায় রাখা কষ্টকর হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন ।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! কতকগুলি বুড়োদের ভিতর এতদিনের পর যে জ্ঞান আসিয়াছে without British co-operation we can not stand on our legs—we say in return that it is a healthy sign, more over it is our bounden duty as loyal subject to appeal for help to noble Briton for our progress.

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! আপনারা পুঁচকে মাসীগুলির কর্ণে সামঞ্জস্যের ও মিলনের অর্থাৎ toleration and conciliation এর মন্ত্রটি প্রবেশ করিয়া দিয়া উহা দিগকে এমতে শিক্ষা দিউন যাহাতে উহারা ভবিষ্যতে moral back bone এ প্রস্তুত হইয়া moral courage ও moral principle টি কি ইহা পুঁচকে মাসীগুলি বেশ সুন্দর রূপে বুঝিতে পারে, যদি এইটি করিয়া দেন, তাহা হইলে পুঁচকে মাসীগুলি co-operation and non-co-opration টি কি ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে ।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! non-co-operation টি রাক্ষসীর উপযুক্ত হয়, আর co-operation টি দেবীর উপযুক্ত হয় কারণ এক বলিলেন "আমি বহু হইব" অমনি বহু হইলেন, বাস্তবিক ইহাতে non-co-operation কই বরং co-operation টি স্পষ্টরূপে

বর্ত্তমান রহিয়াছে, ফলত যদি Godhead and creation co-operation হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয় গুলি co- peration ব্যতীত চলিতে পারে না, ইহা axiomatic truth হয়, কাজেকাজেই non-co-operation শব্দটি একটী সমাস যুক্ত শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, non শব্দটি আছে আর co-operation শব্দটি আছে, কিন্তু non-co-operation টি সংসার নিয়মের ভিতর নাই, যেমন অশ্ব আছে ও ডিম্ব আছে কিন্তু অশ্বডিম্ব নাই।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! খ্রীষ্টাব্দ 1833 হইতে সুরু করিয়া 19th December 1919 পর্য্যন্ত British Government এর সহিত co-operation এর দ্বারা শিক্ষা পাইয়া অর্থাৎ প্রায় অষ্টাশীতি বৎসরের পর, আমরা হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছি, ইহা কত দূর সত্য administration scheme পড়িয়া জানুন। আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি যে administrator দের উপর বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়, বাস্তবিক তাহা নয়, তবে ইহার কারণ, আর কিছুই নয় খাঁলি হামাগুড়ি দেওয়া ছেলে গুলি না আপদে বা বিপদে পড়ে। পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, হামাগুড়ি দেওয়া ছেলে গুলিকে আপদ ও বিপদ হইতে রক্ষা করা, বরং না করিলে পিতাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! যদি আপনারা এ হেন সুবিধা যোগটিকে পিছলাইতে দেন, তাহা হইলে নামিতে নামিতে আবার "1833" খ্রীষ্টাব্দের অবস্থাতে যাইতে হইবে ইহা নিশ্চয় জানিবেন, আর যদি উপযুক্ত হইয়া দক্ষতা দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে কালে colonial Government এর মত ক্ষমতা পাইবার সম্ভাবনা আছে, ইহাও নিশ্চয় জানিবেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! Bureaucracy কি? ইহা আর কিছুই নয় খালি constitution টিকে যথেষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের উপর একটি expirt রাখা? দেখুন, এত দিন বি, এল, এ—

রে শিক্ষা করিবার পর আমরা এখন আলগুছি দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছি, এখনও যদি নোবল ব্রিটনেরা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদের দেহ, চুল্লী ও গৃহ রক্ষা করা ভার হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! সেদিন কাবুলের আমীর যে তাক্ তাক্‌সিন অর্থাৎ Toxin বাজাইয়া ব্রিটিষ গভার্ণমেন্টের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ছিলেন, যদি নোবল ব্রিটন আমাদিগকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে কি আমরা আমাদের দেহ, চুল্লী ও গৃহটিকে রক্ষা করিতে পারিতাম? না এত দিন কাবুলের আমীর আমাদের মেয়ে গুলিকে পর্য্যন্ত পয়মাল করিয়া কন্যা কুমারিকাতে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে আলগুছি দেওয়া শিশু যদি অসম্ভব কিছু চায়, তাহাকে কি সেটি দেওয়া কর্ত্তব্য? না যত টুকু ক্ষমতা তত টুকু দেওয়া বিধেয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! দেখুন, নোবল ব্রিটন আমাদের উপর যত টুকু ভার আমরা বহন করিতে পারি, তত টুকু ভার ক্রমে ক্রমে দিতেছেন, এইটি ভাল না মন্দ?

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! যখন আমরা শৈশবাবস্থা ছাড়িয়া যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইব, তখন নোবল ব্রিটন আমাদের উপর ক্রমে ক্রমে বেশী ভার দিবেন, ইহার দরুন আবার মাথা ঘামান কেন? বরং যে ভার সম্প্রতি নোবল ব্রিটন আমাদের উপর দিয়াছেন, সেই ভারের ভারনায় মাটিসাৎ না হইয়া যাহাতে সুচারু রূপে বহন করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। দেখুন, নোবল ব্রিটনেরা আলগুছি দেওয়া শিশুকে কি প্রকারে আপদ ও বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সন্দেশের খালি ছাপ পাইলে বিদ্বান বা মস্ত লোক হয় না, তবে হিন্দুস্থানের শিরোমণি হইতে পারা যায়। যে দেশে মহা বৃক্ষ নাই সে দেশে ভ্যারাণ্ডা গাছও মহাবৃক্ষ বলিয়া কথিত হয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! খালি ফক্কড় হইলে দেশ রক্ষা করিতে পারা যায় না, তবে পয়সা রোজগার করিয়া মজা লুটিতে পারা যায়। হিন্দুস্থানের প্রায় পাঁচ কোটী লোক পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া পরের অন্ন খাইয়া যথেষ্ট সংখ্যা বাড়াইতেছে। যদি এই সব লোক গুলি শ্রমজীবি হইয়া নিজের অন্ন সংগ্রহ করিত, তাহা হইলে দেশের উপকার কত বেশী হইত, কিন্তু দেখুন, হামবড়া দর্শনের জন্য এই সব বিষয়ের আলোচনা যিনি করেন, দেশবাসী তাহাকে কেমন চিলটিল করিয়া উড়াইয়া দেন, আর বড় ভায়ের শিষ্যেরা অর্থাৎ ছোট ভায়েরা কেমন মটর ছড়াইয়া তাহার ইহ কালের উন্নতির দফা রফা করিয়া দেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে ও ধাপে ধাপে উঠিতে হয়, যদিও আলগুছি দেওয়া শিশুরা শীঘ্র চলিবার উদ্যম করে বটে, কিন্তু রক্ষাকর্ত্তা দিবেন কেন। যেটি সয় সেটি রয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! পুঁচকে মাসীগুলি যাহাতে নিরাবরণী দর্শনটিকে ত্যাগ করিয়া আবরণী দর্শনটিকে গ্রহণ করে, ইহার ব্যবস্থা বিধিমতে করুন, এবং পুঁচকে মাসীগুলি যাহাতে ঘোঁড়ার উপর সোয়ার হইয়া টগ্‌বগ্ করিয়া যাইতে পারে তাহার শিক্ষা দিউন। পূর্ব্বে যেমন Bareback ঘোঁড়ায় চড়া মেয়েরা পুরুষ দিগকে বিবাহের দরুন আহ্বান করিতেন, যিনি আমাকে ধরিতে পারিবেন তিনি আমার স্বামী হইবেন, বাস্তবিক যদি আপনারা for sake of curiosity দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাতার দিগের বিবাহের ছবি দেখুন, তাহা হইলে খানিকটা জানিতে পারিবেন যে, বীর্য্যবতী হইলে বীর্য্যবান পুরুষকে স্বামী করিতে চান, আর রুগ্ন বাতাসী হইলে লুকাচুরি খেলা খেলিয়া রুগ্ন ভুঁড়েকে স্বামী করিতে চান; যেমন হাঁড়ি তেমনি সরার প্রয়োজন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! হিন্দুস্থানটি এখন ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত

হইয়াছে—মল অর্থাৎ ময়লা, ময়লাটি পরিস্কার না করিতে পারিলে উন্নতি মার্গে উঠিবার সম্ভাবনা নাই।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! জ্যোতির্ম্ময়ী শশীকলারা যখন হাস্য-মুখী হইয়া প্রজাপতির মত চারি ধারে ঘুরিবে, তখন জানিতে পারিবেন যে দেশের উন্নতি হইবার বীজ বপন হইয়াছে, সেই হেতু পুঁচকে মাসী গুলির মানসিক তেজটিকে বাড়াইয়া দিয়া, মনোনীত বরের ব্যবস্থা করিয়া দিউন।

Alexander the Great একটি মুটেকে টাকার মোটের ভরে ভারাক্রন্ত দেখিয়া বলিয়া ছিলেন, তোমার মাথায় যাহা আছে তাহা তোমার। দেখুন, মানসিক বলে মুটেটি মাথার মোটটিকে স্বচ্ছন্দে লইয়া গিয়া কোবাগারে পহুঁছিয়া দিলেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! যাহাতে পুঁচকে মাসীগুলি সাঁতার দিতে পারে, দৌড়াইতে পারে, লাফাইতে পারে ও দোল্লায় দুলিতে পারে ও সর্ব্ব প্রকার sports অর্থাৎ শারীরিক খেলা খেলিতে পারে ও অভয়া হইতে পারে ও গুরু জনকে ও বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দিতে পারে ও গুণীকে গুণোচিত মর্য্যাদা দিতে পারে ইহার বিধান করিয়া দিউন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! আপাতত আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় যে, fiscal and tariff এই দুইটির উপর বেশী নজর রাখা, কেননা আয় ও ব্যয় ঠিক না রাখিতে পারিলে হিসাব ফাজিল হইয়া যায়, বাস্তবিক ফাজিল হইলে এবং সেইটিকে পুরণ করিতে হইলে নূতন করের আবশ্যক, হিন্দুস্থান বাসীগণ উপযুক্ত পুত্র নন, সেই হেতু নূতন কর বসিলেই হিন্দুস্থানবাসীগণ করে প্রপীড়িত হইয়া দয়াময়কে দুঃখ মোচনের দরুন ডাকিবেক, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! অধিক পরিস্কারের ব্যবস্থা বা অধিক বিদ্যা ছড়াইবার ব্যবস্থা আপাতত করিবেন না, কারণ India is not England ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! আপনারা এখন toleration moderation and conciliation এই তিনটির উপাসক হইয়া কার্য্য করিবেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে statesman, politician and deplomat হইতে পারিবেন, কারণ হিন্দুস্থানের জল, বায়ু ও মাটী হামবড়া দর্শনে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! বর্ণসঙ্কর দিগের বিল যাহাতে পাস হয় ইহার বিধান করিবেন। হিন্দুদিগের সংহিতার মতে বর্ণসঙ্কর দিগের বর্ণ মাতার বর্ণ হয়, কিন্তু শূদ্র যদি ব্রাহ্মণীকে গ্রহণ করেন তাহা হইলে মাতার বর্ণ না হইয়া চণ্ডাল হয়। দেখুন, object and reason of law and fallacy of reasoning কি, কেননা অনুলোম ও বিলোম আনিয়া কি সুন্দর রূপে সাব্যস্থ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক যদি এই সব যুক্তি গুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে আপনারাও হিন্দুধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া optional আনিয়া বিল সচ্ছন্দে পাস করিতে পারেন, কেননা অসবর্ণের ফল গুলি আইন সঙ্গত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু যদি আপনারা compulsary ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে যুক্তি সঙ্গত নয়, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! Professor, lawyer, geologist. chemist, medical man, educationist, speaker, editor, Philosopher and scientist ইত্যাদি statesman হইতে পারেন না, যিনি inborn governing faculties সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন. তিনি statesman হইতে পারেন, কেননা উপরোক্ত লোক গুলির মন্তব্য গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে moderation toleration ও conciliation গুলিকে ঠিক করিয়া সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙ্গে এ সমস্ত ব্যবস্থা যিনি করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত statesman হইবার উপযুক্ত পাত্র হন, এইটি আর কিছুই নয়, খালি দশ বাগানের বহু রকমের বহু ফুল লইয়া একটি সুন্দর

তোড়া প্রস্তুত করা, কিন্তু ইহা পুঁচকে মাসীদের খোঁপার বা পোষাকের safety pin আঁটা নয়।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! হিন্দুস্থানের খরচ দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে, যদি এবংপ্রকার খরচ দিন দিন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ফাজিল হইয়া কর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। সকলকার বেতন কম করিলে কি ভাল হয় না? বিলাত হইতে একটি বেতনের তালিকা লইয়া দেখিলে অতি সহজে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে যে সব noble Briton হিন্দুস্থানকে govern করিতে আসিতেন, তাহাদের যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হইত ও নানা প্রকার অসুবিধা ছিল সেই হেতু বেতন অধিক হইয়া ছিল, কিন্তু এখন তাহা নাই। ছয় ঘণ্টাতে বিলাত হইতে খবর পাইতে পারেন, চিঠি পত্র সহজে পাইতে পারেন, যাতায়াতের সুবিধাও যথেষ্ট হইয়াছে, বেশীর ভাগ হিন্দুস্থানে নিজেদের ভিতর বন্ধুবান্ধব যথেষ্ট পান এবং স্ত্রী সন্তান ও সন্ততি লইয়া আনন্দের সহিত বাস করিতে পারেন আর খাওয়া পরা যাতায়াতের ও কথোপকথনের ও আমোদের কোন প্রকার অভাব ঘটে না, যদি এই গুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে টাকা পিছু চারি আনা করিয়া বেতন কম হওয়া উচিত, কিন্তু এই ব্যবস্থা সৈনিক বিভাগে করা যুক্তিসঙ্গত নয়, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। হিন্দুস্থানবাসীগণ যাহারা administrator এর কার্য্য করিবেন, তাহাদের আট আনা কম বেতন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কারণ ঘরের ছেলে ঘরে বসিয়া কার্য্য করিবেন, যদি এই প্রকারে প্রথম খরচ কম করা হয়, তাহা হইলে নূতন কর করিবার কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

Bengal, Bihar and Orissa যখন lieutenant Governor এর হাতে ছিল, তখনকার খরচের একটি তালিকা লউন, আবার যখন governor এর হাতে 1919 খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল, তাহারও

ন আর এখন governor ও minister হইয়া খ্রীষ্টাব্দে কত খরচ পড়ে ইহাও দেখুন, তাহা হইলে বেশ জানিতে পারিবেন যে কি প্রকার leaps and bounds এ খরচ বৃদ্ধি পাইতেছে, তবুও cival and military আলাহিদা হয় নাই, বোধ হয় দুই চারি বৎসরে হইবার সম্ভাবনা রহিল।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! viceroy and governor general এক জন না থাকিয়া বোধ হয় viceroy আলাহিদা হইয়া military ও সর্দ্দারগুলির ব্যবস্থা করিবেন, আর governor general civil এর ব্যবস্থা করিবেন, কারণ এক জন এত কথা কাটাকাটির পর অন্য সমস্ত গুলি দেখিতে পারিবেন কিনা ইহা সন্দেহের স্থল হয়। দেখুন, statesman না হইয়া খালি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাব লইয়া কথা কাটাকাটির শ্রাদ্ধ করিলে কি প্রকার খরচ বৃদ্ধি পায়, তবুও হিন্দুস্থানকে রক্ষা করিবার দরুন বঙ্গোপসাগরের ও আরব্যসাগরের রণতরীর খরচ নাই।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! অগ্নি সর্ব্ব জিনিষকে দগ্ধ করে বটে, কিন্তু অগ্নিতেও পোকা জন্ম গ্রহণ করিয়া আনন্দে কাল্যাতিপাত করে, সেই হেতু বলিতেছি, স্বভাব একটি ভয়ানক সামগ্রী হয়। England কে দেখিয়া হিন্দুস্থানের ব্যবস্থা করিবেন না, তজ্জন্য বারম্বার বলিতেছি, India is not England।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! পুঁচকে মাসীগুলিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ খানিকে শেষ করাইয়া বি, এল, এ—ন্ত্রে মন্ত্রটিকে যদি দেন, তাহা হইলে হিন্দুস্থানের হামবড়া দর্শনের কুসংস্কার গুলি যাইবার সম্ভাবনা আছে। হামবড়া দর্শনটি যদি একের কৃপায় লোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে পুঁচকে মাসীগুলি জানিতে পারিবে যে moral back bone, moral carouge ও moral princeple টি কি, বাস্তবিক যদি একের কৃপায় ঐ তিনটি জানিতে পারে,

তাহা হইলে 19th December 1919 এর ব্রীটিশ ... পোষাকের এর বীজটি সুন্দর রূপে অঙ্কুর বাহির হইয়া পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর পরিণত হইতে পারে ।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! হিন্দুস্থানবাসীরা বড় দুঃখ করেন যে, শ্বেত পুরুষেরা আমাদিগকে উহাদের ক্লাবে প্রবেশ করিতে দেন না, এ প্রকার দুঃখ করাটি যুক্তি সঙ্গত নয় কারণ হিন্দুস্থানবাসী এখনও উহাদের ক্লাবে যাইবার উপযুক্ত পাত্র হন নাই । হিন্দুস্থানবাসীরা কি উহাদের মেয়েগুলিকে সাহেবদের সম্মুখে লইয়া যান, না হিন্দুস্থান বাসিনীরা শ্বেতাঙ্গিনীদের সমস্ত আচার ব্যবহার ও নিয়ম গুলিকে জানেন, যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রথমে সকলে উপযুক্ত হইয়া পরে বাসনা করিলে কি ভাল হয় না ?

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! হিন্দুস্থানের ভিতর কোন স্থান এত বেশী জলে আটক হয় যে সে স্থানটি জলা বলিয়া কথিত হয় । আবার কোন স্থানে আদৌ জল নাই তজ্জন্য সে স্থানটিকে মরুভূমি কহে, আবার কোন স্থান সারেমাতে আছে সেই জন্য সে স্থানটিকে এক ফসলি কহে, আবার কোন স্থানে বৎসরে চারিবার ফসল হয় সেই হেতু সেটিকে চার ফসলি কহে । দেখুন, হিন্দুস্থানের মাটির, জলের ও বাতাসের গুণ কত প্রকার হয়, যদি নোবল ব্রিটন প্রজা দিগকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে কত প্রকার বিপদ ঘটিত ।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! যদি সকল প্রজাবর্গেরা co-operation with british gavernment হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে হিন্দুস্থান বাসীর সুখ ও আনন্দ কত বৃদ্ধি পায়, সেই হেতু যাহাতে পুঁচকে মাসীগুলি co-operation with british government এর সহিত কার্য্য করে এবংপ্রকার শিক্ষা দিউন ।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! পুঁচকে মাসীগুলি কুমারী থাকিয়া মরিয়া যায় সেও লক্ষগুণে ভাল, তথাপি যেন বীর্য্যহীন পুরুষের সহিত

...হয়, কেননা বীর্য্যহীন পুরুষকে বিবাহ করিলে ...সন্ততি হইবার সম্ভাবনা থাকে না, আর স্ত্রী পুরুষের ভিতর মনের মিলটি থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তজ্জন্য গৃহের সুখটি উপিয়া যায়, কারণ ক্ষীণ পুরুষের ভিতর স্ত্রীলোকের উপর সন্দেহ স্বভাবসিদ্ধ, যেমন ন্যাবা রোগে আক্রান্ত হইলে চক্ষুতে হল্‌দে রং দেখে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ ! আজ কাল labour এর মূল্য অত্যন্ত বাড়িতেছে বোধ হয় বিশ বৎসরের মধ্যে চালের মন কুড়ি টাকা হইবে। ঘোঁট মঙ্গলের ফল ধর্ম্মঘট হয়, labourer রা ধর্ম্মঘট করিয়া নিজের ইচ্ছা মত labour এর মূল্য অধিক করিতেছেন, কেননা উহারা মনে করিয়াছেন যে আমরা না হইলে টাকাধারীরা লড়িতে চড়িতে পারিবেন না, বাস্তবিক ঠিক কারণ পুত্র না থাকিলে পিতার পিণ্ডি দিয়া উদ্ধার করে কে ? যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে পিতা না থাকিলে পুত্র হয় না, এইটিও জানা আবশ্যক, বাস্তবিক যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে mutual love এ জগতটি চলিতেছে ইহা সাব্যস্ত হয়, যদি আবার এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে capitalist and labourer রা নিজের নিজের ন্যায় সঙ্গত স্বার্থ দেখিয়া সন্ধি করিলে কি ভাল হয় না ?

ন্যায় ও যুক্তির মাথায় পদাঘাত করিয়া যদি labourer রা ইচ্ছা মত ধর্ম্মঘট করিয়া labour এর দাম বেশী করেন, তাহা হইলে জিনিষের দাম অধিক হইবে কেননা capitalists রা ঘর হইতে অধিক মূল্য, দিবেন না, ইহা কত দূর সত্য যেখানে labourer রা ধর্ম্মঘট করিয়া labourer এর দাম অধিক করিয়াছেন, সেখানে capitalist রা কি উপায়ের দ্বারা তাহা পূরণ করিয়াছেন এক বার অনুগ্রহ করিয়া দেখুন, তাহা হইলে আক্কেল আসিতে পারে যে, ধর্ম্মঘট করিয়া অকারণ labourer এর দাম অধিক করিলে তাহার ফল মহার্ঘ হয়, যদি এই সিদ্ধান্তটি বাস্তবিক ঠিক হয়, তাহা হইলে যাহাতে অকারণ ঘোঁট মঙ্গল করিয়া ধর্ম্মঘট না হয় ইহার বিধান করা কর্ত্তব্য।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! পুঁচকে মাসীগুলি যাহাতে ... ও বুদ্ধিমতি হয়, এবং ক্ষমতাতীত কার্য্যের উপর বাসনা ... ইহার বিধান করুন, কেননা তাহা হইলে পরের অসঙ্গত কথা লইয়া চর্চ্চা করিবে না।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! পুঁচকে মাসীগুলি যাহাতে পুরুষবৎ দর্শনের চর্চ্চা আদৌ না করে ইহার ব্যবস্থা করিবেন, আর পুঁচকে মাসীগুলিকে ধর্ম্ম শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া যাহাতে উহারা ধার্ম্মিকা হয় ইহার বিধান করিবেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! অবতারের ধর্ম্ম গ্রন্থের শিক্ষা ব্যতীত কেহই সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। মানবের অবস্থা দুই প্রকার হয়,—যথা অসভ্য ও সভ্য অবস্থা—সভ্য অবস্থাটি অন্য কিছুই নয় খালি শিক্ষারগুণ হয়, সেই হেতু শিশু বাল্যাবস্থা হইতে যে প্রকার শিক্ষা পায় সেইরূপ হয়।

কাঁচা ছাঁচে দাগ পড়িলে সে দাগ পোড়ালেও যায় না বরং আরও দৃঢ় হয়, তজ্জন্য সমাজের প্রয়োজন ঘটে। পুঁচকে মাসীগুলি যদি চারি ধারে শিক্ষা প্রণালীটি সমান দেখিতে পায়, তাহা হইলে আর সভ্য হইতে কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, সেই হেতু অবতারের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! অবতারের শিষ্য হইলে ভাই ভগিনী পাতাইতে আর কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, আর ভাই ভগিনী সম্পর্ক হইলে এক রং, এক ভাষা, এক পরিচ্ছদ, এক খাদ্য ও এক ধর্ম্ম হইয়া যায়, আর যদি এইগুলি এক হয় তাহা হইলে কর্ম্মিষ্ঠা হইয়া যায়। দেখুন, কর্ম্মিষ্ঠা হইতে হইলে কত বিষয়ের প্রয়োজন। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই এইটিকে ছাড়িয়া ভাই ভাই সই সই এইটাকে গ্রহণ করিলে সকলে ভাই ভগিনী হইয়া অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে ভায়ের নিকট হইতে কত টিপ পাওয়া যায়, আর ভাইগুলি ভগিনীগুলিকে বাটিতে

পারিলে মনে কত আনন্দ পায়। আবার যখন এইটি বলিয়া গিনীকে টিপ দিবে, তখন ভাই ভগিনীর মানসিক তেজ কত বৃদ্ধি হইবে। ভগ্নীকে দিলাম টিপ বটে, ঊষা হরণটি যদি ঘটে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! ঊষাহরণ না হইলে অন্ধকার যাইয়া লোকটি ফুটে না। উঠুন, আর নিদ্রা যাইবেন না, ঐ দেখুন মিত্র দয় হইতেছে। ঐ শুনুন, ভেরী বাজাইয়া 19th December 1919 এর ঘোষনাতে কি ঘোষনা পাঠ করিতেছেন।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়া পুচকে মাসী-গুলিকে **moral back bone, moral courage and moral principle** এ শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত করুন, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর পুচকে মাসীগুলিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন যে কত উন্নতিমার্গে উঠিয়াছে।

হে মা লক্ষ্মী সরস্বতীগণ! নূতন জন্ম লওয়া হইবে কবে? ব্রহ্মা ঊষা হরণ করিবেন যবে।